# ককবরক সৗরৗঙমা

## [A Grammar of Spoken Kokborok]

অধ্যাপক প্রভাসচন্দ্র ধর

Tribal Research and Cultural Institute
Govt. of Tripura, Agartala

# ককবরক সৗরৗঙমা

[A Grammar of Spoken Kakbarak]

# ককবরক সৗরৗঙমা

[A Grammar of Spoken Kakbarak]

অধ্যাপক প্রভাসচন্দ্র ধর

Published by :
**Tribal Research & Cultural Institute**
Government of Tripura.

© Tribal Research & Cultural Institute
Government of Tripura

First Published : 1983
Second Revised Printing : 2003
Third Edition : February, 2020

Cover Design : Shaabdachitra, Agartala

Type Setting : Shaabdachitra, Agartala

Printed by : Kalika Press Pvt. Ltd., Kolkata

:

ISBN : 978-93-86707-52-9

Price : ₹ 120/-

# তৃতীয় মুদ্রণের ভূমিকা

'ককবরক সৗরৗঙমা' বইটি ভাষাশিক্ষার্থী অনুরাগীদের মধ্যে বিশেষ সমাদর লাভ করায় বইটির দ্বিতীয় মুদ্রণ ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেছে। পাঠক, শিক্ষার্থী ও গবেষণাকারীদের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করেই তৃতীয় বারের মতো বইটি ছাপানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

28.02/2020

২৮শে মার্চ, ২০২০ ইং

(ডি. দেববর্মা)
অধিকর্তা
উপজাতি গবেষণা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র
ত্রিপুরা সরকার

# ভূমিকা

প্রায় এক যুগ আগের কথা। ১৯৭২। গিয়েছিলাম ডিব্রুগড়ে ছয় সপ্তাহের গ্রীষ্মকালীন শিক্ষাশিবিরে। সেখানেই ভাষাতত্ত্বের সঙ্গে আমার পরিচয়। ১৯৭৪ সালে ভুবনেশ্বরে ভাষাতত্ত্বের শিবিরে পরিচয় হয় অনেকের সঙ্গে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ড. সুহাস চট্টোপাধ্যায়ও। বিশ্বভারতীয় ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক ড. চট্টোপাধ্যায় আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন সব সময়। তাঁর অনুপ্রেরণাতেই ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭ হায়দরাবাদে ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়ন ও গবেষণা।

১৯৭৭ থেকেই ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদে ককবরক শিখতে শুরু করি। প্রথম থেকেই গবেষকের অনুসন্ধিৎসা নিয়ে শিখতে চেষ্টা করেছি। আমার শিক্ষক শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার মহাশয় এবং আমার কলেজের ছাত্ররা আমাকে সাহায্য করেছেন অকৃপণভাবে।

এই বইটি মুখ্যত শিক্ষিত বাংলা জানা শিক্ষার্থীর জন্য তৈরি। এটি এই বিষয়ে প্রথম বই বলে এমন কিছু প্রশ্নের অবতারণা করতে হয়েছে যা ভবিষ্যতের অন্য কোন গ্রন্থকারের প্রয়োজন হবে না। যাঁরা স্কুলে ককবরক পড়াচ্ছেন তাঁরা নিজেরা কোন ব্যাকরণ পড়েননি। পড়াবার জন্যও তাঁদের কাছে কোনও ব্যাকরণ নেই। আশা করা যায় এই বইটি তাঁদের উপকারে লাগবে। যতদিন উৎকৃষ্ঠতর বই লেখা না হবে ততদিন এটিরই নির্বাচিত অংশ তাঁরা পড়াতেও পারবেন।

আগরতলা থেকে জঙ্গল কাটতে কাটতে এগিয়ে গিয়ে যাঁরা আসাম ছুঁয়েছিলেন, যাঁরা আসাম-আগরতলা রাস্তা তৈরী করেছিলেন, তাঁদের সেই রাস্তার বিন্যাস এত জায়গায় পরিত্যক্ত হয়েছে, রাস্তার চড়াই-উতরাই এত কমেছে যে এখনকার রাস্তাটাকে নূতনই বলা যায়। সেইরকম ভবিষ্যতে ককবরকের ব্যাকরণ আরও সরলীকৃত হবে, আরও সহজ হবে। হয়ত সেই ব্যাকরণটি মনে হবে নূতন। আসাম-আগরতলা রাস্তার প্রথম স্তরের শ্রমিক-ইঞ্জিনিয়ারগণ অনেকেই হয়ত আজ আর বেঁচে নেই। কিন্তু আমরা জাতি যে শত ভুল করলেও তাঁদের আন্তরিকতা কম ছিল না। পঞ্চাশ বছর

পরে যদি কেউ মনে করেন যে সামর্থ্য সীমিত থাকলেও আমরাও আন্তরিকতা কম ছিল না তবে সেটাই হবে আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

এই ক্ষুদ্র কলেবর বইটি একাধারে ককবরকের প্রথম বিজ্ঞানসম্মত লিখিত ব্যাকরণ, ককবরক শিক্ষার পথনির্দেশক পুস্তক, ককবরক-বাংলা তুলনামূলক ব্যাকরণ ও ককবরক-বাংলা এবং বাংলা-ককবরক অনু-অভিধান। মাত্র সাড়ে পাঁচশ' শব্দ ব্যবহার করে ককবরক শেখাবার প্রচেষ্টা। শব্দচয়ন অত্যন্ত দুরূহ বিষয়। বিশ্ববিখ্যাত Basic English এর কথা মনে রেখে চলেছি। এই সাড়ে পাঁচশ' শব্দের মধ্যেই আছে প্রায় একশ' ক্রিয়াপদ, সমস্ত রূপ সহ সকল সর্বনাম, কাল-বচন লিঙ্গ চিহ্ন ইত্যাদি। যখন যেখানে যা আবশ্যক মনে হয়েছে তখন সেখানে সেই প্রশ্নের অবতারণা করেছি, উত্তরও দিয়েছি। স্থানে স্থানে বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি ও সংস্কৃতের তুলনামূলক আলোচনাও করেছি।

নিজের দোষ স্খালনের জন্য নয়, নিজের তুচ্ছতা বুঝাবার জন্য ১৯৮২ সালের ২৩শে অক্টোবরের কলকাতার Statesman পত্রিকার একটি ছোট্ট খবরের উল্লেখ করছি। এতে জানা যায় যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জনা কয়েক অভিজ্ঞ শিক্ষক ও ভাষাতাত্ত্বিকের সাহায্যে ১৯৮৪ সালে পঠিতব্য প্রাথমিক ইংরেজি বইটি লেখাচ্ছেন। দু'শ' বছর ধরে ইংরেজি শিখছে ভারতবর্ষ। সারা পৃথিবী জুড়ে ইংরেজি ব্যাকরণ ও ভাষা শিক্ষার বই আছে হাজার হাজার। তবু সেই রকম একটি বইয়ের জন্য এই প্রচেষ্টায় আশ্চর্যের কিছুই নেই। এটাই স্বাভাবিক। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমার স্থান কোথায়? ককবরক এখনও মুখের ভাষা। কোনও ব্যাকরণ লিখিত হয়নি। আমি এক অখ্যাত পূজারী। একমাত্র অবলম্বন অসংখ্য লোকের শুভেচ্ছা আর নিজের অপরিসীম ভালোবাসা।

এই বইটির জন্য আমি বহু জনের কাছে কৃতজ্ঞ। বহুজনের কাছে গিয়েছি তথ্য সংগ্রহ করতে। অনেকে হাসিমুখে দিনের পর দিন সময় দিয়েছেন। অনেকে কথা দিয়েও রাখতে পারেননি নিজেদের ব্যস্ততার জন্য। আমি সকলের কাছেই কৃতজ্ঞ। মহারাজা বীরবিক্রম কলেজের দুটি ছাত্রাবাসের ছাত্ররা সাহায্য করেছে দিনের পর দিন। কলেজের অন্য ছাত্ররাও সাহায্য করেছে সব সময়। জরীপ বিভাগের শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা, অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের শ্রীরামকুমার দেববর্মা ও বীরবিক্রম সান্ধ্য কলেজের শ্রীশীতল দেববর্মা ত্রিপুরা সরকারের সামান্য কর্মচারী। আমার কাছে তাঁদের দান অসামান্য। আগরতলার কলেজগুলির বাংলা, ইংরেজি ও সংস্কৃত বিভাগের সকল অধ্যাপকই সাহায্য করেছেন। বিশেষ করে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী, ধীরাজ মোহন চৌধুরী ও ড. ভারত কুমার রায় আমাকে সর্বদা সাহায্য করেছেন।

স্নাতকোত্তর কেন্দ্রের ড. সিরাজুদ্দীন আমেদ ও ড. বিশ্বপতি রায়, বিধানসভায় কর্মরত শ্রীনরেশ দেববর্মণ, আকাশবাণীর শ্রীনরেন্দ্র দেববর্মণ, 'ইয়াপ্রি'র শ্রীমহেন্দ্র দেববর্মণ, ট্রাইবেল ল্যাঙ্গুয়েজ সেলের শ্রীবিজয় গোস্বামী ও শ্রীশান্তিময় চক্রবর্তী যখন যা জিজ্ঞেস করেছি বলেছেন। সাহায্য পেয়েছি শ্রীকুমুদ কুণ্ডু চৌধুরী ও শ্রীমোহন চৌধুরীর কাছেও। রূপাছড়া ও ওয়ারেঙ বাড়ী রাবার প্লানটেশনের শ্রমিকগণ আর বিশ্রামগঞ্জ ও তুইসিন্দ্রাই বাজারের ক্রেতা-বিক্রেতাগণ আমার প্রশ্নের জবাব দিয়েছে সাকৌতুকে।

অসংখ্য সংস্থার কাছে আমি ঋণী। হায়দরাবাদের কেন্দ্রীয় ইংরেজি ও বিদেশি ভাষা সংস্থান থেকে শিখেছি ভাষাতত্ত্ব। ড. টি. বালসুব্রহ্মনিয়ম, ড. এম. ভি. নাদকার্নি, সবার উপরে ড. রামকৃষ্ণ বংশাল হাত ধরে নিয়ে গেছেন ভাষাতত্ত্বের আঙিনায়। মহীশূরের কেন্দ্রীয় ভারতীয় ভাষা সংস্থান থেকে শিখেছি একটু তামিল। দিল্লির কেন্দ্রীয় হিন্দি নির্দেশালয় থেকে শিখেছি একটু হিন্দি। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ককবরক ধ্বনিতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণার জন্য একটি টেপরেকর্ডার ও কয়েকটি বই কেনার জন্য অর্থ সাহায্য দিয়েছেন।

অগ্রজপ্রতিম অধ্যাপক আর. ভি. টি. কে. রাও এবং স্বর্গীয় অধ্যাপক পি. ভি. আর রাও একটু তেলুগু শিখতে সাড্রহায্য করেছেন। আগরতলায় আমার শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক মিহির দেব, সরোজ চৌধুরী, ড. কার্তিক লাহিড়ি, কানপুর আই. আই. টি.-র অধ্যাপক বিভূতেন্দ্রনারায়ণ পট্টনায়ক উৎসাহ জুগিয়েছেন নিয়মিত। বন্ধুবর অধ্যাপক মৃণালজ্যোতি পুরকায়স্থ পড়ে দিয়েছেন প্রায় সমগ্র বাংলা অংশটি। ককবরক অংশটি পড়ে দিয়েছেন আমার স্নেহভাজন ছাত্র শ্রীমান ব্রজেন্দ্র দেববর্মা। সরস্বতীর আরাধনায় ব্যাপৃত থাকতে গিয়ে গৃহ হয়েছে উপেক্ষিত। হাসিমুখে সেই উপেক্ষা সহ্য করেও যারা সতত আমাকে সাহায্য ও উৎসাহিত করেছে সেই স্ত্রী, কন্যা ও পুত্রের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

অনেক বই থেকেই সাহায্য নিয়েছি। বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত, হিন্দি ব্যাকরণ বই এবং আধুনিক ভাষা তত্ত্বের বইগুলি সাহায্য করেছে যথেষ্ট। এগুলি ছাড়াও যে বইগুলি থেকে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি সেগুলির মধ্যে আছে—১১২ বছর আগে প্রকাশিত John Beams-এর A Comparative Grammar of the Modern Aryan Lanuages of India এই শতকের গোড়ার দিকে লেখা স্বর্গীয় ঠাকুর রাধামোহন দেববর্মণের 'ককবরকমা', ড. সুহাস চট্টোপাধ্যায়ের 'ত্রিপুরার ককবরক ভাষার লিখিতরূপে উত্তরণ', অধ্যক্ষ প্রমোদচন্দ্র ভট্টাচার্যের A Descriptive Analyasis of the Boro Language, Pushpa Pai-এ Kokborok Grammar শ্রীদশরথ দেবের 'ককবরক ছৗরৗঙ' এবং স্বর্গীয় অজিতবন্ধু দেববর্মার 'ককরবাম'।

এই বইটি ককবরক ব্যাকরণকে যতটা প্রকাশ করতে পেরেছে, এটি ককবরকের উন্নতিকল্পে যে সাহায্য করবে, তার কৃতিত্ব উল্লিখিত সকলের। এর মধ্যে যে ত্রুটি থেকে গেছে, যা হতে পারতো হয়নি, তার সমস্ত দায়ভাগ আমার ও আমার অক্ষমতার।

সবার শেষে কৃতজ্ঞতা জানাই Directorate of Research-এর Linguistic Officer শ্রীমান দেবপ্রিয় দেববর্মণকে। এই তরুণ অফিসারটির আগ্রহের আতিশয্য ও স্নেহের তাগাদায় বইটি শেষ হলো। নইলে আরও ক'বছর লেগে যেতো কে জানে!

আগরতলা
১৩ই মার্চ ১৯৮৬

প্রভাস চন্দ্র ধর

# সূচিপত্র


| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| ব্যাকরণ | ১ |
| ধ্বনি-বর্ণ-শব্দ | ৩ |
| স্বর সুর-tone | ৯ |
| সন্ধি | ১১ |
| পদ | ১৩ |
| বিশেষ্য | ১৫ |
| সর্বনাম | ১৭ |
| বচন | ১৯ |
| লিঙ্গ | ২৩ |
| পুরুষ | ২৬ |
| বিশেষণ | ২৮ |
| সংখ্যা | ৩৩ |
| ক্রিয়া | ৪১ |
| কাল—বর্তমান কাল | ৪৮ |
| অতীত কাল | ৫০ |
| ভবিষ্যৎ কাল | ৫২ |
| ঘটমান বর্তমান কাল | ৫৪ |
| ঘটমান অতীত কাল | ৫৬ |
| ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল | ৫৮ |
| অব্যয় | ৫৯ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| বাক্য | ৬২ |
| উক্তিমূলক বাক্য | ৬৪ |
| প্রশ্নবোধক বাক্য-১ | ৬৫ |
| প্রশ্নবোধক বাক্য-২ | ৭০ |
| অনুজ্ঞাসূচক বাক্য | ৭৩ |
| বিস্ময়সূচক বাক্য | ৭৬ |
| না-বোধক | ৭৭ |
| কারক ও বিভক্তি | ৮৪ |
| উপসর্গ | ৮৯ |
| প্রত্যয় | ৯১ |
| বিপরীতার্থক শব্দ | ৯৭ |
| পদ পরিবর্তন | ৯৮ |
| বাচ্য পরিবর্তন | ৯৯ |
| প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উক্তি | ১০৩ |
| শৈলী | ১০৮ |
| শব্দার্থ—ককবরক-বাংলা | ১১১ |
| শব্দার্থ—বাংলা-ককবরক | ১২৫ |

# ব্যাকরণ—ককমা

দুজন অপরিচিত লোক একটি অপরিচিত ভাষায় কথা বলতে থাকলে আমাদের মনে হয় এরা কতকগুলি অর্থহীন ধ্বনি-শৃঙ্খল উচ্চারণ করে যাচ্ছেন। তখন যদি আমি ও আমার বন্ধু আমাদের ভাষায় কথা বলতে আরম্ভ করি আর আমাদের ভাষা ওই লোক দুজনের অজানা হয় তবে তাদের কাছে আমাদের ভাষাও অর্থহীন কতগুলি ধ্বনি শৃঙ্খল বলেই মনে হবে।

আসলে প্রত্যেক ভাষা কতগুলি ধ্বনি-শৃঙ্খলাই বটে। মনের আকাঙ্ক্ষা মস্তিষ্কের দ্বারা কতকগুলি ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয় আর কণ্ঠ, জিহ্বা, মুখ, নাক, ইত্যাদির সাহায্যে সেগুলি উচ্চারিত হয়। সেই শব্দ বাতাসে ভেসে আমাদের কানে আসে। যে ভাবে বক্তার মস্তিষ্ক তার আকাঙ্ক্ষাকে ধ্বনিতে রূপান্তরিত করে ঠিক সেই ভাবে শ্রোতার মস্তিষ্ক ঐ ধ্বনিগুলিকে আকাঙ্ক্ষায় রূপান্তরিত করে—অর্থ করে বুঝে নেয়। শ্রোতা তখন বক্তা হয়। উত্তর দেয়। ধ্বনির মাধ্যমে এই চিন্তার আদান-প্রদানকেই ভাষা বলি। মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য মানুষ যে ধ্বনিগুলি উচ্চারণ করে তাকেই ভাষা বলে।

আমাদের পাড়ার ঠাকুরদাদার বয়স নব্বই। জীবনে কত কিছু করেছেন, কত কিছু দেখেছেন তিনি। আমরা রোজ গল্প শুনি তাঁর কাছে। তাঁর গল্পের ভাণ্ডার অফুরন্ত। তিনি লেখাপড়া জানেন না। তিনি নিরক্ষর। কিন্তু কি সুন্দর, প্রাঞ্জল ভাষায় গুছিয়ে গল্প বলেন ঠাকুরদাদা। তবে কি নিয়মে কথাগুলি তিনি এমন গুছিয়ে বলেন তা তিনি জানেন না। এমনি হয়ে যায়। একটা কথা কিন্তু এখনও মনে পড়ে তাঁর। সে প্রায় তো একশ বছর আগের কথা। ঠাকুরদাদার মা তাঁর কান মলে দিয়েছিলেন। তাঁর অপরাধ, তিনি বলেছিলেন 'আমি মেলায় গিয়াছিলাম না।' কানটি মলে মা শিখিয়েছিলেন বলতে, 'আমি মেলায় যাই নাই।'

সবাই এই ভাবে মায়ের কাছ থেকে ভাষা শিখেছি। সবাই একই ভাবে কানমলাও খেয়েছি। এই জন্যই জীবনের প্রথম শেখা ভাষাটাকে মাতৃভাষা বলা হয়। কিন্তু এভাবে ঠেকে ঠেকে শিখতে বহু বছর লেগে যায়। তাই তাড়াতাড়ি শেখার জন্য ভাষার সমস্ত নিয়মগুলিকে একটা বইয়ে লেখা হয়। এই বইটি পড়লে ভাষা শুদ্ধ ভাবে বলতে ও লিখতে পারা যায়। এই বইটিকে ব্যাকরণ বলে। আসলে ব্যাকরণ মায়ের কাজ করে। সেই জন্য ককবরকে ব্যাকরণকে ককমা

বলি। যে বই পড়লে ককবরক শুদ্ধ ভাবে বলতে ও লিখতে পারা যায় তাকে ককবরক মা বলি।

জীবনের প্রথম ভাষা অর্থাৎ মাতৃভাষাও তাড়াতাড়ি শেখার জন্য ব্যাকরণ প্রয়োজনীয়। কিন্তু মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষা শেখার বেলায় ব্যাকরণ অপরিহার্য। একটা ভাষা শিখলেই কাজ চলতো আগে। এখন পৃথিবীটা ছোট হয়ে গেছে। দুটো, তিনটে, চারটে ভাষা শেখা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। এই দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ভাষাগুলি মা শেখান না। সেখানে ককমাই মায়ের স্থান পূরণ করে।

❍ —— ❍ —— ❍

# ধ্বনি-বর্ণ-শব্দ

আমরা পড়েছি যে ভাষা কতকগুলি ধ্বনি-শৃঙ্খলের সমষ্টি মাত্র। এই ধ্বনিগুলি কণ্ঠ, জিহ্বা, ইত্যাদি বাক্-প্রত্যঙ্গগুলির দ্বারা উচ্চারিত হয়। কান সেগুলি শোনে আর মস্তিষ্ক সেগুলিকে অর্থে রূপান্তরিত করে নেয়। কিন্তু এ ভাষা তো শুধু তখন চলে যখন বক্তা শ্রোতা সামনা-সামনি থাকেন। যাঁরা দূরে থাকেন তাঁদের সাথে মনের কথার আদান-প্রদান চলে কেমন করে? আমার মনের কথা ভবিষ্যতের মানুষের জন্য রেখে যাই কেমন করে? এসবের জন্য উদ্ভাবিত হয়েছে লেখা।

আমাদের জীবন রক্ষার জন্য শ্বাস গ্রহণ ও বর্জন করতে হয়। বাইরের বাতাস নাক দিয়ে ফুসফুসে টেনে নিই আবার ফুসফুস থেকে ঠেলে সেই বাতাস নাক দিয়ে বার করে দিই। নাকের বদলে মুখ দিয়েও বাতাস বার করা এবং টেনে নেওয়া যায়। গলার মাঝামাঝি জায়গায় শ্বাসনালিতে একটি সঙ্কোচন-প্রসারণযোগ্য দরজা আছে। এটি টান টান করে রাখলে বাতাস আসা-যাওয়ার সময় এতে কাঁপন তোলে। শব্দ হয়। এই শব্দই আমাদের স্বর, ধ্বনি বা আওয়াজ। ওই দরজার নাম স্বরঝিল্লী বা কণ্ঠ।

ভাষায় ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় ধ্বনিগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় : স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি। ফুসফুস থেকে উৎসারিত বাতাস যখন স্বরঝিল্লীতে কাঁপন তোলে আর কোথাও বাধা না পেয়ে মুখের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসে তখন সেটিকে স্বর-ধ্বনি বলে। ফুসফুস থেকে উৎসারিত বাতাস যখন স্বরঝিল্লীতে কাঁপন তোলে বা না তোলে পথে কোথাও অল্প বিস্তর বাধা পেয়ে, ব্যঞ্জনা গ্রহণ করে, মুখ বা নাক দিয়ে বেরিয়ে আসে তখন সেটিকে ব্যঞ্জন ধ্বনি বলে।

ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিগুলির প্রত্যেকটিকে একটি চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ করা হয় লেখায়। প্রত্যেকটি চিহ্নকে একটি বর্ণ বা অক্ষর বলে। চিহ্নগুলির নিজস্ব কোনও গুণ নেই। যে কোনও চিহ্ন দিয়ে যে কোনও ধ্বনি প্রকাশ করা যায়। একই চিহ্ন বিভিন্ন ধ্বনি—দ্যোতক হতে পারে। P চিহ্নটি ইংরেজিতে প এবং রুশ ভাষায় র ধ্বনির দ্যোতক। যে বর্ণ স্বরধ্বনির প্রকাশ করে তাকে স্বরবর্ণ এবং যেটি ব্যঞ্জন ধ্বনি প্রকাশ করে তাকে ব্যঞ্জন বর্ণ বলে।

মূল ককবরক শব্দগুলি লেখার জন্য ২৮টি অক্ষরের প্রয়োজন। এর মধ্যে সাতটি স্বরবর্ণ : অ আ ই উ ঊ এ ও।

বাকি একুশটি ব্যঞ্জনবর্ণ : ক খ গ ঙ
চ জ
ত থ দ ন
প ফ ব ম
য র ল উা
স হ ঁ

বর্ণ বা অক্ষর হলো ভাষার ক্ষুদ্রতম ভাগ। এগুলো শুধু ধ্বনির দ্যোতক। এক বা একাধিক বর্ণ একত্র হয়ে যখন কোনও অর্থ প্রকাশ করে তখন তাকে শব্দ বলে। প্রত্যেক ভাষারই আসল সম্পদ তার শব্দসম্পদ। ভাষার এই শব্দ ভাণ্ডারকে অন্তত দুই ভাগে ভাগ করা যায় : দেশী ও বিদেশী। অন্য ভাষা থেকে আগত শব্দগুলিকে বিদেশী শব্দ বলে। যে ভাষা যত বেশি বিদেশী শব্দ এসেছে সেই ভাষাকে তত বেশি সমৃদ্ধ বলে মনে করা হয়। ইংরেজি একটি সমৃদ্ধ ভাষার প্রকৃষ্ঠ উদাহরণ।

পৃথিবীর অন্য যে কোনও ভাষার মত ককবরকেও প্রচুর বিদেশী শব্দ এসেছে। স্বাভাবিক ভাবেই এদের অধিকাংশ প্রতিবেশী বাংলা ভাষা থেকে আগত। অন্যান্য বিদেশি যে সব শব্দ ককবরকে প্রচলিত আছে তারাও বাংলার মাধ্যমেই এসেছে এমন ভাবারও সংগত ভাষাতাত্ত্বিক কারণ আছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ঐ সব বাংলা ও অন্যান্য বিদেশী শব্দগুলিকেও কি এই ২৮টি অক্ষর দিয়েই লিখব? এগুলি লেখার সময়ও কি ককবরকের ধ্বনিতত্ত্ব মেনেই লিখব? যদি তাই করতে হয় তাহলে 'শ্রীভারত চন্দ্র সামন্ত'কে 'সিরি বারত চনদর সামনত' লিখতে হয়।

এরকম একটা প্রশ্ন ইউরোপেও উঠেছিল একবার। ইউরোপে অনেক দেশেই আলাদা আলাদা ভাষা (ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, ইত্যাদি), কিন্তু তাদের ব্যবহৃত বর্ণমালা একটি। বিভিন্ন ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব বিভিন্ন হওয়ায় একই অক্ষর সমষ্টির উচ্চারণ একেক ভাষায় একক রকম। তবু ওরা ঠিক করলেন বিদেশী শব্দগুলিকে অবিকৃতই রাখবেন। সুতরাং অন্যান্য ভাষা থেকে আসা সমস্ত শব্দকে ইংরেজরা ঐসব ভাষার বানানেই রেখে দিলেন। সুতরাং ফরাসি রেস্তরাঁ, ইংরেজিতও Resturant লিখিত হলো এবং রেস্টুরেন্ট পঠিত হলো। এতে একটা সুবিধা হলো, ইংরেজ ভ্রমণকারী ফরাসী দেশে এসে শব্দটি দেখা মাত্রই চিনতে পারে। এর উল্টা পথও আছে। এই যে আমি English কে ইংরেজি এবং French কে ফরাসি লিখছি সেটাই উল্টা পথ।

সুতরাং অনেক চিন্তা ও আলোচনার পর ককবরক যাদের মাতৃভাষা সেই সব ছেলেমেয়েদের বৃহত্তর সুবিধার দিকে দৃষ্টি রেখে ককবরকে আগত বাংলা শব্দগুলিকে

বাংলার অনুরূপই লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যোগ্য ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ। এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত ও স্বাগত। আমরা এই বইয়েও এই সিদ্ধান্ত মেনে চলেছি।

অর্থাৎ ককবরক লিখতে বাংলা বর্ণমালার সমস্ত বর্ণই নেওয়া হয়েছে। অধিকন্তু ককবরকের সমস্ত ধ্বনির লিখিত রূপ দেওয়ার সুবিধার জন্য পূর্ব সূরীদের ব্যবহৃত অতিরিক্ত একটি স্বরবর্ণ ও একটি ব্যঞ্জনবর্ণ নেওয়া হলো। সুতরাং ককবরকে ব্যবহৃত বর্ণমালায় মোট অক্ষরের সংখ্যা হলো বাহান্ন। এর মধ্যে স্বরবর্ণ বারোটি আর ব্যঞ্জনবর্ণ চল্লিশটি।

**স্বরবর্ণ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| অ | আ | ই | ঈ |
| উ | ঊ | উৗ | ঋ |
| এ | ঐ | ও | ঔ |

**ব্যঞ্জন বর্ণ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ক | খ | গ | ঘ | ঙ |
| চ | ছ | জ | ঝ | ঞ |
| ট | ঠ | ড | ঢ | ণ |
| ত | থ | দ | ধ | ন |
| প | ফ | ব | ভ | ম |
| য | র | ল | উা | শ |
| ষ | স | হ | ড় | ঢ় |
| য় | ৎ | ং | ঃ | ঁ |

(১) স্বরবর্ণগুলি উচ্চারণ করার সময় বাংলার মত স্বর অ, স্বর আ, হ্রস্ব ই, ইত্যাদি না বলে হিন্দির মতো শুধু ধ্বনিগুলি উচ্চারণ করলে ভালো হয়।

(২) উৗ অক্ষরটি বাংলায় নেই। এটির উচ্চারণ বাংলা উ এর মতোই। কিন্তু উ উচ্চারণের সময় ঠোঁট যেরকম হয় সে রকম হবে না। ই উচ্চারণ করার সময় ঠোঁট যেমন থাকে সেরকম থাকবে। এই ধ্বনিটি ইংরেজি, সংস্কৃত

কোন সংস্কৃতজ ভাষা বা কোন দ্রাবিড় ভাষায় নেই। সুতরাং এটির উচ্চারণ খুব মনোযোগ দিয়ে শিখতে হবে। উ া ধ্বনিটি কেবল অন্য ধ্বনির সঙ্গে ব্যবহৃত হয়, একাকী হয় না।

(৩) উা অক্ষরটিও বাংলায় নেই। এটির উচ্চারণ ইংরেজি word, work, world প্রভৃতি শব্দের প্রথম দুই অক্ষরের মিলিত উচ্চারণের মতো হবে। এটি হিন্দি অক্ষরটির অনুরূপ।

(৪) মূল ককবরক শব্দগুলি লিখতে আমরা কেবল উল্লিখিত ২৮টি অক্ষরই ব্যবহার করেছি। এই আটাশটির মধ্যে ছাব্বিশটিই বাংলা বর্ণমালার অক্ষর। সুতরাং এখানে অক্ষরগুলির বিস্তারিত উচ্চারণ দেওয়া বাহুল্য। কিন্তু যে দু' একটি জায়গায় উচ্চারণ বিভিন্ন হওয়ায় আশঙ্কা আছে সেগুলি না দিলেও নয়। এ রকম একটি অক্ষর 'ফ'। বাংলা ব্যাকরণে ও নদীয়া-শান্তিপুরের অধিবাসীদের মুখে এটি একটি Voiceless aspirated bilabial plosive অর্থাৎ প এবং ফ এর মধ্যে উচ্চারণে একমাত্র পার্থক্য জোরে---প অঘোষ অল্পপ্রাণ, আর ফ অঘোষ-মহাপ্রাণ। কিন্তু ত্রিপুরার বাংলায় এবং ককবরকে ফ তা নয়। আমাদের ফ উচ্চারণ করার স ময় ঠোঁট দুটো অল্প ফাঁক করা থাকে। এটির উচ্চারণ ইংরেজি অক্ষরটির উচ্চারণের অনুরূপ। যদি পশ্চিম বাংলার কেউ এই বই পড়েন তবে তাঁকে এ ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে।

(৫) বাংলা বই পড়ার সময় আমরা শ, ষ ও স—এই তিনটি শ' কেই এক ও অভিন্ন ভাবে উচ্চারণ করে থাকি। ককবরক শব্দগুলিতে আমরা কেবল দন্ত্য-সই ব্যবহার করেছি। এটির উচ্চারণ ইংরেজি Sit, Seen, Sun ইত্যাদি শব্দের S অক্ষরটির অনুরূপ।

(৬) লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে আমাদের উল্লেখিত ২৮টি অক্ষরের মধ্যে অনুস্বার (ং) নেই। ভাষাতাত্ত্বিক দিক থেকে ঙ আর ং দুটির যে কোনও একটি দিয়েই কাজ চলে বলে আমরা কেবল একটিই নিলাম। বাংলায় এই দুটির মধ্যে ধ্বনিগত কোনও পার্থক্য যে নেই তা বাংলা, বাঙলা, বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালা বানানগুলি দেখলেই বোঝা যায়।

ধ্বনিগুলিই ভাষার প্রাণ। এগুলি ঠিকমত উচ্চারণ করতে না পারলে ভাষা শেখার আসল উদ্দেশ্যই নষ্ট হয়। সুতরাং উচ্চারণগুলি খুব মনোযোগে দিয়ে শিখতে হবে। উচ্চারণ ঠিকমত হয় না বলে বিদেশীয় বলা ইংরেজি ইংরেজের কাছে অনেক সময় বোধগম্য হয়ে ওঠে না। আমাদের ককবরক যেন সেরকম না হয়।

এবার ব্যঞ্জন বর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণের যোগ নীচে দেখানো হলো।

ক + অ = ক'
ক + আ = কা
ক + ই = কি
ক + ঈ = কী
ক + উ = কু
ক + ঊ = কূ
ক + ঊী = কৗ
ক + ঋ = কৃ
ক + এ = কে
ক + ঐ = কৈ
ক + ও = কো
ক + ঔ = কৌ

বাংলা অ এবং আ কেবল শব্দের প্রথমে ব্যবহৃত হয়। ককবরকে এগুলি অন্যত্রও ব্যবহার করা হয়। যেমন—আঙ বই পড়িঅ—আমি বই পড়ি।

বাংলার মতো ককবরকেও ব্যঞ্জন বর্ণগুলি উচ্চারণ করার সময় সঙ্গে একটি অ উচ্চারিত হয়। ব্যঞ্জন ধ্বনিটির সঙ্গে অ ছাড়া অন্য কোনও ধ্বনি থাকলে তা দেখানো হয় (যেমন—ক+আ=কা)। কিন্তু বিশেষ জায়গা ছাড়া অ—টি দেখানো হয় না। ককবরকে সকল স্বরধ্বনির অনুপস্থিতি দেখানোর জন্য হসন্তও ব্যবহার করা হয় না।

নিচের শব্দগুলি লক্ষ্য করা যাক।

ব—সে
কক—ভাষা
বরক—মানুষ
মমফল—তরমুজ
ককবরক—ভাষার নাম

ককবরকে শব্দের দৈর্ঘ্য সাধারণত একটি থেকে পাঁচটি অক্ষরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যদি অন্য স্বরচিহ্ন না থাকে তবে ধরে নিতে হবে যে,

এক অক্ষরের শব্দে ঐ একমাত্র অক্ষরটিতে,

দুই অক্ষরের শব্দের প্রথম অক্ষরটিতে,

তিন অক্ষরের শব্দের প্রথম ও দ্বিতীয় অক্ষরে,

চার অক্ষরের শব্দের প্রথম ও তৃতীয় অক্ষরে, এবং পাঁচ অক্ষরের শব্দের প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ অক্ষরে ঐ ধ্বনিটি আছে। অন্য অক্ষরগুলিতে নেই। এই নিয়ম অনুসারে উপরে লেখাগুলির উচ্চারণ নিচে দেখানো হলো।

ব—ba

কক—kak

বরক—barak

মমফল—Mamfal

ককবরক—kakbarak

এই নিয়মের বাইরে যদি কোথাও ঐ অ উচ্চারণের প্রয়োজন হয় তবে তা ব্যঞ্জন বর্ণটির মাথায় একটি কমা (') দিয়ে দেখানো হবে। বিষয়টি নিচে উদাহরণ দিয়ে দেখানো গেল।

নগ'—naga—ঘরে

মকল'—makala—চোখে

দঙগর'—dangara—ঝরনায়

ব্যঞ্জন বর্ণগুলির উচ্চারণ বাংলার অনুরূপ। ককবরক শব্দগুলি উল্লিখিত ২৮টি অক্ষর দিয়েই লেখা হলো। যেসব শব্দের শেষে—ঙগ থাকবে সেগুলির শেষে অ উচ্চারিত হবে। এই অ কমা (') দিয়ে দেখানো থাকবে না।

**উদাহরণ :** আঙ থাঙগ —aang thaanga—আমি যাই।

# স্বর সুর-tone

জরীপ বিভাগের একাউন্টস অফিসার সুধীরবাবুর কাছে এসে এক দিন এক ভদ্রলোক বলতে থাকেন যে তাঁর বয়স হয়েছে, তিনি আর আসতে পারবেন না, তাঁর ছেলের জন্য একটা আয়ের সার্টিফিকেট আজই যেন দেওয়া হয়। সুধীরবাবু তাঁকে বলেন, "আমাকে কাছে এসেছেন কেন? এটা তো সেটেলমেন্ট অফিস। আপনার ঐ সার্টিফিকেট তো এসডিও অফিসে পাবেন!" ভদ্রলোক বুঝতে পারেন, লজ্জিত হয়ে চলে যান। কিন্তু ঠিক এই রকম অবস্থায়, ঠিক এই কটি কথা বলে অন্য একটি অফিসে, অন্য একটি অফিসে, অন্য একজন অফিসার গণ্ডগোলের সৃষ্টি করে ফেলেন। যাকে বলেন তিনি আচমকা রেগে যান। কেন?

এই 'কেন'র উত্তরটা একটি শব্দেই দেওয়া যায়—tone, সুর, বা স্বর। কথা কটাই সব নয়, কি সুরে কথাগুলি বলা হলো তার উপরেও নির্ভর করে কথার অর্থ। রাগ, দুঃখ, অভিমান, বিরক্তি, ভালোবাসা, ইত্যাদি হলো কথার পণ্যের উপরের কাগজের মোড়কটি। শুধু জিনিসটি নয়, মোড়কটিতেও ক্রেতার অনুরাগ বিরাগ জন্মে।

পাশের বাড়ির রবি পাঁচ বার ম্যাট্রিক ফেল করার পর হারমোনিয়াম নিয়ে বসলো গান শিখবে বলে। সা রে গা মা পা ধা নি গাওয়ার পর গাইতে শুরু করলো আ আ আ ...। সুরের পার্থক্যে রবির আ আ গুলি সা রে গা মা র মত ধাপে ধাপে ওঠা নামার কথা। বেচারা রবি, ওর সবগুলি আ-ই একরকম শোনায়। ওর কণ্ঠে সুরের উচ্চাবচ নেই।

ককবরকে শব্দে tone ভেদ আছে। একই কথা বিভিন্ন উচ্চতায় বললে বিভিন্ন অর্থ হয়। আমরা দুটি উদাহরণ দেখি।

১। হর (সাধারণ স্বরে)—রাত।
হর' ফাইদি—রাতে এসো।
হর (উচ্চস্বরে)—আগুন।
হর মৗসৗঙদি—আগুন জ্বালাও।

২। কা (সাধারণ স্বরে)—উঠা, চড়া।
করায়' কাদি—ঘোড়ায় চড়।
কা (উচ্চস্বরে)—পা দেওয়া, পায়ে দেওয়া।
জুতা কাদি—জুতা পায়ে দাও।

আসলে পৃথিবীর সব ভাষাতেই এই সুরের পার্থক্য অর্থবহ। কোন ভাষায় এগুলি পরিমাণে কম, কোনোটায় বেশি। যেখানে খুব কম সেখানে এ দিকটা উপেক্ষিত থাকে। আর যেখানে খুব বেশি সেখানে এটাও একটা শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে ওঠে। এবার বাংলার দুটি উদাহরণ দেখি।

১। বল কোথায়? খালি হাতে ফিরছ কেন? আবার হারিয়েছ?

২। বল কোথায়? কোথায় রেখেছিস? বল না, আমার দেরী হবে।

৩। বল কোথায়? এসব দুর্বলের কাজ নয়। বল চাই।

উপরের তিনটি বাংলা প্রশ্নের প্রথম শব্দটি বল। প্রথম বাক্যে এটির অর্থ 'কন্দুক—ফুটবল, ব্যাটবল, ইত্যাদি। দ্বিতীয় বাক্যে এটির অর্থ বলা, কহা, কওয়া। তৃতীয় বাক্যে এটির অর্থ 'শক্তি'। 'বল' কথাটি একই বানানে তিনটি বাক্যেই লেখা হয়েছে। কিন্তু এদের উচ্চারণে সামান্য তফাৎ নিশ্চয়ই আছে। কি সেই তফাৎ? পণ্ডিতগণ এই তফাৎকে যে ভাবেই ব্যাখ্যা করুন, এই তফাৎও tone বা স্বর বা সুরের। বাংলা ভাষা tone এর বিশেষ ক্রীড়াক্ষেত্র নয়। কিন্তু বাংলায়ও প্রায় সমোচ্চারিত কিন্তু ভিন্ন অর্থের শব্দের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। লেখায় এদের মধ্যে কোনও তফাৎ দেখানো হয় না। কিন্তু বাংলা ভাষীদের অর্থের তফাৎ বুঝতে কোনও অসুবিধা হয় না।

ককবরকে tone-এর ব্যবহার বাংলার চেয়ে বেশি। কিন্তু এখানেও এদের পরিণাণ তেমন কিছু বেশি নয়। ভাষাতত্ত্বের ছাত্রছাত্রা জানেন যে পরিবেশ, বিষয়, ইত্যাদি শব্দের অর্থ বুঝতে যথেষ্ট সাহায্য করে। আমরা বিবেচনা করে দেখেছি tone এর প্রভেদ লেখায় না দেখানেও ককবরকে অর্থের প্রভেদ দেখতে অসুবিধা হবে না। পক্ষান্তরে এটা না দেখালে লেখা সরল ও সহজ হবে, শিখতে সুবিধা হবে। সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ বাংলা, ইংরেজি, তথা পৃথিবীর তাবৎ ভাষায় আছে। ককবরকেও থাকবে। tone-এর প্রভেদ নেই অথচ অর্থের পার্থক্য আছে এমন শব্দ-যুগল আছে এবং থাকবে। পৃথিবীর বহু বড় বড় ভাষায় tone-এর পার্থক্য লেখায় দেখানো হয় না। আমর এই বইয়েও তা দেখলাম না। আমরা চাই আরও বেশি লোক ককবরক শিখুক। এই শেখার পথে tone একটি পরিহারযোগ্য বাধা। আমরা একে পরিত্যাগ করলাম।

# সন্ধি

সংস্কৃত ও বাংলা ব্যাকরণের গোড়ার দিকেই সন্ধি নামে একটি অধ্যায় থাকে। দুটি শব্দের পাশাপাশি আসার ফলে প্রথম শব্দের অন্ত্যধ্বনি ও দ্বিতীয় শব্দের আদি ধ্বনি মিলে গিয়ে একটি তৃতীয় ধ্বনির সৃষ্টি হয়। তাকে সন্ধি বলা হয়।

সংস্কৃত ও বাংলার সন্ধি সম্বন্ধে আমরা সকলেই মোটামুটিভাবে ওয়াকিবহাল। এই দুই ভাষা একাধিক শব্দ যেভাবে এক হয়ে যায় ; ইংরেজি প্রভৃতি আধুনিক ভাষায় তেমন হয় না। ইউরোপীয় ভাষার ব্যাকরণগুলিতে সন্ধির কথা ছিলও না। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা ও সংস্কৃতের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর থেকেই ভাষাতাত্ত্বিকেরা সন্ধির গুরুত্ব সম্বন্ধে সজাগ হয়ে ওঠেন। তাঁরা দেখতে পান যে সন্ধি কেবল একাধিক শব্দের একীভবনেই নয় দুটি আলাদা শব্দের মাঝখানেও অর্থাৎ প্রথম শব্দটির অন্ত্য ধ্বনি ও দ্বিতীয় শব্দটির আদি ধ্বনির উচ্চারণগত পরিবর্তনেও কাজ করে। ককবরকেও সন্ধির গুরুত্ব আছে তবে সংস্কৃত ও সংস্কৃত জাত ভাষাগুলির তুলনায় ককবরকে সন্ধির প্রভাব কম।

আমরা বাংলার স্বর ও ব্যাঞ্জ সন্ধির কথাই বিশেষ করে পড়েছি। স্বরসন্ধির বিভিন্ন নিয়মে হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয় এবং স্বরধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। ককবরকে কোনও দীর্ঘ স্বর নেই। সুতরাং স্বরসন্ধির রূপান্তরের ঘটনাও কম।

ককবরকে দুটি শব্দ এক হয়ে যায় না। শব্দের আদিতে উপসর্গ ও অন্তে প্রত্যয়াদি যুক্ত হয়। তাতেই উচ্চারণে সামান্য পরিবর্তন আসে। নিচে কয়েকটি নিয়ম দেওয়া গেল :

১) ব্যঞ্জনান্ত শব্দের শেষে অ যুক্ত হলে তা অনেক সময় অঘোষ ধ্বনিকে ঘোষধ্বনিতে রূপান্তরিত করে। (যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরঝিল্লীতে কম্পন ওঠে তাকে ঘোষধ্বনি বলে। যাদের উচ্চারণের সময় এই কম্পন ওটে না সেগুলি অঘোষ ধ্বনি বলে।) নক+অ—নগ'।

২। দুটি ঘোষধ্বনির মধ্যে একটি অঘোষ ধ্বনি থাকলে সেটির ঘোষ হয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। এমনকি ককবরক কথাটিকেও কগবরক উচ্চারণ করেন কেউ কেউ। পাই পাই খা=পাইবাইখা।

(অঘোষ ধ্বনির এইভাবে ঘোষধ্বনি হয়ে যাওয়া বাংলা, ইংরেজি এবং আরও অনেক ভাষাতেই দেখা যায়। ইংরেজি with it উইথ ইটকে 'উইদিট' উচ্চারণ করা

হয়। পশ্চিমবাংলায় চাকরিতে চাগরী বলা বা আগরতলায় ঘটিকে  ঘড়ি বলা এই নিয়মের অন্তর্ভুক্ত)।

৩। ঙ-এর পরে স্বরধ্বনি থাকলে ঙ এবং ঐ ধ্বনির মধ্যে একটি গ এর আগাম হয়। থাঙ+অ=থাঙগ। (এই নিয়মটিও সব ভাষাতেই দেখা যায়)।

❍ —— ❍ —— ❍

# পদ—ককথাই

অমল, শোন। এদিকে দেখ। একজন লোক ও একটি ছেলে আসছে। লোকটি কথা বলছেন। ছেলেটি সুন্দর। দশটা বাজলো। দুটোর সময় আজ ছুটি হবে। তুমি তাড়াতাড়ি স্কুলে যাও। এই বইটা পড়ো। এটা নতুন বই। বইটা খুব ভালো।

তোমার বাবা এই মাত্র বাজার থেকে এলেন। তিনি চাল, বেগুন ও মাছ এনেছেন। মাছটা খুব বড়। তোমার বাবা এখন স্কুলে যাবেন। তিনি পরে খাবেন।

অমর, খীনাদি। ইয়াঙ নাইদি। বরক খরকসা তাই চেরাই খরকসা ফাইঅই তঙগ। অ বরক কক সাঅই তঙগ। অ চেরাই নাইথক। দশটা তামখা। তিনি দুইটামফুরু ছুটি ঔঙনাই। নৌঙ দাকতি ইস্কুল' থাঙদি। অক' বই পড়িদি। অ বই কৌতাল। অ বই বেলাই কাহাম।

নিনি বাবু তাবুক ন বাজারনি ফাইখা। ব মাইরুঙ, ফানতক তাই আ তুবুখা। আ বেলাই কতর। নিনি বাবু তাবুক ইস্কুল' থাঙনাই। ব উল' চানাই।

(১) বরক---মানুষ লোক। চেরাই---ছেলে, শিশু। মাইরুঙ---চাউল। ফানতক—বেগুন। আ—মাছ।

(২) অ—এই, ইহা, এইটি। নৌঙ—তুমি। নিনি—তোমার। ব—সে, তিনি।

(৩) খীনা—শোনা। ফাই—আসা। তঙ—হাওয়া, থাকা, বাস করা। সা—বলা। তাম—বাজা। ঔঙ—হওয়া। থাঙ—যাওয়া। পড়ি—পড়া। তুবু—আনা। চা—খাওয়া।

(৪) নাইথক—সুন্দর! কৌতাল—নতুন। কাহাম—ভাল। কতর—বড়।

(৫) ইয়াঙ—এদিকে। তাই—ও, এবং, আর। দাকতি—তাড়াতাড়ি। বেলাই—খুব। তাবুক—এখন।

## আলোচনা

কতকগুলি অক্ষর একত্রিত হয়ে যদি কোনো অর্থ প্রকাশ করে তবে তাকে **শব্দ**—**কক**—বলি। কক এক অক্ষরেরও হয় আবার একাধিক অক্ষরেরও হয়।

কতকগুলি কক একত্রিত হয়ে একটি সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করলে তাকে বলা হয় **বাক্য**—**ককতাঙ**। কিন্তু ককতাঙ এ ব্যবহৃত ককগুলিকে আর কক বলা হয় না। এদেরকে বলা হয় **পদ**—**ককথাই**। কতকগুলি আলাদা আলাদা মানুষ একত্রিত হয়ে

করলেন একটা সমিতি। কিন্তু সমিতিতে যাঁরা যোগ দিলেন তাঁরা আর শুধুই 'মানুষ' রইলেন না। তাঁরা হয়ে পড়লেন সমিতির সদস্য। এইভাবে প্রত্যেকটি ককথাইকে আমরা ককতাঙ সমিতির সদস্য বলতে পারি। ইংরেজিতে ককতাঙ এ ব্যবহৃত ককথাইকে **বক্তব্যাংশ** বা **Part of Speech** বলা হয়।

ককবরকে ককথাই পাঁচ প্রকার :

(১) **বিশেষ্য—বীমুঙ**=ব্যক্তি, প্রাণী, উদ্ভিদ, বস্তু, পদার্থ, জাতি, ক্রিয়া, গুণ, ভাব প্রভৃতির সংজ্ঞা নির্দেশক ককথাইকে বীমুঙ বলে।

(২) **বিশেষন—খিলিমা**=অন্য ককথাই এর গুণ, দোষ, অবস্থা ইত্যাদির প্রকাশ করে যে ককথাই তাকে বলি **খিলিমা**।

(৩) **সর্বনাম—মুঙয়াচাক**=বীমুঙ-এর পরিবর্তে যে ককথাই ব্যবহৃত হয় তাকে বলা হয় **মুঙয়াচাক**।

(৪) **ক্রিয়া—খীলায়মা**=যে ককথাই দ্বারা কোনও কিছু হওয়া বা করা বোঝায় তাকে **খীলায়মা** বলে।

(৫) **অব্যয়—কারা**=যে ককথাই উপরে বর্ণিত কোনটাই নয়, যে ককথাই সব জায়গাতেই অপরিবর্তিত থাকে তাকে **কারা** বলে।

আমরা উপরে কককে লোক আর ককথাইকে ককতাঙ সমিতির সদস্য হিসেবে কল্পনা করেছি। একজন লোকই যেমন বিভিন্ন সমিতিতে বিভিন্ন পদে থাকতে পারেন তেমনি একই কক বিভিন্ন ককতাঙ এ বিভিন্ন ককথাই হতে পারে।

○ —— ○ —— ○

# বিশেষ্য—বীমুঙ

তখিরায়দের গ্রামটা বেশ বড়। গ্রামে অনেক লোক বাস করেন। বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন কাজ। তখিরায় ছাত্র। সে স্কুলে পড়ে। ওর কাকা শিক্ষক। ওর বাবার নাম রাধামোহন ত্রিপুরা। ওর বাবার একটা দোকান আছে। দোকানে সব জিনিস পাওয়া যায়। চাল, ডাল, মশলা, লবণ, সাবান, চিনি, সব আছে।

রবিবার দিন বাজার বসে। বাজারে, মাছ, সবজি, হাঁস, মোরগ, পাঁঠার মাংস, শূকরের মাংস ও শুকনা মাছ পাওয়া যায়। বাজারে মাটির কলস; অ্যালুমিনিয়ামের বাসন; লোহার দা, কুড়াল, কোদাল; বাঁশের ঝুড়ি, চাটাই সব পাওয়া যায়। বাজারে আম, কাঁঠাল, কলা ইত্যাদি বিক্রি হয়। তখিরায়দের বাড়িতে আম, কাঁঠাল, পেয়ারা ও সুপারি গাছ আছে। ওদের কলা গাছ নেই।

বাজারে বিভিন্ন রকম লোক আসে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, যুবক, বৃদ্ধ, পুরুষ, মহিলা ; বেঁটে, লম্বা; কত রকমের লোক। কেউ কেনে, কেউ বেচে।

আমি ও তখিরায় মাঝে মাঝে বাজারে যাই। তখিরায় বাজারে গিয়ে খুশি হয়। ওর বাবা চকোলেট দেন। আমাকেও দেন। আমার বাজারে যেতে বিরক্ত লাগে। পয়সা হারিয়ে যায়। মা পরে বকে। আমার খুব খারাপ লাগে।

❖—○—❖

তখিরাসঙনি কামি বেলাই কতর। অ কামিঅ বরক কীবাঙ তঙগ। বরক জুদা জুদানি সামুঙ জুদা জুদা। তখিরায় সৗরীঙনায়। ব ইস্কুল' পড়িঅ। বিনি কাকা মাস্টার। বিনি বাবুনি বীমুঙ রাধামোহন ত্রিপুরা। বিনি বাবুনি দোকান খুঙসা তঙগ। দোকান' জতত' মানীইরগ' মান'। মাইরুঙ, দাইল, মসলা, সম, সাবান, সিনি জতত'ন তঙগ।

রবিবারনি সাল' বাজার আচুগ'। বাজার'আ, মুইথুঙ, তাখুম, তক, পুহান উাহান, তাই বেরমা মান'। বাজার' হানি গলা, এলুমিনিয়ামনি মাইরাঙলতা, সরনি দা, রুউা, গুদাল; ও আমি তুকরি, চাতাই, জততন' মান'। বাজার' থাইচুক, থাইপুঙ, থাইলিক, আবরগ ফাল'। তখিরায়সঙনি নগ' থাইচুক, থাইপুঙ, গ য়াম তাই কুআয় বীফাঙ তঙগ। বরগনি থাইলিক বীফাঙ কীরীই।

বারাজ' বরক জুদা জুদা ফাইঅ। হিন্দু, থুরুকসা, খ্রীষ্টান; সিকলা, বুরা, চৗলা, বীবীই, বারা কলক ; বরক জতত'। বাগসা পাইঅ, বাগসা ফাল'।

আঙ তাই তখিরায় ওআইসা ওআইসা বাজার’ থাঙগ। তখিরায় বাজার’ থাঙগই বেলাই তঙথকজাগ’। বিনি বাবু চকোলেট রৗঅ। আন’ব রৗঅ। আঙ বাজার’ থাঙনা জালা মান’। পুইসা কুমাই থাঙগ। আমা উল’ হিন’। আঙ বেলাই হামজাগয়া।

## আলোচনা

আমরা আগেই পড়েছি যে ককবরকে ককথাই (পদ) পাঁচ প্রকার। ব্যক্তি, প্রাণী, উদ্ভিদ, জাতি, ক্রিয়া, গুণ, ভাব প্রভৃতির সংজ্ঞা নির্দেশক ককথাইকে বৗমুঙ বলে। উপরের পাঠটি থেকে আমরা কয়েকটি বৗমুঙ (বিশেষ্য) ককথাই দেখতে পারি। পদগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করে দেখানো হলো।

ব্যক্তি—তখিরায়, রাধামোহন।
প্রাণী—চৗলা, বৗরৗই, তক, তাখুম, আ।
উদ্ভিদ—থাইচুক, বৗফাঙ, মুইথুঙ।
জাতি—হিন্দু, থুরুকসা, খ্রিষ্টান।
ক্রিয়া—কুমাই, থাঙনা।
ভাব—জালা, তঙথক।

এগুলি সব বৗমুঙ ককথাই। এরা কিছু না কিছুর নাম। বৗমুঙ ককথাই যে কোনও কারকই হতে পারে। তবে সাধারণত এর ককতাঙ (বাক্য)-এ কর্তা অথবা কর্ম রূপে ব্যবহৃত হয়। বৗমুঙ ককথাই সম্বন্ধ পদ রূপেও ব্যবহৃত হয়।

বৗমুঙ ককথাই-এর সির (লিঙ্গ) পরিবর্তন হতে পারে। বৗমুঙ ককথাই সুক কৗবাঙ (বহুবচন) এর চিহ্ন, কারকের চিহ্ন ইত্যাদিও গ্রহণ করতে পারে। অন্য কোনও ককথাই-এর সির পরিবর্তন হয় না।

❍ —— ❍ —— ❍

# সর্বনাম—মুঙয়াচাক

রাম অযোধ্যার রাজা ছিলেন। তিনি বনে গিয়েছিলেন। সীতা ও লক্ষ্মণ তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন। তাঁরা চৌদ্দ বৎসর পরে ফিরে আসেন। আমি এদের কথা রামায়ণে পড়েছি। তুমি এদের কথা শুনেছ? তুমি আজ রামায়ণ পড়বে। আমরা সকলে শুনব।

❖—❍—❖

রাম অযোধ্যানি বুবাগরা তঙখা। ব বলঙগ থাঙখা। সীতা তাই লক্ষ্মণ বিনি লগি থাঙখা। বরগ বিসি চৌদ্দ উল' কিফিলই ফাইখা। আঙ বরগণি কক রামায়ণ' পড়িখা। নৌঙ বরগনি কক খৌনাখা দে? নৌঙ তিনি রামায়ণ পড়িনাই। চৌঙ বিবাক খৌনানাই।

❖—❍—❖

এটা বই। এই বইগুলি ছাত্রদের। ওরা আসবে। ওরা বইগুলি পড়বে। ওরা দোকান থেকে বইগুলি কিনেছে। এগুলি নূতন বই।

❖—❍—❖

ইক' বই। ই বইরগ ছাত্ররগনি। বরগ ফাইনাই। বরগ বইরগ পড়িনাই। বরগ দোকাননি বইরগ পাইখা। ইকরগ বই কৗতাল।

❖—❍—❖

ঐটা গরু। রাখালরা মাঠে যাচ্ছে। ওরা মাঠে কাজ করে। আমি স্কুলে পড়ি। আমি রবিবারে খেতে কাজ করি। আমাদের খেতে ধান হয়।

❖—❍—❖

অম' মুসুক। মুসুক মুরুগনায়রগ মাঠ' থাঙগই তঙগ। বরগ মাঠ' সামুঙ তাঙগ। আঙ স্কুল' পড়িঅ। আঙ রবিবার' মাঠ' সামুঙ তাঙগ। চিনি খেত' মাই ফলিঅ।

## আলোচনা

"রাম অযোধ্যানি বুবাগরা তঙখা। রাম বলঙগ থাঙগা। সীতা তাই লক্ষ্মণ রামনি লগি থাঙখা।" এই রকম বললে কি হতো? প্রত্যেকটি ককতাঙ (বাক্য)-এ রাম এই বৗমুঙ (বিশেষ্য) ককথাই (পদ)-টি উচ্চারিত হতো। এই রকম হলে ভাষার সৌন্দর্য নষ্ট হয়। আমরা বৗমুঙ ককথাইটিকে বার বার উচ্চারণ না করে তার বদলে অন্য ককথাই ব্যবহার করি। পৃথিবীর সব ভাষাতেই এই বিধি আছে।

বীমুঙ ককথাই এর পরিবর্তে যে ককথাই ব্যবহার করা হয় তাকে মুঙয়াচাক (সর্বনাম) ককথাই বলে।

পৃথিবীর সব ভাষাতেই মুঙয়াচাক ককথাই এর সংখ্যা সীমিত। ককবরকের মুঙয়াচাক ককথাইগুলি নীচে দেওয়া গেল।

| **সুকসা (একবচন)** | | **সুকবাঙ (বহুবচন)** |
|---|---|---|
| আঙ—আমি | | চৗঙ—আমরা। |
| নৗঙ—তুই, তুমি, আপনি | | নরগ—তোরা, তোমরা, আপনারা। |
| ব—সে, তিনি | | বরগ—তারা, তাঁরা। |
| অ, অক', অব', অম',<br>ই, ইক, ইব', ইম' | এই<br>এইটি<br>এইজন, ... ইত্যাদি | —রগ—গুলি |
| আ, আক', আব', আম',<br>উ, উক', উব', উম' | ঐ, ঐটি,<br>ঐজন, ... ইত্যাদি | —রগ—গুলি |

লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে অ এবং ই ইংরেজি it ও this উভয়কেই বুঝায়। আ এবং উ ইংরেজি it ও that উভয়কেই বোঝায়। এই চারটে মুঙয়াচাক এমনিও ব্যবহার হয় আবার ক, ব, ম, এই ধ্বনিগুলি যোগেও ব্যবহৃত হয়। তবে ঐ ধ্বনিগুলি ব্যবহারের একটা সাধারণ নিয়ম আছে।

(১) ব সাধারণত মনুষ্য বাচক পদের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়।

(২) ম সাধারণত মনুষ্যেতর জীববাচক পদের সঙ্গে আসে।

(৩) ক সাধারণ জড়-বাচক পদের সঙ্গে আসে। তবে এই নিয়মগুলি কঠোর ভাবে পালিত হয় না।

উপরের পাঠে এগুলি দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য রগ যুক্ত হয়ে এরা সকলেই সুকবাঙ হয়। বীমুঙ ককথাই এর সমস্ত গুণাবলিই মুঙয়াচাক ককথাই এর আছে। কিন্তু মুঙয়াচাক ককথাই এর সির (লিঙ্গ) পরিবর্তন হয় না।

❍ —— ❍ —— ❍

# বচন-সুক

একটি ছেলে আসছে। দুইটি ছেলে যাচ্ছে। তিনটি ছেলে গান করছে। পাঁচটি ছেলে দৌড়াচ্ছে। এই ছেলেগুলি খেলছে। ঐ ছেলেগুলি বসে আছে।

❖—❍—❖

চেরাই খরকসা ফাইঅই তঙগ। চেরাই খরগনৗই থাঙগই তঙগ। চেরাই খরকথাম রৗচাবই তঙগ। চেরাই খরকবা খাইচিগই তঙগ। ই চেরাইসঙগ থুঙগই তঙগ। উ চেরাইরগ আচুগই তঙগ।

❖—❍—❖

এটা গরু। ওটাও গরু। দুইটা গরু। গরুগুলি সুন্দর। এগুলি ঘাস খাচ্ছে। এই গরুগুলি আমার মামার। মামাদের অনেকগুলি গরু আছে। আমাদের গরু নেই।

❖—❍—❖

অম' মুসুক। উম' ব মুসুক। মুসুকরগ নাইথক। অম'রগ সাম চাঅই তঙগ। অ মুসুরকরগ আনি মামানি। মামাসঙনি মুসুক কৗবাঙ তঙগ। চিনি মুসুক কৗরৗই।

❖—❍—❖

একটা চেয়ার। দুইটা টেবিল। তিনটা বেঞ্চ। এই চেয়ারটা বড়। টেবিলগুলি ছোট। বেঞ্চগুলি লম্বা। এগুলি সব আমাদের স্কুলের জিনিস। এগুলি আগরতলা থেকে এসেছে।

❖—❍—❖

চেয়ার খুঙসা। টেবিল খুঙনৗই। বেঞ্চ খুঙথাম। ই চেয়ার কতর। টেবিলরগ চিকন। বেঞ্চরগ কলক। ইকরগ চিনি ইস্কুলনি মানৗই। ইকরগ আগরতলানি সিমি ফাইখা।

❖—❍—❖

আমার বন্ধুরা এসেছেন। তাঁরা বেঞ্চে বসেছেন। ছেলেগুলি ওখানে দাঁড়িয়েছে। বইগুলি টেবিলের উপর আছে। আমি ছবিগুলি দেখছি। তুমি দুটো বই আন।

❖—❍—❖

আনি ইয়াররগ ফাইখা। বরগ বেঞ্চ'আচুগখা। চেরাইসঙ আর' বাচাখা। বইরগ টেবিলনি সাকাঅ তঙগ। আঙ ছবিরগ নাইঅই তঙগ। নৗঙ বই কাইনৗই তুবুদি।

## আলোচনা

পৃথিবীর সর্বত্র মনুষ্য সমাজে সংখ্যাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অসংখ্য, অসমীম ও অনন্তের প্রতি বোধ হয় একটা ভয় আছে মানুষের। সেই জন্য সব কিছুকেই একটা সংখ্যার পরিমাণে বাঁধার চেষ্টা। মনুষ্য ভাষার এই সংখ্যা সম্বন্ধীয় বিষয়টা ব্যাকরণে বচন নামে অভিহিত হয়ে আছে। সংস্কৃত, বাংলা প্রভৃতি ভাষায় ব্যবহৃত এই বচন শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সঙ্গে ব্যাকরণে ব্যবহৃত অর্থের কোনও যোগাযোগ আছে বলে মনে হয় না। শব্দটি যেন উড়ে এসে জুড়ে বসেছে।

বচন শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ number এখানে অর্থ পরিষ্কার। ইংরেজিতে একটি বস্তু হলে Singular number এবং একাধিক বস্তু হলে Plural number হয়। যথা—

| | |
|---|---|
| A man | Two men |
| | Many men |
| | The men |
| An ass | Two asses |
| | Many asses |
| | The asses |

ককবরকে বচনের ধারণা ইংরেজির মত নয়। বাংলা ও ককবরকে বচনের ধারণা একরকম।

| | |
|---|---|
| বরক খরকসা | — একজন লোক। |
| বরক খরগনৗই | — দুইজন লোক। |
| বরক কৗবাঙ | — অনেক লোক। |
| মুসুক মাবৗরৗই | — চারটি গরু। |
| মুসুক কৗবাঙ | — অনেকগুলি গরু। |

লক্ষ করলেই বোঝা যাবে যে বস্তুর সংখ্যা যদি বলা থাকে তবে তার বৗমুঙ ককথাই (বিশেষ্য পদে)-এ কিছু পরিবর্তন হবে না। সংখ্যাটি এক, দুই বা চার-এর মত নির্দিষ্ট সংখ্যা বা অনেকগুলির মত অনির্দিষ্ট সংখ্যা যাই হোক এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

কিন্তু ভাষায় সব সময় সংখ্যা উল্লেখ থাকে না। কেবল বোঝা যায় কথিত বস্তু

এক বা একের অধিক আছে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ককবরকে দুইরকম সুক (বচন) আছে; (১) সুকসা, ও (২) সুকবাঙ ; অর্থাৎ একবচন ও বহুবচন।

যদি ব্যক্তি বা বস্তুর সংখ্যা অনির্দিষ্ট ও অনুল্লেখিত থাকে এবং বোঝা যায় যে সংখ্যাটা একের অধিক তখন ককথাই এর অন্তে সুকবাঙ-এর চিহ্ন ব্যবহার করতে হয়। ককবরকে সুকবাঙ-এর চিহ্ন দুটি :—(১)—সঙ, এবং (২) —রগ। সঙ কেবল মানুষ এবং মনুষ্যবাচক শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়। রগ মানুষ এবং মনুষ্যবাচক শব্দ সহ সমস্ত শব্দের সঙ্গেই যুক্ত হতে পারে। নিচের উদাহরণগুলি পড়লে বিষয়টা আরও পরিষ্কার হবে।

| সুকসা | সুকবাঙ |
|---|---|
| বরক—মানুষ | বরকসঙ, বরকরগ |
| চেরাই—ছেলে, শিশু | চেরাইসঙ, চেরাইরগ |
| ইয়ার—বন্ধু | ইয়ারসঙ, ইয়াররগ |
| অচাই—পুরোহিত | অচাইসঙ, অচাইরগ |
| মুসুক—গরু | মুসুকরগ |
| মস'—লঙ্কা | মসরগ |
| কামি—গ্রাম | কামিরগ |
| বৌফাঙ—গাছ | বৌফাঙরগ |
| লামা—পথ | লামারগ। |

বাংলাতে এই একের অধিক অনির্দিষ্ট সংখ্যাকে গুলি, গণ, সমূহ ইত্যাদি যুক্ত করে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। ককবরকে কেবল সঙ ও রগ। উপরের পাঠটিতেও বিষয়টি পরিষ্কার করার চেষ্টা করা হয়েছে। মনে রাখতে হবে, সঙ কেবল মনুষ্যবাচক পদের জন্য, রগ এর ব্যবহার সর্বত্র।

এবার সর্বনাম (মুঙয়াচাক) পদের সঙ্গে বচনের ব্যবহারটা দেখে নিই।

| সুকসা | সুকবাঙ |
|---|---|
| আঙ—আমি | চৌঙ |
| নৌঙ—তুমি | নরগ |
| ব—সে | বরগ |
| আনি—আমার | চিনি |
| নিনি—তোমার | নরগনি |

| | |
|---|---|
| বিনি—তার | বরগনি |
| আন'—আমাকে | চীন' বা চাঁঙন' |
| নন'—তোমাকে | নরগন' |
| বন'—তাকে | বরগন' |

❍ —— ❍ —— ❍

# লিঙ্গ—সির

আমি আজ মামার বাড়ি যাব। আমার মামি আমাকে খুব ভালবাসেন। ওখানে আমার একটি ভাই ও একটি বোন আছে। আমার মামার বাড়িতে অনেক গরু আছে। একটি লাল ষাঁড় ও একটা কালো গাই আছে।

মামার বাড়ির পাশে একটা মন্দির আছে। মন্দিরে কত লোক যায়। একদিকে পুরুষ ও একদিকে মহিলারা দাঁড়ান। ছেলেমেয়েরা মাঠে খেলে। মন্দিরের পুরোহিত পূজা করেন। তাঁর স্ত্রী সামনেই বসে থাকেন। ওদের ছেলেমেয়ে নাই। এই জন্য ওঁরা বাচ্চাদের খুব ভালোবাসেন। আমরা প্রায়ই মন্দিরে যাই। আমার মা রোজ বিকালে যান।

❖—❍—❖

তিনি আঙ মামানি নগ' থাঙনাই। আমি আমি আন' জববুই হামজাগ'। আর' আনি ফাইয়ুঙ খরকসা তাই হানক খরকসা তঙগ। আনি মামানি নগ' মুসুক কৗবাঙ তঙগ। বলদ কৗচাক মাসা তাই মুসুক কসম মাসা তঙগ।

মামানি নগনি গানাঅ মতাইনগ খুঙসা তঙগ। মতাইনগ' বরক জতত' থাঙগ। ইগালা চৗলারগ তাই উগালা বৗরৗইরগ বাচাঅ। চেরাইরগ সাজুকরগ মাঠ' থুঙগ। মতাইনগনি অচাই মতাই ফুজা রৗঅ। বিনি বিহিক সৗকাঙগ আচুগই তঙগ। বরগনি বৗসা বৗতৗই কৗরৗই। আবনি বাগৗই বরগ চেরাইরগ সাজুকরগন' জববুই হামজাগ'। চৗঙ ওআইসা ওআইসা, মতাইনগ' থাঙগ। আনি আমা সাল বৗরৗম বৗরৗম সারিগ' থাঙগ।

## আলোচনা

পৃথিবীর সব ভাষাতেই লিঙ্গ প্রকরণ আছে। একেক ভাষায় এর ব্যবহার একেক রকম। সংস্কৃত, হিন্দি, জার্মান প্রভৃতি ভাষায় লিঙ্গ প্রকরণ অত্যন্ত জটিল। ককবরকে লিঙ্গ প্রকরণ খুব সরল এবং অত্যন্ত যুক্তিসম্মত।

ককবরকে সির (লিঙ্গ) চার প্রকার।

(১) পুংলিঙ্গ — সিরচৌলা
(২) স্ত্রীলিঙ্গ — সিরবৗরৗই

(৩) উভয়লিঙ্গ — সিরনৌই

(৪) ক্লীবলিঙ্গ — সির গুরমা

মানুষ এবং জীবজন্তুর বেলায় যে সকল শব্দে পুরুষ বোঝায় সেগুলিকে পুংলিঙ্গ-সিরচৌলা বলে। যথা—বরক, বলদ, বৌসাই, সিকলা, কৌরা ইত্যাদি।

যে-সকল শব্দে স্ত্রী বোঝায় সেগুলিকে স্ত্রী লিঙ্গ-সিরবৌরৌই বলে। যথা—বৌরৌই, গাই, বিহিক, সিকলি, কৌরাজুক ইত্যাদি।

যে সকল শব্দে স্ত্রী পুরুষ উভয়ই বোঝায় সেগুলিকে উভয়লিঙ্গ—সিরনৌই বলে। যথা—চেরাই, মুসুক, তক, তাখুম ইত্যাদি।

যে-সকল শব্দে স্ত্রী পুরুষ কোনওটাই বোঝায় না সেগুলিকে ক্লীবলিঙ্গ—সিরগুরমা বলে। যথা—বৌফাঙ, নগ, কলম, মকল ইত্যাদি।

সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ্য পদের লিঙ্গ বিশেষণ পদেও প্রযুক্ত হয়। হিন্দিতে বিশেষ্য পদের লিঙ্গ ক্রিয়াপদে পরিবর্তন আনে। ইংরেজি, বাংলা ও অন্যান্য ভাষার মতো ককবরকেও সির কেবল অর্থের জন্য ; বাক্যের অন্য কোনো পদের উপর এর কোনও প্রভাব পড়ে না।

ককবরকে লিঙ্গান্তরের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে।

(১) পুরুষ ও স্ত্রী বোঝাবার জন্য পৃথক শব্দ ব্যবহৃত হয়।

| **সির চৌলা** | **সির বৌরৌই** |
|---|---|
| বৌসাই (স্বামী) | বিহিক (স্ত্রী) |
| বৌফা (পিতা) | বৌমা (মাতা) |
| আতা (দাতা) | আবুই, আইবি (দিদি) |
| বলদ | গাই |
| চৌলা, বরক (পুরুষ) | বৌরৌই স্ত্রী) |
| ফাইয়ুঙ (ভাই) | হানক (বোন) |
| কিচিঙ (বন্ধু) | মারে (সই) |

(২) কোনও কোনও পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে ই যোগ করে স্ত্রী লিঙ্গ করতে হয়। পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে আ স্থানে ই হয়। অন্যত্র ই শব্দের শেষে যুক্ত হয়।

| | |
|---|---|
| কাকা | কাকি |
| মামা | মামি |
| সিকলা (যুবক) | সিকলি (যুবতি) |
| আচু (পিতামহ) | আচুই (পিতামহী) |

(৩) কোনও কোনও পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে জুক যুক্ত করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়।

| সিরচৗলা | সির বৗরৗই |
|---|---|
| বৗসা (পুত্র)<br>কৗরা (শ্বশুর)<br>ভাগিনী (ভাইপো, ভাগ্নে) | বৗসাজুক (কন্যা)<br>কৗরাজুক (শাশুড়ি)<br>ভাগিনাজুক (ভাইঝি, ভাগ্নি) |

(৪) উভয়লিঙ্গ বাচক শব্দের শেষে সা, জুআ, চৗলা, যোগ করে পুংলিঙ্গ এবং মা, জুক, বৗরৗই যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা যায়।

| সিরনৗই | সিরচৗলা | সিরবৗরৗই |
|---|---|---|
| পুন (ছাগল)<br>তক (মোরগ)<br>তাখুম (হাঁস) | পুনজুআ (পাঁঠা)<br>তকচৗলা (মুরগা)<br>তাখুমচৗলা (হাঁসা) | পুনজুক (পাঁঠী)<br>তকমা (মুরগী)<br>তাখুমবৗরৗই (হাঁসী) |

(৫) বিশেষণ পদ (খিলিমা)-কেও সময় সময় বা ইত্যাদি যোগ করে পুংলিঙ্গ এবং মা ইত্যাদি যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়।

| খিলিমা | সিরচৗলা | সিরবৗরৗই |
|---|---|---|
| অকরা (বড়)<br>কসম (কাল) | আকরাসা (বড়জন)<br>কসম সা (কাল লোক) | অকরামা (বয়স্ক মহিলা)<br>কসম মা (শ্যামলী মেয়ে/মহিলা) |

❍ —— ❍ —— ❍

# পুরুষ—খরক

রাম এদিকে এসো। কাল কোথায় গিয়েছিলে? তিলু এখনও আসে নাই। তার শরীর ভালো নেই। আরতি আজ আসবে না। আজ রিহার্সাল হবে না। কে করবে? কে শুনবে? চল, আমরা তিলুদের বাড়ি যাই। তিলু কষ্ট পাচ্ছে। মা, আমরা তিলুদের বাড়ি গেলাম। একটু পরেই ফিরে আসবো। জয় আসবে। ও আমার ইংরেজি বইটা চাইবে। ওকে বইটা দিও।

❖—❍—❖

রাম, ইয়াঙ ফাইদি। মিয়া বীর' থাঙখা? তিলু তাবুক ব ফাইয়াখো। বিনি সাক হাময়া। আরতি তিনি ফাইগ্লাক। তিনি রিহার্সাল ঔঙগ্লাক। সাব' খৗলাইনাই? সাব' খৗনানাই? হিমদি, চৗঙ তিলুসঙনি নগ' থাঙগ। তিলু দুখু মানই তঙগ। আমা, চৗঙ তিলুসঙনি নগ' থাঙখা। কিসা উল' ন কিফিলই ফাইআনু। জয় ফাইনাই। ব আনি ইংরেজি বইসা সাননাই। বন' অক' বই রৗদি।

## আলোচনা

প্রত্যেক ভাষাতেই সমস্ত সর্বনাম ও বিশেষ্য পদগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই ভাগগুলিকে পুরুষ বলে। কথা বলার সময় যিনি বলেন তিনি উত্তম পুরুষ, যাকে বলা হয় তিনি মধ্যম পুরুষ, আর যার সম্বন্ধে বলা হয় তিনি প্রথম বা নাম পুরুষ। সংস্কৃত, আরবি, লাতিন প্রভৃতি ভাষায় এই পুরুষের বিভাগগুলি খুব প্রয়োজনীয় ছিল। প্রতিটি ক্রিয়াপদ কাল, বচন ও পুরুষভেদে পরিবর্তিত হতো। বাংলা, হিন্দি, ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত আধুনিক ভাষাতেও পুরুষের বিভাগ খুব প্রয়োজনীয়। বাংলার একটা উদাহরণ দেখি।

আমি খা-ই।
আপনি খা-ন।
তুমি খা-ও।
তুই খা-স।
সে খা-য়।

এইদিক দিয়ে ইংরেজি আরও অনেক আধুনিক। ইংরেজিতে পুরুষের প্রয়োজন

ন্যূনতম। একমাত্র BE ক্রিয়াপদে এই প্রয়োজনে উল্লেখযোগ্যভাবে বর্তমান। অন্য ক্রিয়াপদে এতটা প্রয়োজন হয় না। অন্যান্য ক্রিয়াপদে কেবল অনির্দিষ্ট বর্তমান কালে, একবচনে, প্রথম বা নাম পুরুষে সামান্য পরিবর্তন হয়।

ককবরক ব্যাকরণ অত্যন্ত সরল। নিচের উদাহরণে বিষয়টা স্পষ্ট করে দেখা যাবে।

আঙ চাঅ।
নৌঙ চাঅ।
ব চাঅ

আমাদের ব্যাকরণে পুরুষ বিভাগের কোনও প্রয়োজন নেই। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার ব্যাকরণের সঙ্গে সংগতি রাখার জন্য আমরাও পুরুষদের বিভাগগুলি রাখছি। সুতরাং ককবরকেও পুরুষ তিন প্রকার রাখা গেল।

খরক পুইলা—আঙ (আন', আনি, ইত্যাদি এবং এদের বহুবচনের রূপ)।

খরক কৌনৌই—নৌঙ (নন', নিনি, ইত্যাদি এবং এদের বহুবচনের রূপ)।

খরক কাথাম—ব (বন', বিনি, ইত্যাদি ; এবং এদের বহুবচনের রূপ সহ বাকি সমস্ত বিশেষ্য পদ)।

আমরা পরে দেখতে পাব যে অনুজ্ঞাসূচক বাক্যে আমাদের পুরুষ ভেদের প্রয়োজন হয়।

❍ —— ❍ —— ❍

# বিশেষণ—খিলিমা

| | | |
|---|---|---|
| অনিল | : | বাঃ বাড়িটা সুন্দর! কার বাড়ি এটা? |
| বুধু | : | এইটা রাধার বাড়ি। রাধাচরণের। মোটা রাধাচরণ। |
| অনিল | : | তোমার বাড়িটাও বেশ বড়। তোমার ছেলেটা কত বড় হলো? |
| বুধু | : | ওর বয়স চৌদ্দ। লম্বা হয়েছে। ওর মাও তো লম্বা। |
| অনিল | : | আমার স্ত্রী বেঁটে। আরে, তোমার গাইটা ভাল হয়েছে? |
| বুধু | : | হ্যাঁ ভাই। গাইটা খুব ভাল। একটা বাছুর হয়েছে। ছোট বাছুরটা খুব সুন্দর। কিন্তু একটু রোগা। লাঠিটা একটু ধর। এটা বড় ভারী। একটা হাল্কা লাঠি বানাব। |
| অনিল | : | তোমার শার্টটা নূতন? বেশ সুন্দর শার্ট তো! |
| বুধু | : | না, নূতন না। তিন মাস হয়ে গেল। এখন তো পুরোনো। তবে ভালোই আছে এখনও। কাপড়টা খুব পাতলা। আরেকটু মোটা হলে ভালো হতো। |
| অনিল | : | রঙ্‌টা ভালো। নীল আমার ভালো লাগে। লালটা আমি পছন্দ করি না। সাদা সবচেয়ে ভালো। হলুদ ও সবুজ রঙও ভালো। |
| বুধু | : | ঠিক বলেছো। কালো রঙও ভালো। হাল্কা রঙ আমার ভালো লাগে। গাঢ় রঙ আমি পছন্দ করি না। |
| অনিল | : | তোমাদের নূতন মাস্টার মশাইটি কেমন? ভালো তো? |
| বুধু | : | বড় রাগী। আরেকটু ঠাণ্ডা হলে ভালো হতো। বড় মারে বাচ্চাদের। মাস্টারটিও তো বাচ্চা। আমাদের আগের বুড়ো মাস্টারটি ভালো ছিলেন। ছেলেরা তাঁকে ভালোবাসতো। নূতন মাস্টারকে বাচ্চারা ভয় করে। এমনিতে নূতন মাস্টার লোক ভালো। পুরোনো মাস্টার আরও ভালো ছিলেন। তিনি বদলি হয়ে গেলেন হঠাৎ। তিনি চলে যাওয়ার সময় ছেলেমেয়েরা কেঁদেছে। তিনিও কেঁদেছেন। এই কান্না দেখতে বড় ভালো লাগে। এই কান্নায় ভালোবাসার গন্ধ থাকে। |

| | | |
|---|---|---|
| অনিল | : | তুমিও কেঁদেছিলে নাকি? |
| বুধু | : | হ্যাঁ ভাই। আমার মনটা বড় নরম। তোমাদের মন শক্ত। তোমরা অন্যরকম লোক। তোমরা কাঁদো না কখনো। |

| | | |
|---|---|---|
| অনিল | : | বাহ, অ নগ ত বেলাই নাইথক। অব' সাবনি নগ? |
| বুধু | : | অম' রাধানি নগ। রাধাচরণনি। লনদা রাধাচরণ। |
| অনিল | : | নিনি নগ ব বেলাই কতর। নিনি বৌসালা বৌসৌক তরখা? |
| বুধু | : | বিনি বয়স চৌদ্দ। লকখা। বিনি বৌমা ব কলক। |
| অনিল | : | আনি হিক বারা। আরে, নিনি গাই হামখা দে? |
| বুধু | : | ই, ফাইয়ুঙ। গাই জব্বুই হামখা। বৌসা মাসা আচাইলাখা। চিকন দেকা বেলাই নাইথক। ফিয়া ব কিসা কেরাম। লাথা রমদি। অক' বেলাই হিলিক। লাথা হেলেঙ কাইসা সৌনাম নাই। |
| অনিল | : | নিনি কামচৌলৌই কৌতাল দে? অ কামচৌলৌই ত বেলাই নাইথক! |
| বুধু | : | ই হি, কৌতালয়া। তালথাম ঔঙখা। তাবুকত কৌচাম ঔঙখা। তাবুক ব কাহাম কৌরাঙ ন তঙগ। অব' রি বেলাই পাতলা। তাই রৌজা ঔঙখে তাইসা হামখা। |
| অনিল | : | রঙ কাহাম ন। কাখরাঙ আঙ হামজাগ'। কৌচাক আঙ হামজাগয়া। কুফুর জততনি কাহাম। করম' তাই খৌরাঙজিজি ব কাহাম। |
| বুধু | : | কুবুই ন সাখা। কসম ব হাম'। রঙ পাতলা ন আঙ হামজাগ'। রঙ বেলাই কলম আঙ হামজাগয়া। |
| অনিল | : | নরগনি মাস্টার কৌতাল বাহাই? কাহাম দে? |
| বুধু | : | বেলাই থামচি কুতুঙ। তাইসা কৌচাঙ ঔঙখে হামখা। চেরাইরগন' বেলাই বৌঅ। মাস্টার ব বেলাই চেরাই। চিনি আগেনি মাস্টার বুরা কাহাম তঙখা। চেরাইরগ বন' হামজাগখা। মাস্টার কৌতাল ন চেরাইরগ কিরিজাগ'। আহাইন মাস্টার কৌতাল বরক কাহাম। মাস্টার কৌচাম তাই ব হামখা। আচমসা ব বদলি ঔঙখা। বিনি থাঙফুরু চেরাইরগ সাজুকরগ কাববাই খা। ব ব কাবখা। অ |

কাবমানি নুগনা জব্বই হামজাগ'। অক' কাবমানিঅ হামজাগমানি মতম তঙগ।

অনিল : নৗঙবা কাবখা দে?

বুধু : আঅ, ফাইয়ুঙ। আনি বৗখা বেলাই কেপেগ। নরগনি বৗখা কৗরাক। নরগ বরক আলগা হাই। নরগ কুনুফুরু কাবয়া।

## আলোচনা

আমরা আগের একটি পরিচ্ছেদে খিলিমার সংজ্ঞা পড়েছি। সেখানে বলা হয়েছে যে অন্য ককথাই এর গুণ, দোষ, অবস্থা, সংখ্যা ইত্যাদি প্রকাশ করে যে ককথাই তাকে বলি **খিলিমা**।

সাধারণত ব্যাকরণ বইগুলিতে বিশেষণকে দুই তিন ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হয়ে থাকে। যেমন : বিশেষ্যের বিশেষণ, বিশেষণের বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ। আমরা এই চিরাচরিত ভাগলি নিয়ে আলোচনা করবো না। এই বইয়ের পক্ষে সেগুলি খুব জরুরি নয়। আমরা এখানে অন্যরকম শ্রেণি বিভাগের কথা আলোচনা করবো।

ককবরক খিলিমাগুলিকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। দেশি ও বিদেশি। বিদেশিগুলি হয় বাংলা থেকে নতুবা বাংলার মাধ্যমে অন্য ভাষা থেকে এসেছে।

**উদাহরণ :**
উলতা—বিপরীত
বেবাক—সব
পুইলা—প্রথম
আগেনি—আগের

ককবরকে বিশেষণ পদ বিশেষ্যের পরে বসে। সমস্ত প্রধান ভারতীয় ভাষায় এবং ইংরেজি সহ বহু ভাষায় বিশেষণ বিশেষ্যের আগে বসে : কিন্তু ককবরকে ব্যবহৃত বিদেশি বিশেষণগুলি এই নিয়মের ব্যতিক্রম। এগুলি বিশেষ্যের আগেও বসতে পারে, পরেও বসতে পারে। যেমন

উলতা কক তা সাদি
কক উলতা তা সাদি } উল্টা কথা বলবে না।

বেবাক বরক ন নৗঙদি
বরক বেবাক ন নৗঙদি } সব লোককে ডাক।

তিনি বিসিনি পুইলা সাল
তিনি বিসিনি সাল পুইলা } আজ বৎসরের প্রথম দিন।

দেশী বিশেষণগুলি সব সময়ই বিশেষ্যের পরে বসে।

**উদাহরণ :**— অ চেরাই নাইথক সাব'? এই সুন্দর ছেলেটি কে?
কক কুবুই সাদি।—সত্য কথা বল।
নিনি কামচৌলৌই কৌতাল নাইথক—তোমার নূতন জামাটা সুন্দর।

এই দেশী বিশেষণগুলিকে আমরা চার ভাগে ভাগ করতে পারি। (১) শুদ্ধ বিশেষণ, (২) যৌগ বিশেষণ, (৩) ক্রিয়াজাত বিশেষণ, এবং (৪) ক-বিশেষণ।

**(১) শুদ্ধ বিশেষণ :** যে সকল একক দেশী শব্দ বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয় সেগুলি শুদ্ধ বিশেষণ। উপরে উল্লেখিত নাইথক, কুবুই কৌতাল প্রভৃতি শুদ্ধ বিশেষণের উদাহরণ।

**(২) যৌগ বিশেষণ :** একাধিক শব্দ একত্র হয়ে গড়ে ওঠা বিশেষণগুলিকে আমরা যৌগ বিশেষণ বলি। যথা—

বৌখা কতর—হৃদয় বড়—সাহসী
বৌখা কুচু—হৃদয় ছোট—ভীরু
লাইচিমা কৌবাঙ—লজ্জা বেশি—লাজুক
জততনি অকরা—সকলের বড়—প্রধান
হাময়া—ভাল নয়—খারাপ
বুগয়া—ধারাল নয়—ভোঁতা
লগয়া—লম্বা নয়—বেঁটে

**(৩) ক্রিয়াজাত বিশেষণ :** এগুলি ক্রিয়াপদের সঙ্গে—জাক প্রত্যয় যুক্ত হয়ে গঠিত হয়। ককবরকের এই জাক প্রত্যয়টি ইংরেজি past participle চিহ্ন en প্রত্যয়টির অনুরূপ। (en প্রত্যয়টি en অথবা ed রূপেও প্রকাশিত হয়)। বাংলা ও সংস্কৃতের ক্ত প্রত্যয়টিও জাক-এর অনুরূপ।

**উদাহরণ :**— লেঙ—পরিশ্রম করা : লেঙজাক—পরিশ্রান্ত
রুগ—সিদ্ধ করা : রুগজাক—সিদ্ধ
কাই—বিয়ে করা : কাইজাক—বিবাহিত
দালক—মেশানো : দালকজাক—মিশ্রিত

**(৪) ক-বিশেষণ :** এই বিশেষণগুলির প্রথম ধ্বনিটি ক। এগুলি ক্রিয়া রূপেও

ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ক্রিয়ারূপে ব্যবহারের সময় এদের এই ক-গুলি পরিত্যক্ত হয়। যথা—

**কিসি :** অ রিগনাই কিসি তুবুদি—ভিজা শাড়িটি আন।

আনি সাক সিখা—আমার শরীর ভিজে গেছে।

**কাহাম :** অ মুসুক জব্বুই কাহাম—এই গরুটি খুব ভালো।

বিনি সাক হামখা—তার শরীর ভালো হয়েছে।

**কুফুর :** কাগজ কুফুর রাঁদি—(একটু) সাদা কাগজ দাও।

নখা ফুরখা—আকাশ (সাদা) পরিষ্কার হয়েছে।

❍ —— ❍ —— ❍

# সংখ্যা

এটা আমাদের স্কুল। আমাদের স্কুলে দুটো বাড়ি। একটা খেলার মাঠ আছে। স্কুলের সামনেই আটটা বড় বড় গাছ। পিছনেও তিনটা গাছ আছে। সাতটা গরু ঘাস খাচ্ছে। চারজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের স্কুলে দশজন শিক্ষক আছেন। স্কুলে পাঁচটা ক্লাস আছে। আজ ফুটবল খেলা হবে। আমরা নয়জন খেলব। আমরা কাল করমছড়াকে ছয় গোল দিয়েছি।

❖—❍—❖

অব’ চিনি স্কুল। চিনি স্কুলনি নগ খুঙনৗই তঙগ। থুঙমুঙনি মাঠ কাইসা তঙগ। স্কুলনি সৗকাঙগ ম বৗফাঙ ফাঙচার কতর কতর তঙগ। ঔঙকলক’ ব বৗফাঙ ফাঙথাম তঙগ। মুসুক মাসিনি সাম চাঅই তঙগ। বরক খরকবৗরৗই বাচাঅই তঙগ। চিনি ইস্কুল’ মাস্টার খরকচি তঙগ। স্কুল’ ক্লাশ কাইবা তঙগ। তিনি ফুটবল থুঙমুঙ ঔঙনাই। চৗঙ খরকচুকু থুঙনাই। মিঅ চৗঙ করম ছড়ান’ গোল কাইদক রৗখা।

## আলোচনা

আমরা প্রত্যেকেই নিজের ঘরটাকে এতো ভালো করে জানি যে ঘরটা ক’হাত লম্বা, ক’হাত পাশ, তা কত উঁচু, ঘরের জানালাটায় কটা শিক আছে, এসব জানবার প্রয়োজন বোধ করি না। যে চৌকিটাতে রোজ ঘুমাই সেটাতে কটা তক্তা আছে? যে গ্লাসটাতে রোজ জল খাই সেটাতে কত জল ধরে? যে লোকটির কাছ থেকে গত দশ বছর ধরে মাছ কিনেছি তাঁর বাড়ি কোথায়? কোনদিন জানবার প্রয়োজন বোধ করিনি। সুতরাং জানি না।

এক, দুই, তিন ...

one, two, three ...

ওকাটি, রেণ্ডু, মুরু

পৃথিবীর সব ভাষাতেই গোনবার ব্যবস্থা আছে। গোনবার সময় যে শব্দগুলি ব্যবহার করি, সেগুলিকে সংখ্যা বলে। তিনটা কলা, ছয়টা ডিম, আঠার জন লোক, বিয়াল্লিশ দিন সময়, এসব কথা আমরা বলে থাকি। অনেক সময় আবার এক জোড়া

নারকেল, এক গণ্ডা কড়ি, এক হালি কমলা, এক ডজন দেশলাই, এক কুড়ি কলা, এসবও বলি। অষ্টাশির বদলে চার কুড়ি আট বলতেও শুনি আমরা।

একটু মাপলেই জানা যায় আমার ঘরটার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা। তেমনি একটু ভাবলেই বোঝা যায় আমার ভাষায় সংখ্যাগুলি কেমন করে সংগঠিত। এক এক ভাষায় ব্যবস্থা এক এক রকম। ইংরেজিতে হিসাবটা দশের। one ten=ten, two tens=twenty, three tens=thirty, four tens=forty, ইত্যাদি। বাংলায়ও তাই। কোনও কোনও ভাষায় হিসাবটা কুড়ির। এক কুড়ি, দুই কুড়ি পাঁচ, তিন কুড়ি, চৌদ্দ, ইত্যাদি। ককবরকে রাশি বা সংখ্যামালার গঠন দশেরও যেমন, কুড়িরও তেমনি। একটু পরেই আমরা এই বিষয়টা আলোচনা করব। আগে একবার ককবরকের সংখ্যাগুলি পড়ে নেই।

সা—এক
নৗই—দুই
থাম—তিন
বৗরৗই—চার
বা—পাঁচ
দক—ছয়
সিনি—সাত
চার—আট
চুকু—নয়
চি—দশ
চিসা—দশ এক—এগারো
চিনৗই—দশ দুই—বারো
চি থাম—দশ তিন—তেরো
চি বৗরৗই—দশ চার—চৌদ্দ
চি বা—দশ পাঁচ—পনেরো
চি দক—দশ ছয়—ষোল
চি সিনি—দশ সাত—সতেরো
চি চার—দশ আট—আঠারো
চি চুকু—দশ নয়—ঊনিশ
খলপে—কুড়ি(এক)
খলপে সা—কুড়ি (এক) এক—একুশ

খলপে নৗই—কুড়ি (এক) দুই—বাইশ
খলপে থাম—কুড়ি (এক) তিন—তেইশ
খলপে বৗরৗই—কুড়ি (এক) চার—চব্বিশ
খলপে বা—কুড়ি (এক) পাঁচ—পঁচিশ
খলপে দক—কুড়ি (এক) ছয়—ছাব্বিশ
খলপে সিনি—কুড়ি (এক) সাত—সাতাশ
খলপে চার—কুড়ি (এক) আট—আটাশ
খলপে চুকু—কুড়ি (এক) নয়—ঊনত্রিশ
খলপে চি—কুড়ি (এক) দশ—ত্রিশ
খলপে চি সা— কুড়ি (এক) দশ এক—একত্রিশ
খলপে চি নৗই—কুড়ি (এক) দশ দুই—বত্রিশ
খলপে চি থাম—কুড়ি (এক) দশ তিন—তেত্রিশ
খলপে চি বৗরৗই—কুড়ি (এক) দশ চার—চৌত্রিশ
খলপে চি বা—কুড়ি (এক) দশ পাঁচ—পঁয়ত্রিশ
খলপে চি দক—কুড়ি (এক) দশ ছয়—ছত্রিশ
খলপে চি সিনি—কুড়ি (এক) দশ সাত—সাঁয়ত্রিশ
খলপে চি চার—কুড়ি (এক) দশ আট—আটত্রিশ
খলপে চি চুকু—কুড়ি (এক) দশ নয়—ঊনচল্লিশ
খলনৗই—কুড়ি (দুই)—চল্লিশ
খলনৗই সা—কুড়ি (দুই) এক—একচল্লিশ
খলনৗই নৗই—কুড়ি (দুই) দুই—বিয়াল্লিশ
খলনৗই থাম—কুড়ি (দুই) তিন—তেতাল্লিশ
খলনৗই বৗরৗই—কুড়ি (দুই) চার—চুয়াল্লিশ
খলনৗই বা—কুড়ি (দুই) পাঁচ—পঁয়তাল্লিশ
খলনৗই দক—কুড়ি (দুই) ছয়—ছেচল্লিশ
খলনৗই সিনি—কুড়ি (দুই) সাত—সাতচল্লিশ
খলনৗই চার—কুড়ি (দুই) আট—আটচল্লিশ
খলনৗই চুকু—কুড়ি (দুই) নয়—ঊনপঞ্চাশ
খলনৗই চি—কুড়ি (দুই) দশ—পঞ্চাশ
খলনৗই চি সা—কুড়ি (দুই) দশ এক—একান্ন
খলনৗই চি নৗই—কুড়ি (দুই) দশ দুই—বাহান্ন

খলনৗই চি থাম—কুড়ি (দুই) দশ তিন—তিপ্পান্ন
খলনৗই চি বৗরৗই—কুড়ি (দুই) দশ চার—চুয়ান্ন
খলনৗই চি বা—কুড়ি (দুই) দশ পাঁচ—পঞ্চান্ন
খলনৗই চি দক—কুড়ি (দুই) দশ ছয়—ছাপ্পান্ন
খলনৗই চি সিনি—কুড়ি (দুই) দশ সাত—সাতান্ন
খলনৗই চি চার—কুড়ি (দুই) দশ আট—আটান্ন
খলনৗই চি চুকু—কুড়ি (দুই) দশ নয়—ঊনষাট
খলথাম—কুড়ি (তিন)—ষাট
খলথাম সা—কুড়ি (তিন) এক—একষট্টি
খলথাম নৗই—কুড়ি (তিন) দুই—বাষট্টি
খলথাম থাম—কুড়ি (তিন) তিন—তেষট্টি
খলথাম বৗরৗই—কুড়ি (তিন) চার—চৌষট্টি
খলথাম বা—কুড়ি (তিন) পাঁচ—পঁয়ষট্টি
খলথাম দক—কুড়ি (তিন) ছয়—ছিষট্টি
খলথাম সিনি—কুড়ি (তিন) সাত—সাতষট্টি
খলথাম চার—কুড়ি (তিন) আট—আটষট্টি
খলথাম চুকু—কুড়ি (তিন) নয়—ঊনসত্তর
খলথাম চি—কুড়ি (তিন) দশ—সত্তর
খলথাম চি সা—কুড়ি (তিন) দশ এক—একাত্তর
খলথাম চি নৗই—কুড়ি (তিন) দশ দুই—বাহাত্তর
খলথাম চি থাম—কুড়ি (তিন) দশ তিন—তেয়াত্তর
খলথাম চি বৗরৗই—কুড়ি (তিন) দশ চার—চুয়াত্তর
খলথাম চি বা—কুড়ি (তিন) দশ পাঁচ—পঁচাত্তর
খলথাম চি দক—কুড়ি (তিন) দশ ছয়—ছিয়াত্তর
খলথাম চি সিনি—কুড়ি (তিন) দশ সাত—সাতাত্তর
খলথাম চি চার—কুড়ি (তিন) দশ আট—আটাত্তর
খলথাম চি চুকু—কুড়ি (তিন) দশ নয়—ঊনআশি
খল বৗরৗই—কুড়ি (চার)—আশি
খল বৗরৗই সা—কুড়ি (চার) এক—একাশি
খল বৗরৗই নৗই—কুড়ি (চার) দুই—বিরাশি
খল বৗরৗই থাম—কুড়ি (চার) তিন—তিরাশি

খল বৌরৗই বৌরৗই—কুড়ি (চার) চার—চৌরাশি
খল বৌরৗই বা—কুড়ি (চার) পাঁচ—পঁচাশি
খল বৌরৗই দক—কুড়ি (চার) ছয়—ছিয়াশি
খল বৌরৗই সিনি—কুড়ি (চার) সাত—সাতাশি
খল বৌরৗই চার—কুড়ি (চার) আট—অষ্টাশি
খল বৌরৗই চুকু—কুড়ি (চার) নয়—ঊননব্বই
খল বৌরৗই চি—কুড়ি (চার) দশ—নব্বই
খল বৌরৗই চি সা—কুড়ি (চার) দশ এক—একানব্বই
খল বৌরৗই চি নৌই—কুড়ি (চার) দশ দুই—বিরানব্বই
খল বৌরৗই চি থাম—কুড়ি (চার) দশ তিন—তিরানব্বই
খল বৌরৗই চি বৌরৗই—কুড়ি (চার) দশ চার—চুরানব্বই
খল বৌরৗই চি বা—কুড়ি (চার) দশ পাঁচ—পঁচানব্বই
খল বৌরৗই চি দক—কুড়ি (চার) দশ ছয়—ছিয়ানব্বই
খল বৌরৗই চি সিনি—কুড়ি (চার) দশ সাত—সাতানব্বই
খল বৌরৗই চি চার—কুড়ি (চার) দশ আট—আটানব্বই
খল বৌরৗই চি চুকু—কুড়ি (চার) দশ নয়—নিরানব্বই
রাসা—শ' (এক)—একশ'
রাসা সা—শ' (এক) এক—একশ' এক
রাসা চি সা—শ' (এক) দশ এক—একশ' এগারো
রাসা খলপে সা—শ' (এক) কুড়ি (এক) এক—একশ' একুশ
রাসা খলপে চি সা—শ' (এক) কুড়ি (এক) দশ এক—একশ' একত্রিশ
রাসা খল থাম চি বৌরৗই—শ' (এক) কুড়ি (তিন) দশ চার—একশ' চুয়াত্তর
রাবা খলনৌই চি দক—শ' (পাঁচ) কুড়ি (দুই) দশ ছয়—পাঁচশ' ছাপ্পান্ন
সাইসা—হাজার (এক)—এক হাজার

সাই থাম বা থাম খল থাম চি থাম—হাজার (তিন) শ (তিন) কুড়ি (তিন) দশ তিন—তিন হাজার তিন শ' তিয়াত্তর।

সংখ্যাগুলি পড়ার আগে আমরা মনে করেছিলাম ককবরকের সংখ্যাগুলি কেমন করে সাজানো তা আলোচনা করব। আর বোধ হয় তার প্রয়োজন নাই। আমরা পরিষ্কার দেখতে পেলাম যে ককবরকের সংখ্যা সাজানোতে দশও আছে কুড়িও আছে। বিরানব্বই বলতে হলে বলতে হবে চার কুড়ি দশ ও দুই।

ককবরকে গোনার এই রকম ব্যবস্থা থাকলেও কথ্য ভাষায় ছয় বা সাতের বেশি

কেউ এগুলি ব্যবহার করেন না। বাংলা সংখ্যাই ব্যবহৃত হয়। গোনার সময় সা, নৗই, থাম ইত্যাদি না বলে কাই সা, কাইনৗই, কাইথাম (একটা, দুইটা, তিনটা) ... বলারই চলন বেশি।

ককতাঙ (বাক্য) এ সংখ্যা বৗমুঙ (বিশেষ্য) ককথাই (পদ)-এর পরে বসে।

মুসুক মাসা—গরু একটা—একটা গরু।

যদি বৗমুঙ এর পর খিলিমা (বিশেষণ) থাকে তবে সংখ্যা খিলিমারও পরে বসে।

মুসুক কতর মাসা—গরু বড় একটা—একটা বড় গরু।

ইংরেজি (A man, A cup A shawl) ইংরেজি, এই কথাগুলি বাংলায় অনুবাদ করলে কি হবে? একজন লোক, একটি কাপ, একখানা শাল। ঠিকমত অনুবাদ হয়েছে তো? এবার লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে কখন কোন ফাঁকে 'জন, টি এবং খানা' অনুবাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। এরা বাংলায় এমন সহজভাবে মিশেছে যে মূল ইংরেজিতে যে এগুলি ছিল না তা আমাদের মনেই থাকে না। এরা কি? আমরা এদেরকে শ্রেণী বিভাজক বললে কেমন হয়?

ইংরেজিতে শ্রেণী বিভাজক নেই। পৃথিবীর আরও অনেক ভাষায় নেই। বাংলায় আছে। সংখ্যায় খুব কম। টা, টি, খানা গাছা ও জন—কুল্লে চার/পাঁচ। ককবরকে এদের সংখ্যা অনেক বেশি।

বাংলায় মানুষ ছাড়া আর কিছুকে 'জন' বলা যাবে না। মানুষকে 'খানা' বলা যাবে না। টা, টি বললে সম্মান ও শ্রদ্ধার অনুপস্থিতি বোঝাবে। ককবরকে শ্রেণি বিভাজকের সংখ্যা যেমন বেশি তেমনি নিয়মও বিস্তারিত। নিচে সেগুলি নিয়ম ও উদাহরণ সহ দেওয়া গেল।

আমরা ককবরকের শ্রেণি বিভাজকগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করেছি।

(১) প্রতিধ্বন্যাত্মক এবং (২) অপ্রতিধ্বন্যাত্মক। নিচে প্রথমে প্রতিধ্বন্যাত্মক শ্রেণি বিভাজকগুলি দেওয়া হল :—

(১) ছোট, গোল জিনিসের ক্ষেত্রে 'কল' যোগ হয়।
  মকল কলসা—চোখ টা এক—একটি চোখ।

(২) মনুষ্যবাচক পদের ক্ষেত্রে 'খরক' যোগ হয়।
  বরক খরকসা—মানুষ জন এক—একজন লোক।

(৩) মালা, হার ইত্যাদির সঙ্গে 'তাঙ' যোগ হয়।
  খুমতাঙ তাঙসা—মালা টা এক—একটি মালা।

(৪) সরু লম্বা জিনিসের ক্ষেত্রে ‘তুঙ’ ব্যবহার হয়।

খুতুঙ তুঙসা—সূতা গাছা এক—এক গাছা সূতা।

(৫) ডিমের সঙ্গে আসে ‘তৌই’।

বৌতৌই তৌইসা—ডিম টা এক—একটা ডিম।

(৬) ফল বা বড় গোল জিনিস বুঝাতে আসে ‘থাই’।

থাইপুঙ থাইসা—কাঁঠাল টা এক—একটা কাঁঠাল।

(৭) শাখা বোঝাতে ‘দেক’ যুক্ত হয়।

বেদেক দেকসা—শাখাটা এক—একটি শাখা।

(৮) জ্যান্ত গাছ বোঝাতে ‘ফাঙ’ বসে।

বৌফাঙ ফাঙসা—গাছ টা এক—একটা গাছ।

(৯) ফুল বোঝালে ‘বার’ যোগ হয়।

বুবার বারসা—ফুলটা এক—একটি ফুল।

(১০) জন্তু বোঝালে ‘মা’ ব্যবহার হয়।

মুসুক মাসা—গরুটা এক—একটি গরু।

(১১) পাতা বোঝালে ‘লাই’ বসে।

বৌলাই লাইসা—পাতা টা এক—একটা পাতা।

(১২) গর্ত বোঝালে ‘লাম’ ব্যবহার হয়।

বৌলাম লামসা—গর্ত টা এক—একটা গর্ত।

এবার আমরা অপ্রতিধ্বন্যাত্মক শ্রেণি বিভাজকগুলি দেখি :—

(১৩) গায়ের তিল বোঝাতে হয় ‘কক’।

সবাই ককসা—তিলটা এক—একটা তিল।

(১৪) মরা গাছ, বাঁশ, কাঠ বা বাঁশের তৈরি লম্বা জিনিস বোঝাতে ‘কঙ’ যুক্ত হয়।

ওআ কঙসা—বাঁশটা এক—একটা বাঁশ।

(১৫) চ্যাপ্টা, পাতলা কাপড়ের মত জিনিস বোঝাতে ‘কাঙ’ বসে।

রিগনাই কাঙসা—শাড়ী টা এক—একটা শাড়ী।

(১৬) টাকার সঙ্গে আসে ‘খক’।

রাঙ খকসা—টাকা টা এক—একটা টাকা।

(১৭) ঘর, নৌকা ইত্যাদির সঙ্গে আসে ‘খুঙ’।

নগ খুঙসা—ঘর টা এক—একটা ঘর।

(১৮) মদ বানাতে যে বড়ি লাগে সেটার সাথে যুক্ত হয় ফিল।
চীয়ান ফিলসা—চুয়ান টা এক—চুয়ান একটা।

(১৯) থাপ্পড় শব্দের সঙ্গে বসে 'ফুঙ'।
থাপড়া ফুঙসা—থাপ্পড় টা এক—একটা থাপ্পড়।

(২০) চামড়া ইত্যাদি শব্দের সঙ্গে বসে 'লাপ'।
বুকুর লাপসা—চামড়া টা এক—একটা চামড়া।

(২১) পয়সা শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয় 'লেপ'।
পুইসা লেপসা—পয়সা টা এক—একটা পয়সা।

(২২) সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত শ্রেণি বিভাজক হচ্ছে 'কাই'। গোনার সময় কাইসা, কাইনৗই বলার রীতি আছে আগেই বলেছি। বাচ্চাদের শ্রেণি বিভাজকগুলি শিখে উঠতে সময় লাগে। যখনই অসুবিধা হয় তারা 'কাই' যোগ করে নেয়। বড়রাও বহু সময় তাই করেন।

তবে, উপরের নিয়মগুলো সবসময় সকলে কঠোরভাবে মেনে চলতে পারেন না। চেরাই মাসা (মা বসে জন্তুর সঙ্গে, চেরাই খরকসা হওয়া উচিত। বলতে শোনা যায় যখন তখন। এখানে বাইশটি উল্লেখ করলাম। শ্রেণি বিভাজক আরও আছে।

❍ —— ❍ —— ❍

# ক্রিয়া—খীলায়মা

| | | |
|---|---|---|
| নদিয়া | : | গগনদা, ও গগনদা, বাজারে যাচ্ছ? |
| গগন | : | না, বাজারে না। একটু ডাক্তারের কাছে যাব। |
| নদিয়া | : | কেন? তোমার অসুখ করেছে? কি অসুখ? কবে থেকে? |
| গগন | : | না। আমার অসুখ করে নাই। আমি ভালই আছি। বড় ছেলেটা অসুস্থ। জ্বর। বার বার পায়খানায় যায়। পেটে ব্যথা। খাওয়ায় রুচি নেই। চারদিন ধরে এই অবস্থা। |
| নদিয়া | : | চারদিন ধরে কি করছ? আগে ডাক্তারের কাছে গেলে না কেন? |
| গগন | : | টাকা পয়সা নাই। আজ কিছু শোলা বিক্রি করলাম। এখন যাই ডাক্তারের কাছে। |
| নদিয়া | : | হাসপাতালে যেতে পারতে? ওখানে পয়সা লাগে না। |
| গগন | : | হ্যাঁ, হাসপাতালে গেলেও কেউ কেউ ভাল হয়। |
| নদিয়া | : | ডাক্তারের কাছে গেলেই তো দেবে ইঞ্জেকশন, ওষুধ। কত টাকা। |
| গগন | : | হ্যাঁ। তবে কি আর করবো? তুমি কোথায় চললে? বাজারে? |
| নদিয়া | : | না। আমি একটু করিমদের বাড়ি যাব। বর্ষাকাল আসছে। ঘর কয়টা ঠিক করতে হয়। চালে ছানি নাই। খুঁটিও নষ্ট। উইয়ে ভরা। এক বছরেই খুঁটি যায়। |
| গগন | : | আমারও তো খুঁটি নাই। গোয়াল ঘরটা সবার আগে ঠিক করতে হয়। গরু কয়টার বড় কষ্ট হয় বর্ষাকালে। |
| নদিয়া | : | আমার গোয়াল ঘরটা ঠিক আছে। রান্না ঘরটা ঠিক করতে হবে। পেটের চিন্তাটা আগে করতে হয়। আচ্ছা যাই, আমাদের বাড়িতে এসো। একেবারে ভুলেই গেলে আমাদের। |
| গগন | : | আরে না ভাই ভুলে যাইনি। সময় পাই না। আসব। |

| | | |
|---|---|---|
| নদিয়া | : | দা গগন, অ দা গগন, বাজার' দে থাঙ? |
| গগন | : | ইঁহিঁ বাজার' ইয়া। কিসা ডাকতারনি আর' সি। |
| নদিয়া | : | তামনি বাগৗই? নৗঙ লু দে লুম? বাহাই কুলুম? বৗফুরুনি সিমি? |
| গগন | : | ইঁহিঁ, আঙ লুময়া। আঙ কাহাম কৗরাঙ। সা অকরা সে কুলুম। লুম' মার মার ফাতার' থাঙগ। বহগ সাজাগ'। চানানি মুচুঙজাগয়া। সালবৗরৗই রমই অমতৗই ন। |
| নদিয়া | : | সালবৗরৗই রমই তাম' খৗলৗইঅই তঙ? তামনি বাগৗই সৗকাঙ্গ ডাকতারনি আর' থাঙয়া বা? |
| গগন | : | রাঙ পুইসা কৗরৗই। তিনি হলা কিসা ফালখা। তাবুক ডাকতারনি আর' থাঙগ। |
| নদিয়া | : | হাসপাতাল ফান থাঙমান খাম' বৗলা? অর' পুইসা নাঙ গিয়া। |
| গগন | : | আঅ। হাসপাতাল' থাঙগই ব বাগসা হাম'। |
| নদিয়া | : | ডাকতারনি আর' থাঙখাই ন ইঞ্জেকশানরগ, বিথিরগ রৗনাই। বৗসৗক রাঙ। |
| গগন | : | আঅ। তাম' খৗলাইনাই? নৗঙ বৗর' থাঙ? বাজার' দে? |
| নদিয়া | : | ইঁহিঁ। আঙ করিমসঙনি আর' সে কিসা থাঙ নাই। অআতৗইনি মল ফাইঅ। নগরগ সৗনামনা নাঙগ। নকখুঙগ সন কৗরৗই পালারগ ব হামলিয়া। উরিরগ কুপলুঙ। বিসি কাইসানি বিসিঙ পালারগ থাঙগ। |
| গগন | : | আনি ব পালা কৗরৗই বাইখা। গুআই নগ পুইলা সৗনামনা নাঙগ। অআতৗইনি মল' মুসুকরগ বেলাই দুখু মান'। |
| নদিয়া | : | আনি গুআই নগ কাহাম ন তঙগ। গানতি নগ সে সৗনামনা নাঙগ। বহগনি বাগৗই সে সৗকাঙগ অআনা নাঙগ। হিঙখাই, আঙ থাঙখা। চিনি নগ' ফাইদি। চৗঙন পগই দে থাঙ বাইখা। |
| গগন | : | ইঁহিঁ তাখুক। পগই থাঙলিয়া। সময় মাইয়া। ফাইআনু। |

<u>আলোচনা</u>

ক্রিয়াপদটি হলো বাক্যের প্রাণ। হওয়া, করা, খাওয়া-যাওয়া, পড়া, লেখা, শেখা, হাঁটা, চলা, দৌড়ানো ইত্যাদি বুঝায় যে পদে তাকে ক্রিয়াপদ বলে।

ককবরকে হওয়া—তঙ—ক্রিয়াপদটি বর্তমান কালে সব সময় ব্যবহৃত হয় না। অনির্দিষ্ট বর্তমান কালে বাংলায় সংস্কৃতে ও ককবরকে এর ব্যবহার নাই। নিচে একটি বাক্যকে বিভিন্ন ভাষায় দেওয়া গেল—

রাম চেরাই কাহাম।
রাম ভাল ছেলে।
রামঃ উত্তমঃ বালকঃ।
রাম আচ্ছা লেড়কা হ্যায়।
Ram is a good boy

এই বাক্যটিতে ইংরেজিতে is এবং হিন্দিতে হ্যায় আছে। কিন্তু, বাংলা, ককবরক বা সংস্কৃত এর কোনও ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়নি। কিন্তু বাক্যটি যদি অতীত বা ভবিষ্যৎ কালে হয় তখন অন্য কথা। তখন 'ছিল' বা 'হবে'---'তঙখা, তঙনাই'—ব্যবহার করতে হবে।

যেমন—

রাম চেরাই কাহাম তঙখা।
রাম চেরাই কাহাম তঙনাই।

প্রত্যেক ভাষাতেই ক্রিয়াপদকে সকর্মক ও অকর্মক এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যে ক্রিয়ার কর্ম আছে তাকে **সকর্মক** আর যার কর্ম নেই তাকে **অকর্মক** বলে। ককবরকেও সকর্মক আর অকর্মক এই দুইরকম ক্রিয়াপদ আছে। কোনও কোনও ক্রিয়াপদ সকর্মক ও অকর্মক দুই রূপেই ব্যবহৃত হয়। যেমন :—

বরগ থাঙখা—ওরা চলে গেছে—অকর্মক।
বরগ বাজার' থাঙখা—ওরা বাজারে গেছে। অকর্মক।
চৌঙ চাঅই তঙগ—আমরা খাচ্ছি—অকর্মক।
চৌঙ মাই চাঅই তঙগ—আমরা ভাত খাচ্ছি—সকর্মক।

কর্তা যা করে, দেখে, ইত্যাদিকে কর্ম—সামুঙ—বলে। তঙ এবং আঁঙ ক্রিয়াপদ দুটি সব সময়ই অকর্মক। এই দুটি ছাড়া অন্য যে কোনও ক্রিয়াপদকে কী এবং কাকে প্রশ্ন করলে যদি কোনও উত্তর আসে তবে ক্রিয়াপদটি সকর্মক। যে উত্তরটি আসে সেটাই ক্রিয়ার কর্ম। কোনও উত্তর না এলে ক্রিয়াটি অকর্মক।

১। রাম চেরাই কাহাম তঙখা—রাম ভালো ছেলে ছিল।

২। বরগ মাই চাঅ—ওরা ভাত খায়।

৩। দিলীপ চৌঙন' পত্রিকা রৌঅ—দিলীপ আমাদিগকে পত্রিকা দেয়।

৪। আনি বাবু বাজার' থাঙখা—আমার বাবা বাজারে গিয়েছেন।

প্রথম বাক্যে ক্রিয়া তঙ। এটিকে প্রশ্ন করতে হবে না। এটি অকর্মক।

দ্বিতীয় বাক্যটিতে ক্রিয়া চা। এটিকে প্রশ্ন করা যাক।

**প্রশ্ন-১ :** বরগ তাম' চা?—ওরা কি খায়?

**উত্তর :** মাই—ভাত।

**প্রশ্ন-২ :** বরগ বন' চা—ওরা কাকে খায়?

**উত্তর :** হয় না।

অর্থাৎ এই চা ক্রিয়াটির এখানে একটিই কর্ম। সেটি হলো 'মাই'।

তৃতীয় বাক্যটিতে ক্রিয়াপদ রৌ। আবার আমাদের প্রশ্নগুলি করি।

**প্রশ্ন-১ :** দিলীপ তাম' রৌ?—দিলীপ কী দেয়?

**উত্তর :** পত্রিকা।

**প্রশ্ন-২ :** দিলীপ বন' রৌ?—দিলীপ কাকে দেয়?

**উত্তর :** চৌঙন'—আমাদেরকে।

এই রৌ ক্রিয়াপদটির এখানে দুটি কর্ম। 'কি' প্রশ্নের উত্তর যেটি সেটিকে বলে **মুখ্য কর্ম** আর 'কাকে' প্রশ্নের উত্তর যেটি তাকে **গৌণ কর্ম** বলে। যার সুবিধা, অসুবিধা ভালো বা মন্দর জন্য ক্রিয়াটি সাধিত হয় তাকেই গৌণ কর্ম বলে। গৌণ কর্ম সাধারণত মানুষ বা মনুষ্যবাচক হয়।

চতুর্থ বাক্যে ক্রিয়া থাঙ। দেখা যাক প্রশ্ন করে।

**প্রশ্ন-১ :** বাবু তাম' থাঙখা?—বাবা কি গিয়েছেন?

**উত্তর :** হয় না।

**প্রশ্ন-২ :** বাবু বন' থাঙখা?—বাবা কাকে গিয়েছেন?

**উত্তর :** হয় না।

অর্থাৎ থাঙ ক্রিয়াপদটি অকর্মক।

ক্রিয়াপদকে সমাপিকা ও অসমাপিকা এই দুই ভাগেও ভাগ করা হয়ে থাকে। বাক্যে যে ক্রিয়াপদটি অ', 'খা', 'নাই' এই কাল চিহ্ন ধারণ করে তাদের **সমাপিকা ক্রিয়া** আর যারা কাল চিহ্ন ধারণ করে না তাদের **অসমাপিকা ক্রিয়া** বলে।

দিলীপ পত্রিকা রৌঅ—দিলীপ পত্রিকা দেয়।

বাবু বাজার' থাঙখা—বাবা বাজারে গিয়েছেন।

প্রসূন সাইরিগ থাঙনাই—প্রসূন বিকালে খেলবে।

উপরের বাক্য তিনটিতে রী, থাঙ এবং থুঙ ক্রিয়াগুলি সমাপিকা ক্রিয়া। এবার নিচের বাক্যগুলি একটু পরীক্ষা করি—

১। আমি মেলা দেখতে যাব—আঙ বাননি নুগনানি থাঙনাই।

২। তিনি এখানে এসে আমাকে দেখলেন—ব অর' ফাইঅই আন নুগখা।

৩। তিনি আসলে তোমার কথা বলব—ব ফাইখে আঙ নিনি কক সানাই।

প্রথম বাক্যটিতে দুটি ক্রিয়াপদ আছে। 'দেখতে' আর 'যাব'। যাব ক্রিয়াপদটিতে ভবিষ্যৎ কালের চিহ্ন আছে। এটি সমাপিকা ক্রিয়া। 'দেখতে' ক্রিয়াপদটিতে কালচিহ্ন নাই। এটি অসমাপিকা ক্রিয়া। বাংলায় 'দেখ'-এর সঙ্গে তে যুক্ত হয়েছে। এই বাক্যটি ইংরেজিতে অনুবাদ করলে হবে—I shall go to see the fair. ইংরেজিতে ব্যাকরণে একে to infinitive বলে। বাংলায় এর নাম—ইতে অসমাপিকা। একটা বিষয় মনে রাখা দরকার যে এই প্রথম বাক্যটিকে অন্যবাবেও বলা যায়। যথা—

আমি মেলা দেখার জন্য যাব—আঙ বাননি নুগনানি বাগাঁই থাঙনাই। এখন আর 'দেখ' ক্রিয়াপদটি ক্রিয়াপদই রইল না। কিন্তু এই বাক্যটির হুবহু ইংরেজি অনুবাদ—I shall go for to see the fair—গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের সিদ্ধান্ত : ককবরকে—নানি প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদ অসমাপিকা। কিন্তু পরে বাগাঁই থাকলে তা অসমাপিকা নয়। নানি প্রত্যয়টি সংস্কৃত তুমুন্ প্রত্যয়ের অনুরূপ।

দ্বিতীয় বাক্যটিতে 'এসে'—'ফাইঅই' এবং 'দেখলেন'—'নুগখা' এই দুটি ক্রিয়াপদ। 'দেখলেন'—'নুগখা'র সঙ্গে অতীতকালের চিহ্ন বসেছে। এটি সমাপিকা ক্রিয়া। 'এসে' ক্রিয়াপদটি 'আসিয়া'র সংক্ষেপিত রূপ। বাংলার—ইয়া প্রত্যয়টি অসমাপিকার চিহ্ন। এটি সংস্কৃত ক্তাচ ও ল্যপ্ প্রত্যয়ের অনুরূপ। ইংরেজি present participle এর চিহ্ন ing টিও বাংলার ইয়ার অনুরূপ। ককবরকের অনুরূপ প্রত্যয়টি হলো—অই। এই সম্পর্কে আর একটি জিনিস মনে রাখার জন্য নিচের বাক্যটি দেখি—

ব ফাইঅই তঙগ—সে আসিতেছে।

ককবরকে কালের ঘটমান অবস্থা বোঝাবার জন্য মূল ক্রিয়াপদের সাথে অই এবং তার পরে তঙ এবং শেষে তঙ-এর সঙ্গে কালচিহ্ন অ, খা অথবা নাই যোগ হয়। সুতরাং কেবল মূল ক্রিয়ার সঙ্গে অই থাকলেই অসমাপিকা ধরে নিলে হবে না। আমাদের সিদ্ধান্ত ; ককবরকে—অই প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া অসমাপিকা ; কিন্তু পরে তঙ থাকলে তা অসমাপিকা নয়।

এবার তৃতীয় বাক্যটিকে দেখি। এখানেও দুটি ক্রিয়াপদ। 'আসলে—ফাইখে' এবং 'বলব—সানাই'। 'বলব—সালাই' এর সঙ্গে ভবিষ্যৎ কালের চিহ্ন যুক্ত হয়েছে।

সুতরাং এটি সমাপিকা ক্রিয়া। 'আসলে' ক্রিয়াপদটি 'আসিলে'র পরিবর্তিত রূপ। বাংলায়—ইলে প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদগুলিকে অসমাপিকা বলেই ধরা হয়। কিন্তু এই বাক্যটিকে ইংরেজি বা সংস্কৃতে অনুবাদ করলে বাক্যগুলি অন্যরকম হয়ে দাঁড়ায়। তবু আমরা—খে প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদগুলিকে অসমাপিকাই বলব।

কিন্তু এখানেও আরেকটি বিষয় দেখবার আছে। উপরের দ্বিতীয় বাক্যটিকে আবার দেখি।

তিনি এখানে এসে আমাকে দেখলেন।

এই বাক্যটিকে সাধু বাংলায় লিখতে হয় কেমন করে?

তিনি এইস্থানে আগমন করিয়া আমাকে দেখিলেন।

এটির ককবরক অনুবাদ করি—

ব অর' ফাই খৗলাইঅই আন' নুগখা।

কিন্তু এই বাক্যটিকেও বলতে শুনি এইরকম :—

ব অর' ফাইখে আন' নুগখা।

এখানে খৗলাইঅই সংকুচিত হয়ে খে হয়ে গেছে। অর্থাৎ ফাইখে পদটির অর্থ 'আসিয়া' এবং 'আসিলে' দুটিই হয়। তবে দুটিই অসমাপিকা। সুতরাং ককবরকে খে প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদও অসমাপিকা।

## ণিজন্ত প্রকরণ

রাম পড়ছে।
তখিরায় পড়াচ্ছে।
জন ছবি দেখছে।
আবদুল অফিসারকে গ্রাম দেখাচ্ছে।
সে কবিতা শিখছে।
আমি অভিকে অঙ্ক শেখাই।

পড়া—পড়ানো, দেখা—দেখানো, শেখা—শেখানো। প্রথম পদটি থেকে দ্বিতীয়টি তৈরি হয়েছে। এই রূপান্তরকে বাংলায় ও সংস্কৃতে ণিজন্ত প্রকরণ বলে। পড়ানো, দেখানো ইত্যাদি ক্রিয়াপদকে ইংরেজিতে causative বলা হয়। ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ণিজন্ত প্রকরণের নিয়মও ভিন্ন। কোন ভাষায় নিয়মগুলি অত্যন্ত সহজ আবার কোথাও এগুলি তুলনামূলকভাবে জটিল। বাংলা ও হিন্দিতে ণিজন্ত প্রকরণের নিয়মগুলি খুব সরল ও সাবলীল। সংস্কৃত ও ইংরেজিতে এগুলি তত সরল নয়। আসলে ইংরেজিতে ণিজন্ত প্রকরণের এলাকায় খুব অল্প সংখ্যক ক্রিয়াপদই আসে।

ককবরকের ণিজন্ত প্রকরণের নিয়মগুলি নিচে আলোচনা করা গেল। ককবরকে ক্রিয়াপদের আগে ফ, ব, ম, স এবং ক্রিয়ার পরে জাক অথবা রী যোগ করে ণিজন্ত প্রকরণ করা হয়। ফ, ব, ম এবং স পরবর্তী ক্রিয়াপদের প্রথম স্বরধ্বনিটি যোগে ঐ ক্রিয়াপদের সঙ্গে যুক্ত হয়।

| | | |
|---|---|---|
| ফ : নুগ—দেখা | : | ফুনুগ—দেখানো (ফ্-এর সঙ্গে নুগ-এর প্রথম স্বরধ্বনি উ যুক্ত হয়েছে। (কাকা আন' সিনেমা কাইসা ফুনুগখা। কাকা আমাকে একটা সিনেমা দেখিয়েছেন। |
| ব : থক—থামা | : | বথক—থামানো (ব+অ=ব)<br>বন' বথকদি।<br>ওকে থামাও |
| ম : থু—ঘুমানো | : | মুথু—ঘুম পাড়ানো (ম্+উ=মু)<br>আঙ তাবুক চেরাইন' মুথুনাই।<br>আমি এখন বাচ্চাকে ঘুম পাড়াব। |
| স : বায়—ভেঙে যাওয়া | : | সাবায়—ভেঙে ফেলা (স্+ আ=সা)<br>উমা মথিয়া কাইনাই সাবায়খা।<br>উমা দুটো চুড়ি ভেঙ্গেছে। |
| জাক : সা—বলা | : | সাজাক—কথিত হওয়া, বলানো।<br>লোক সভাও ত্রিপুরানি কক সাজাকখা।<br>লোকসভায় ত্রিপুরার কথা বলা হয়েছে। |
| রী : চা—খাওয়া | : | চারী—খাইয়ে দেওয়া, খাওয়ানো।<br>আচুন' চারীদি।<br>দাদুকে খাওয়াও। |

❍ —— ❍ —— ❍

# বর্তমান কাল—তাবুক জরা

আমার নাম অমল। আমি পড়ি। আমি উমাকান্ত স্কুলে পড়ি। আমার মা কাজ করেন। তিনি হাসপাতালে কাজ করেন। তিনি নার্সের কাজ করেন। আমার বাবা শিক্ষক। তিনি স্কুলে পড়ান। আমার বড় ভাইও পড়ে। সে কলেজে পড়ে। বড় ভাইকে আমি দাদা ডাকি। আমার দিদি গান শিখে। দিদি স্কুলেও যায়। আমার বোন কমলা। ও শুধু খেলে। ও ঠাকুরদাদাকে ভাই ডাকে। আমি রোজ বিকালে মাঠে যাই। আমার বন্ধুরাও আসে। আমরা সকলে মাঠে খেলি। সন্ধ্যায় বাড়িতে ফিরে আসি। রাত্রে ঠাকুরদা গল্প বলেন। আমরা গল্প খুব ভালবাসি। আমরা দাদুকেও খুব ভালোবাসি।

❖—❍—❖

আনি মুঙ অমল। আঙ পড়িঅ। আঙ উমাকান্ত স্কুল' পড়িঅ। আনি আমা সামুঙ তাঙগ। ব হাসপাতাল' সামুঙ তাঙগ। ব নার্সনি সামুঙ তাঙগ। আনি বাবু ফীরীঙনায়। ব স্কুল' পড়ি রীঅ। আনি তাখুক কতর ব পড়িঅ। ব কলেজ' পড়িঅ। আঙ তাখুক করতন দাদা নীঙগ। আনি বাই রীচাবনানি সীরীঙগ। বাই স্কুল' ব থাঙগ। আনি কীকীই কমলা। ব থুঙমুঙ ন তাঙগ। ব আচুন' ভাই নীঙগ। আঙ সাল বীরীম বীরীম সাইরিগ' মাঠ' থাঙগ। আনি ইয়ারসঙ ব ফাইঅ। চীঙ জতত' ন মাঠ' থুঙগ। সানজাঅ নগ কিফিলই ফাইঅ। হর' আচু কেরাঙ কথমা সাঅ। চীঙ কেরাঙ কথমা জববুই হামজাগ'। চীঙ আচুন' ব জববুই হামজাগ'।

## আলোচনা

ককবরকে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিনটি কাল আছে। পৃথিবীর সব ভাষাতেই এই তিনটি কাল আছে। যে সব ঘটনা ঘটে গেছে সেগুলি অতীত, যা ঘটবে তা ভবিষ্যৎ, এবং বাকি সব বর্তমান। ককবরকে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, এই তিনটি কালেরই দুটি করে রূপ হয়—নিত্য ও ঘটমান। বর্তমান পরিচ্ছেদে আমরা যে বাক্যগুলি পড়লাম সেগুলি সবই নিত্য বর্তমান কালের।

নিচের বাক্যগুলি একটু লক্ষ্য করি।

আমি পড়ি—আঙ পড়িঅ।

আমরা খেলি—চৌঙ থুঙগ।

ঠাকুরদা গল্প বলেন—আচু কেরাঙ কথমা সাঅ।

আমরা দাদুকে ভালোবাসি—চৌঙ আচুন' হামজাগ'।

এই বাক্যগুলিতে ক্রিয়াপদগুলি হলো : পড়ি, থুঙ, সা এবং হামজাগ। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে বাক্যে ব্যবহৃত এই ক্রিয়াপদগুলির প্রতিটির সঙ্গে অ যুক্ত হয়েছে। এই অ ককবরকে বর্তমান কালের চিহ্ন। বর্তমান কালে কোনও বাক্য গঠন করতে হলে সব সময়েই ক্রিয়াপদের সঙ্গে অ যোগ করতে হবে।

এবার আমরা কয়েকটা বাংলা ইংরেজি ও ককবরক বাক্য পাশাপাশি দেখি।

I eat —আমি খাই—আঙ চাঅ।

You eat —তুমি খাও—নৌঙ চাঅ।

You eat —আপনারা খান—নরগ চাঅ।

He eats —সে খায়—ব চাঅ।

এই বাক্যগুলিতে তিনটি ভাষারই এক একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। বাংলায় বাক্যের কর্তা আমি, তুমি, আপনি বা সে হলে খা-ক্রিয়া পদটির সঙ্গে, নিত্য বর্তমানকালে,—ই,—ও, এবং —ন যোগ করতে হয়। ইংরেজিতে কর্তা I, you অথবা he হলে, নিত্য বর্তমান কালে, কেবল Third person singular number এর বেলায় s যোগ করতে হয়। অন্যত্র শুধু ক্রিয়াপদটিই বসবে।

ককবরকে নিয়মটি সবচেয়ে সোজা। নিত্য বর্তমানকালের বাক্যে সর্বত্র ক্রিয়াপদের শেষে অ যুক্ত হয়। সকল পুরুষে, সকল বচনে, সকল লিঙ্গে একই নিয়ম। ব্যতিক্রম নেই।

এতে অবশ্য সুবিধা অসুবিধা দুইই আছে। যাঁরা ককবরক শিখবেন তাঁদের জন্য এটা একটা বড় সুবিধা। কিন্তু বাংলায় খাই, খাও ; খায় বা খান বললেই কর্তা যে আমি, তুমি, সে, বা তিনি তা বোঝা যায়। কিন্তু ইংরেজিতে eat বা ককবরকে চাঅ বললে কিছুই বোঝায় না। ইংরেজি ও ককবরকে ক্রিয়ার সঙ্গে কর্তাটিকেও পরিষ্কার করে বলতে হয়। ককবরকে আঙ চাঅ, নৌঙ চাঅ, ইত্যাদি বললে তবেই অর্থ পরিষ্কার হয়। নইলে হয় না।

❍ —— ❍ —— ❍

# অতীত কাল—লাইমা জরা

এই ছেলেটির নাম তখিরায়। ও আমার কাকার ছেলে। এরা উদয়পুরে থাকে। ও গতকাল আমাদের বাড়ি এসেছে। ওর বাবাও এসেছেন। ওর বাবা আমার কাকা হন।

গতকাল বাবা বাজারে গিয়েছিলেন। তিনি বাজার থেকে মাছ এনেছিলেন। তিনি একটা কাপড় কিনেছেন। তিনি আজ দুইটা চাদর বিক্রি করেছেন। আমার ঠাকুরমা পাছড়া বুনেন।

এই মেয়েটির নাম উমা। ও কুমারঘাটে থাকে। ও আমার মাসির মেয়ে। আমার মেসোমশায় ফরেস্টার। উমা মেলাঘর গিয়েছিল। মেলাঘরে উমার পিসির বাড়ি। ওর পিসেমশাই দারোগা। উমা মেলাঘরে চারদিন ছিল। ও গত পরশুদিন আমাদের বাড়ি এসেছে। ও আমাকে তিনটা খেলনা দিয়েছে।

❖—❍—❖

অ চেরাইনি মুখ তখিরায়। ব আনি কাকানি বৌসালা। বরগ উদয়পুর' তঙগ। ব মিয়া চিনি নগ' ফাইখা। বিনি বৌফা ব ফাইখা। বিনি বৌফা আনি কাকা।

মিয়া আনি বাবু বাজার' থাঙখা। ব বাজারনি আ তুবুখা। ব রি কাঙসা পাইখা। ব তিনি দুলাই কাঙনৗই ফালখা আনি আচুই রিতরাগ তাগ'।

অ বৗরৗইনি মুঙ উমা। ব কুমারঘাট' তঙগ। ব আনি মইনি বৌসাজুক। আনি মুঅ ফরেস্টার। উমা মেলাঘর' থাঙখা। বিনি পিনি নগ মেলাঘর'। বিনি পিআ দারোগা। উমা মেলাঘর' সালবৗরৗই তঙখা। ব উসকাঙগ' চিনি নগ' ফাইখা। ব আন' থুঙজাকনাই মুঙথাম রৗখা।

## আলোচনা

নিত্য অতীত কালের (লাইমা জরা) কথা প্রকাশ করতে ককবরকে ক্রিয়াপদের শেষে-খা যুক্ত হয়।

বাংলা ও ককবরক ভাষীদের মধ্যে অতীত কালের বাক্যকেও বর্তমান কালে বলার একটা প্রবণতা আছে। যথা—

(১) গতকাল বাবা বাজারে গিয়েছিলেন।

(২) গতকাল বাবা বাজারে যান।

১ নং বাক্যটি অতীত কালে আর ২ নং বাক্যটি বর্তমান কালে। কিন্তু বাক্য দুটি সমার্থক। ককবরকেও তাই।

(১) মিয়া বাবু বাজার' থাঙখা।

(২) মিয়া বাবু বাজার' থাঙগ।

এখানেও প্রথম বাক্যটি লাইমা জরায় (অতীত কাল) আর দ্বিতীয় বাক্যটি তাবুক জরায় (বর্তমান কাল)। কথা বলার সময় বক্তা লাইমা জরার বাক্যও তাবুক জরায় বলতেই পছন্দ করেন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইংরেজি ভাষায় এই বাক্যটি বর্তমান কালে বলা যাবে না। ইংরেজিতে কাল (tense) এর ব্যবহার অবশ্য করণীয়।

ককবরকে ক্রিয়াপদের অন্তে 'মানি' যোগ করেও অতীত কাল প্রকাশ করা হয়। নিচের বাক্যগুলি দেখি।

আঙ ই হোস্টেল' তঙমানি—আমি এই হোস্টেলে ছিলাম/থাকতাম।

ব কলকাতাঅ থাঙমানি—তিনি কলকাতা গিয়েছিলেন।

বরগ আফুরু বিথি চামানি—ওরা তখন ওযুধ খেয়েছিল।

লক্ষ্য করার বিষয় এই যে—খা প্রত্যয় ও—মানি প্রত্যয়যুক্ত অতীত কালের মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে। মানি প্রত্যয় দূর অতীত বুঝায়। বাংলার ইয়াছ, ইয়াছি, ইয়াছেন ইত্যাদি প্রত্যয়যুক্ত ক্রিয়ায়, অর্থাৎ ইংরেজির present perfent tens এ মানি প্রত্যয় হবে না,—খা হবে। তবে—খা প্রত্যয় সর্বত্রই হবে।

○ —— ○ —— ○

# ভবিষ্যৎ কাল—ফাইনাই জরা

আমি সুন্দর জামা পরেছি। আমরা আজ চৌদ্দ দেবতার বাড়ি যাব। আজ কমলার জন্মদিন। আজ সন্ধ্যাবেলা আমাদের বাড়িতে অনেক লোক আসবে। আমার দিদি গান গাইবে। আমার দাদা বাঁশি বাজাবে। সবাই কমলাকে উপহার দেবে। ও অনেক জিনিস পাবে। কমলার বন্ধুরা আসবে। আজ কমলা খুব হাসবে। অন্যদিন ও খুব কাঁদে।

আগামীকাল সকালে উমা চলে যাবে। দুপুরবেলা তখিরায়ও চলে যাবে। কাল রাত্রে আমার মামা আসবেন। মামা আমাকে খুব ভালোবাসেন। মামা অনেক জিনিস আনেন। আমি অনেক জিনিস পাই। মামা আসলে মা খুব খুশি হন।

❖—❍—❖

আঙ কামচৌলৌই নাইথক চুমখা। চৌঙ তিনি চৌদ্দ দেবতা মতাইনগ' থাঙনাই। তিনি কমলানি আচাইমানি সাল। তিনি সানজা জরাঅ চিনি নগ' বরক কৌবাঙ ফাইনাই। আনি বাই রৌচাবনাই। আনি দাদা সুমুই তামনাই। জতত'ন' কমলান' উপহার রৌনাই। ব মানৌই কৌবাঙ মাননাই। কমলানি বাইআপসঙ ফাইনাই। তিনি কমলা জববুই মৌনৌইনাই। ব কুবুনি সাল' বেলাই কাব'।

খৌনা ফুঙগ উমা থাঙনাই। দিপর' তখিরায় ব থাঙনাই। খৌনা হর' আনি মামা ফাইনাই। মামা আন' জববুই হামজাগ'। মামা মানৌই কৌবাঙ তুবুঅ। আঙ মানৌই কৌবাঙ মান'। মামা ফাইখে আমা জববুই তঙথকজাগ'।

## আলোচনা

ফাইনাই জরায় (নিত্য ভবিষ্যৎ কাল) ক্রিয়াপদের শেষে—নাই যোগ করতে হয়। সমস্ত পুরুষ, বচন ও লিঙ্গে একই নিয়ম।

ভবিষ্যৎ কাল সম্বন্ধে উপরে কেবল একটি চিহ্নই দেওয়া হয়েছে। সেটি 'নাই'। কিন্তু ভবিষ্যৎ কালের চিহ্ন হিসেবে ককবরকে আরও একটি চিহ্ন প্রচলিত আছে। সেটি হলো 'আনু' বা উানু। যেমন—

আঙ থাঙনাই—আমি যাব।
আঙ থাঙগানু—আমি যাব।
নীঙ চানাই—তুমি খাবে।
নীঙ চাউানু—তুমি খাবে।
বরগ ফাইনাই—তারা আসবে।
বরগ ফাইআনু—তারা আসবে।

ক্রিয়াপদের অন্তে আ ধ্বনি থাকলে আনু প্রত্যয়টি উানু হয়ে যায়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভবিষ্যৎ কালের চিহ্ন 'নাই' এবং 'আনু/উানু'র মধ্যে সামান্য অর্থগত পার্থক্য আছে। আপাতদৃষ্টিতে দুটিই ভবিষ্যৎ কালের চিহ্ন। কিন্তু আনু/উানুতে কেবল সম্ভাব্যতা বোঝায়, নিশ্চয়তা বোঝায় না।

আঙ খীনা টাকারজলা থাঙগানু। এই বাক্যটির প্রকৃত অর্থ 'আমি আগামীকাল টাকারজলা যেতে পারি'। অর্থাৎ বক্তার যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তবে তিনি এ সম্বন্ধে নিশ্চিত নন।

কিন্তু 'আঙখীনা টাকারজলা থাঙনাই।' এই বাক্যটির অর্থ 'আমি আগামীকাল টাকারজলা যাব।' অর্থাৎ বক্তা তার যাওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিত। তবে ভাষার সূক্ষ্ম পার্থক্য (nuances) সকল বক্তার কাছে সুস্পষ্ট না-ও থাকতে পারে। একথা সকল ভাষার ক্ষেত্রেই প্রযোজন্য। অল্পশিক্ষিত ইংরেজের কাছে 'May I come in Sir'? এবং 'Can I come in, Sir'? এর পার্থক্য খুব স্পষ্ট নয়। স্বাভাবিক ভাবেই ককবরকেও একথা প্রযোজ্য। সকলেই ভাষাটি ব্যবহার করেন। কিন্তু সকলেরই ভাষাটির সম্যক উপলব্ধি আছে এই কথা বলা শক্ত। হিন্দি ব্যাকরণে 'আমি' ও 'আমরা' দুটি আলাদা শব্দ। লিখিত ভাষায় দুটিই সুস্পষ্টভাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কেবল উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের বাদ দিলে শতকরা সত্তর জন হিন্দি ভাষী কেবল আমরা—হাম—ব্যবহার করেন উভয় অর্থে। একই ভাবে 'নাই' এবং 'আনু/উানু' যুক্ত ক্রিয়াপদের অর্থগত (semantic) সামান্য পার্থক্য সকল ককবরক বক্তার কাছে হয়তো স্পষ্ট নয়। কিন্তু বেশির ভাগ বক্তাই এ সম্বন্ধে সচেতন বলে মনে হয়। আমরা আমাদের বলায় ও লেখায় এই পার্থক্য মনে রেখে চলব।

# ঘটমান বর্তমান কাল—তাবুক তঙমা জরা

এখন সকালবেলা। আমি পড়ছি। আমার মা রান্নাঘরে রান্না করছেন। আমার বাবা পুকুরে স্নান করছেন। ঠাকুরমা ফুল তুলছেন। কমলা মুড়ি খাচ্ছে। দিদি মাছ কাটছে। রাস্তা দিয়ে দুটো রিকশা যাচ্ছে। একজন লোক ও একটি মহিলা এ দিকে আসছেন। আমি ওঁদেরকে চিনি। ওই লোকটির নাম মলিনবাবু আর তাঁর সঙ্গের মহিলাটির নাম মলিনা দেবী। মলিনবাবুর স্ত্রী মলিনা দেবী। মলিনাবাবু ডাকঘরে কাজ করেন। তিনি অসুস্থ। মলিনা দেবী তাঁর স্বামীর সঙ্গে যাচ্ছেন।

দিদি আসছে। আমার দিদি খুব ভালো। দিদি গান শেখে। ও আমাকে খুব ভালোবাসে। দিদি একটা কলম আনছে। আমি কলম দিয়ে লিখব। আমি দশটার সময় স্কুলে যাব। আমার বন্ধু আমার সঙ্গে স্কুলে যায়।

❖—❍—❖

তাবুক ফুঙ। আঙ পড়িঅই তঙগ। আনি আমা গানতিনগ' সঙগই তঙগ। আনি বাবু পুখিরিঅ তৌকৌই তঙগ। নানা খুম খলই তঙগ। কমলা উরীম চাঅই তঙগ। বাই আ সাইঅই তঙগ। লামাতৌই রিকশা খুঙনৌই থাঙগই তঙগ। বরক খরকসা তাই বৌরৌই খরকসা ইয়াঙ ফাইঅই তঙগ। আঙ বরগন' সিনিঅ। আ বরকনি মুঙ মলিনবাবু, তাই বিনি লগিনি বৌরৌইনি মুঙ মলিনা দেবী। মলিনা দেবী মলিনবাবুনি বিহিক। মলিনবাবু পোস্টাপিস' সামুঙ তাঙগ। বিনি সাক হাময়া। মলিনা দেবী বিনি বৌসায়নি লগি থাঙগই তঙগ।

বাই ফাইঅই তঙগ। আনি বাই জববুই কাহাম। বাই রৌচা বনানি সৗরৗঙগ। ব আন' জববুই হামজাগ'। বাই কলম কংসা তুবুঅই তঙগ। আঙ কলম বাই সৗইনাই। আঙ দশটা জরা ইস্কুল' থাঙনাই। আনি ইয়ার আনি লগি ইস্কুল' থাঙগ।

## আলোচনা

আগেই বলা হয়েছে যে ককবরকে কালের কেবল ঘটমান ও নিত্য এই দুই রূপ হয়। ঘটমান বোঝাবার জন্যে ক্রিয়াপদের শেষে 'অই তঙ' এবং তার পরে বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের চিহ্ন—অ, —খা, —নাই, যুক্ত হয়।

| | |
|---|---|
| আমি পড়ছি— | আঙ পড়ি+অই তঙ+অ। |
| | আঙ পড়িঅই তঙগ। |
| তিনি খাচ্ছেন— | ব চাঅই তঙগ। |
| মহিলাটি কাঁদছেন— | অ বীরাই কাবই তঙগ। |
| ছেলেরা খেলছে— | চৌলারগ থুঙগই তঙগ। |

উপরের বাক্যগুলিতেই দেখা যায় যে, পুরুষ বচন অথবা লিঙ্গ ভেদে ক্রিয়ার কালচিহ্নের কোনও পরিবর্তন হয় না।

ভাষায় ঘটমান বর্তমানকালে বাক্য গঠনের ব্যবস্থা থাকলেও ককবরক ভাষীরা সাধারণত নিত্য বর্তমানে বলতেই বেশি পছন্দ করেন। সুতরাং ঘটমান বর্তমান কালের ব্যবহার খুব কম। এতে অবশ্যই অবাক হওয়ার কিছু নাই। সংস্কৃত ভাষায় ঘটমান কাল বোঝাবার সাধারণ কোনও ব্যবস্থাই নেই। বাংলা ভাষাও বক্তারা ঘটমান কালের পরিবর্তে অনেক সময় নিত্য বর্তমান ব্যবহার করেন। যেমন 'কি করছ?' এই প্রশ্নের উত্তরে শোনা যায় 'চিঠি লিখি/ভাত খাই, ইত্যাদি। আসলে বক্তা বলছেন 'চিঠি লিখছি/বই পড়ছি/ভাত খাচ্ছি ইত্যাদি।

❍ —— ❍ —— ❍

# ঘটমান অতীত কাল—লাইমা তঙমা জরা

কাল আমরা সিনেমায় গিয়েছিলাম। খুব সুন্দর গল্প। একটা নদী। একটি ছেলে জলে সাঁতার কাটছিল। একটা নৌকা যাচ্ছিল। নৌকাটাতে দশজন লোক ছিল। চারজন বসেছিল। ওরা তাস খেলছিল। একজন লোক দাঁড়িয়েছিল। সে গান করছিল। নৌকাতে অনেক বাঁশ ছিল। ছয়টা বাঁশ জলে পড়ে গেল। একজন লোকও জলে পড়ে গেল। সবাই হাসছিল। আমার বোন হাততালি দিচ্ছিল।

আমরা রাত নয়টায় বাড়ি ফিরেছি। আমার ঠাকুরমা তখন পূজা করছিলেন। ঠাকুরদাদা শুয়েছিলেন। তিনি রেডিও শুনছিলেন। আমরা তখন খেলাম। পরে শু'লাম। বাবা তখনও পড়ছিলেন। মা চিঠি লিখছিলেন। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

❖—❍—❖

মিয়া চৌঙ সিনেমাঅ থাঙখা। কথমা বেলাই কাহাম। তৗয়মা তৗইসা। চেরাই খরকসা তৗয়অ ইয়গই তঙখা। রুঙ খুঙসা থাঙগই তঙখা। আ রুঙগ বরক খরকচি তঙখা। খরকবৗরৗই আচুগই তঙখা। বরগ তাস থুঙগই তঙখা। বরক খরকসা বাচাঅই তঙখা। ব রৗচাবই তঙখা। রুঙগ ওঅ কৗবাঙমা তঙখা। ওআ কঙদক তৗয়অ কৗলাই থাঙখা। বরক খরকসা ব তৗয়অ কৗলাই থাঙখা। বেবাক ন মৗনৗইঅই তঙখা। আনি কৗকৗই ইয়াফা খরবই তঙখা।

চৌঙ হরনি নয়তামফুরু নগ' কিফিলই ফাইখা। আনি নানা আফুরু মৗতাই ফুজা রৗঅই তঙখা। আচু রকই তঙখা। ব রেডিও খৗনাঅই তঙখা। চৌঙ আফুরু চাখা। আবনি উল' রকখা। বাবু আফুরু ব পড়িঅই তঙখা। আমা চিঠি সৗইঅই তঙখা। আঙ থুখা।

## আলোচনা

আমরা আগেই শিখেছি যে ককবরকে ঘটমান কাল বোঝাবার জন্য ক্রিয়াপদের শেষে 'অই তঙ' এবং তার পরে বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের চিহ্ন—অ, খা, নাই ইত্যাদি বসে। এই নিয়মে ঘটমান অতীত (লাইমা তঙমা জরা) কালেও 'অই তঙখা' যুক্ত হয়।

একটা নৌকা যাচ্ছিল— রুঙ খুঙসা থাঙ+অই তঙ+খা

রুঙ খুঙসা থাঙগই তঙখা।

আমার বোন হাততালি দিচ্ছিল—আনি কৌকৌই ইয়াফা খরবই তঙখা।

সবাই হাসছিল—বেবাক ন মৌনৌইঅই তঙখা।

উপরের উদাহরণগুলিতে দেখা যাচ্ছে যে পুরুষ, বচন ও লিঙ্গ নির্বিশেষে ক্রিয়ার কালচিহ্ন একই রকম থাকে, কোনও পরিবর্তন হয় না। তবে ককবরকভাষীরা ঘটমান অতীত কালের ব্যবহার খুব কমই করেন।

আমি তখন খাচ্ছিলাম—আফুরু আঙ চাঅই তঙখা।

কিন্তু প্রায় সকলেই 'আফুরু আঙ চাঅ' বলে থাকেন।

❍ —— ❍ —— ❍

# ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল—ফাইনাই তঙমা জরা

আজ আমাদের ছুটি। আজ স্কুল নাই। এখন মাঠে যাচ্ছি। আমার বন্ধুরাও আসছে। আমরা মাঠে খেলতে থাকব। কমলাও আমার সঙ্গে যাবে। সে মাঠের পাশে বসবে। সে খেলা দেখতে থাকবে। জয়ের বোন বেবীও মাঠে আসবে। কমলা ও বেবী বন্ধু। ওরা কথা বলতে থাকবে। আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ব। তখন লেবু খেতে থাকব। আমরা লবণ দিয়ে লেবু খেতে খুব ভালোবাসি। কমলা লেবু খায় না। ওদেরকে চকোলেট দেব। ওরা চকোলেট খেতে থাকবে। আমি চারটে লেবু ও আটটা চকোলেট এনেছি।

❖—❍—❖

তিনি চিনি ছুটি। তিনি ইস্কুল কৗরৗই। তাবুক আঙ মাঠ’ থাঙগই তঙগ। আনি ইয়ারসঙ ব ফাইঅই তঙগ। চৗঙ মাঠ’ থুঙগই তঙনাই। কমলা ব আনি লগি থাঙনাই। ব মাঠ গানাঅ আচুগনাই। ব থুঙমান’ নাইঅই তঙনাই। জয়নি হানক বেবী ব মাঠ’ ফাইনাই। কমলা তাই বেবী মারে। বরগ কক সাঅই তঙনাই। চৗঙ লেঙ সৗরৗঙ নাই। আফুরু জামির চাঅই তঙনাই। চৗঙ সমবাই জামির চানানি জববুই হামজাগ’। কমলা জামির চায়া। বরগন’ চকোলেট রৗনাই। বরগ চকোলেট চাঅই তঙনাই। আঙ জামির থাইবৗরৗই তাই চকোলেট কাইচার তুবুখা।

## আলোচনা

ঘটমান ভবিষ্যৎ কালে (ফাইনাই তঙমা জরা) ক্রিয়াপদের শেষে ‘অই তঙনাই’ যোগ করা হয়। ককবরকে এই কালের ব্যবহারও খুব কম।

আমরা মাঠে খেলতে থাকব— চৗঙ মাঠ’ থুঙ+অই তঙ+নাই।
চৗঙ মাঠ’ থুঙগই তঙনাই।

এখানে থুঙ এই ক্রিয়াপদের অন্তে ঘটমান কালের চিহ্ন অই তঙ এবং সবার শেষে ভবিষ্যৎ কালের চিহ্ন ‘নাই’ যোগ হলো।

❍ —— ❍ —— ❍

# অব্যয়—কারা

| | | |
|---|---|---|
| গৌর | : | নবীন, ও নবীন! বাজারে যাও? |
| নবীন | : | হ্যাঁ, বাজারেই যাচ্ছি। |
| গৌর | : | বটতলা যাবে? |
| নবীন | : | না, দুর্গা চৌমুহনী যাব। |
| গৌর | : | হঠাৎ মেয়েটার পেট ব্যথা করছে। একটা ওষুধ লাগবে। দুর্গা চৌমুহনিতে পাবে? |
| নবীন | : | পাব। না পেলে বটতলা থেকে আনব। |
| গৌর | : | অনর্থক তুমি আবার বটতলা যাবে? ঠিক আছে, আমিই যাব। |
| নবীন | : | রাখ। বাজে কথা বলো না। ওষুধের চেয়ে বড় কি আছে? আমিই আনব। |
| গৌর | : | ধর প্রেসক্রিপশনটা। একটা বড়ি আর একটা মিকশ্চার। |
| নবীন | : | চিন্তা করো না। আমি তাড়াতাড়ি চলে আসব। আমার কেনার বেশি কিছু নাই। একটু মাছ আর কিছু তরিতরকারি কিনব। এই ওষুধ দুর্গা চৌমুহনীতেই পাব আশা করি। |
| গৌর | : | আচ্ছা, তুমি যাও। আমি তোমার অপেক্ষায় থাকব। মেয়েটাকে একলা ফেলে গেলাম না। |

❖—❍—❖

| | | |
|---|---|---|
| গৌর | : | নবীন, অ নবীন! বাজার দে থাঙ? |
| নবীন | : | আঅ, বাজারন' থাঙগ। |
| গৌর | : | বটতলা থাঙনাই দে? |
| নবীন | : | ইঁহিঁ, দুর্গা চৌমুহনী থাঙনাই। |
| গৌর | : | আচমসা সাজুকনি বহগ সাজাগই তঙগ। বিথি কাইসা নাঙনাই। দুর্গা চৌমুহনীঅ মাননাই দা? |

| | | |
|---|---|---|
| নবীন | : | মাননাই। মানয়াখে বটতলানি তুবুনাই। |
| গৌর | : | এরেঙ নৌঙ তাহানি বটতলা থাঙনাই? দখাই, আঙন' থাঙনাই। |
| নবীন | : | তঙগরাদি। নৌঙ কক এরেঙ তা সাদি। বিথিনি সাই তাম' কতর তঙ? আঙ ন তুবু নাই। |
| গৌর | : | অ প্রেসক্রিপশন রমদি। বড়ি কলসা তাই মিকশ্চার থাইসা। |
| নবীন | : | তা অআনাদি। আঙ দাকতি কিফিলই ফাইনাই। আনি পাইনানি মানৌই কৌবাঙ কৌরৌই। আ কিসা, তাই মুইখুতুঙ কিসা পাইনাই। অ বিথিরগ আঙ দুর্গা চৌমুহনীঅ ন মাননানি খা খৌলাইঅ। |
| গৌর | : | হিঙখাই, নৌঙ থাঙদি। আঙ নন' নাইসিঙগই তঙনাই। আঙ সাজুকন', সাইচুঙ কৌলাঙগই থাঙলিয়া। |

## আলোচনা

আগেই আমরা পড়েছি যে যেসব শব্দ বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম এবং ক্রিয়া এই চার ভাগের কোনওটাতেই পড়ে না সেগুলিকে অব্যয় বলি। অব্যয়কে ককবরকে কারা বলি। অব্যয়ের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে কোনও অবস্থাতেই তার কোনও পরিবর্তন হয় না, বৌমুঙ (বিশেষ্য) এর মত তার সির (লিঙ্গ) বা সুক (বচন) এর পরিবর্তন হয় না, খৌলায়মা (ক্রিয়া)র মত সে 'কাল' চিহ্ন বা 'না' চিহ্ন ধারণ করে না, অথবা খিলিমা (বিশেষণ)-র মত সে বৌমুঙ-এর উপর নির্ভর করে না। উপরের পাঠে আমরা কয়েকটি কারার ব্যবহার দেখলাম। এগুলি হলো—অ—ও, আঅ—হাঁ ; ইঁহিঁ—না ; তা—না ; দা, দে—নাকি, ফিয়া—কিন্তু, সাই—চেয়ে, হিঙখাই—আচ্ছা।

ইংরেজি ব্যাকরণে কারাকে preposition, conjunction ও interjection—এই তিনি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। ককবরক ব্যাকরণকে সেই রকম ভাগ করা হল না।

'কারা' বাক্যের অন্যান্য পদগুলির পরস্পরের সম্বন্ধকে আরও পরিষ্কার করে। ককবরক কারাগুলি সাধারণত সম্বোধক, সংযোজক ও মনোভাব জ্ঞাপক হয়।

সম্বোধক : অ।

সংযোজক : দুটি বাক্য বা শব্দকে যোগ করার জন্য’ তাই, ফিয়া,

প্রশ্নে—দা, দে,

তুলনায়—সাই

মনোভাব জ্ঞাপক : সম্মতি—আঅ, হিঙখাই,

অসম্মতি—ইঁহিঁ, তা,

দুঃখ, আনন্দ, ইত্যাদি—বাঃ, উঃ, আঃ ইত্যাদি।

❍ —— ❍ —— ❍

# বাক্য—ককতাঙ

আমি উমাকান্ত স্কুলে পড়ি। আমরা সকলে মাঠে খেলি। তখিরায়ের বাবা আমার কাকা। উমা পরশুদিন আমাদের বাড়ি এসেছে। সে কাল সকালে চলে যাবে। একজন লোক আসছেন। একটি ছেলে জলে সাঁতার কাটছিল। কমলা মাঠের পাশে বসবে। আমরা লবণ দিয়ে লেবু খেতে খুব ভালোবাসি। আমার শরীর অসুস্থ।

❖—❍—❖

আঙ উমাকান্ত ইস্কুল' পড়িঅ। চৌঙ বেবাক মাঠ' থুঙগ। তখিরায়নি বাবু আনি কাকা। উমা উসকাঙগ আনি নগ' ফাইখা। ব খৌনা ফুঙগ খাঙনাই। বরক খরকসা ফাইঅই তঙগ। চেরাই খরকসা তৌয়অ ইয়গই তঙখা। কমলা মাঠ গানাঅ আচুকনাই। চৌঙ সমবাই জমির চানানি জববুই হামজাগ'। আনি সাক হাময়া'।

## আলোচনা

কতকগুলি শব্দ একত্র হয়ে একটি সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করলে তবে তাকে বাক্য বলা হয়। উপরে কতকগুলি বাক্য দেওয়া আছে। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে ঐ বাক্যগুলির প্রত্যেকটিতে একটি বক্তব্য বলা হয়েছে। এগুলিতে কোনও আদেশ করা হচ্ছে না, কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে না বা কোনও বিস্ময় প্রকাশ করা হচ্ছে না।

যে বাক্যে কেবল কোনও বক্তব্য রাখা হয় তাকে আমরা **উক্তিমূলক বাক্য** বলে থাকি। ককবরকে চার রকমের বাক্য দেখতে পাই।

(১) **উক্তিমূলক বাক্য**—Statement Sentences—**ককতাঙ ককসা**। এই রকম বাক্যে একটি বক্তব্য রাখা হয়।

(২) **জিজ্ঞাসাসূচক বাক্য**—Question Sentences—**ককতাঙ সুঙমুঙসা**। এই রকম বাক্যে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়।

(৩) **আদেশসূচক বাক্য**—Command Sentence—**ককতাঙ দাগিমাসা**। ককতাঙ দাগিমাসায় কোনও আদেশ বা অনুরোধ করা হয়।

(৪) **বিস্ময়সূচক বাক্য**—Exclamatory Sentence—**ককতাঙ মীলাঙসা**। এই রকম বাক্যে বিস্ময়, আনন্দ, দুঃখ ইত্যাদি আবেগ প্রকাশ পায়।

প্রত্যেক প্রকার বাক্যই আবার দুই রকম হতে পারে। (১) হ্যাঁ-বোধক---affirmative---আঁঙসা, এবং (২) না-বোধক---negative আঁঙগিয়াসা।

❍ —— ❍ —— ❍

# উক্তিমূলক বাক্য—ককতাঙ ককসা

আমার নাম অমল। আমার বাবার নাম শ্রীনরেশ ত্রিপুরা। আমাদের বাড়ি আগরতলা। আমার বাবা বোধজং স্কুলের শিক্ষক।

আনি মুঙ অমল। আনি বাবুনি মুঙ শ্রীনরেশ ত্রিপুরা। চিনি পারা আগরতলা। আনি বাবু বোধজঙ্গ স্কুল' মাস্টার।

এটা বই। এটা আমার বই। এই বইটা সুন্দর। বইটা নূতন। এই বইটা খুব ভালো।

অক' বই। অক' আনি বই। অ বই নাইথক। অ বই কৌতাল। অ বই জববুই কাহাম।

ঐটা গাছ। ঐটা কাঁঠাল গাছ। ঐ গাছটা বড়। ঐ গাছটা আমাদের।

অব' বৌফাঙ। আব' থাইপুঙ বৌফাঙ। আ বৌফাঙ কতর। আব' চিনি বৌফাঙ।

আমি আজ স্কুলে যাব না। আজ স্কুল নাই। আজ কের পূজা। আজ ছুটি। কাকা জিরানীয়া গিয়েছেন। তিনি এখনও আসেন নাই।

তিনি আঙ স্কুল থাঙগলাক। তিনি স্কুল কৌরৌই। তিনি কের পূজা। তিনি ছুটি। কাকা জিরানীয়া থাঙখা। ব তাবুক ব ফাইয়াখো।

[পারা = গ্রাম, Village ; নগ = বাড়ি, ঘর, home, house কিন্তু বাড়ি বলতে পারা ব্যবহারই চলিত।]

## আলোচনা

যে বাক্যে কেবল কোনও বক্তব্য রাখা হয় তাকে **উক্তিমূলক বাক্য** statement sentence —**ককতাঙ ককসা** বলে। উক্তিটি হ্যাঁ-বোধক—affirmative—আঁউসা, অথবা না-বোধক—negative—আঁঙগিয়াসা হতে পারে।

আজ স্কুলে যাব— তিনি আঙ স্কুল' থাঙনাই।
আজ স্কুলে যাব না— তিনি স্কুল' থাঙগলাক।

❍ —— ❍ —— ❍

# প্রশ্নবোধক বাক্য ১—ককতাঙ সুঙমুঙসা ১

| | | |
|---|---|---|
| একজন লোক | : | তোমার নাম কি? |
| অমল | : | আমার নাম অমল। |
| লোক | : | তোমার বাবার নাম কি? |
| অমল | : | আমার বাবার নাম শ্রীনরেশ ত্রিপুরা। |
| লোক | : | তুমি সুন্দর জামা পরেছো। তোমরা কোথায় যাচ্ছ? |
| অমল | : | আমরা উদয়পুর যাচ্ছি। আমরা নিমাইবাবুর বাড়ি যাব। |
| লোক | : | নিমাইবাবু কে? |
| অমল | : | তিনি আমার কাকা। |
| লোক | : | তোমরা ওখানে যাচ্ছ কেন? |
| অমল | : | আজ তখিরায়ের জন্মদিন। |
| লোক | : | তখিরায় কে? |
| অমল | : | তখিরায় আমার কাকার ছেলে। |
| লোক | : | তোমরা কেমন করে যাবে? |
| অমল | : | আমরা বাসে যাবো। |
| লোক | : | তোমরা কখন যাবে? |
| অমল | : | আমরা একটু পরেই যাবো। নটার সময় যাব। |
| লোক | : | তোমরা কবে আসবে? |
| অমল | : | আমরা আজ রাতেই ফিরে আসব। |
| লোক | : | উদয়পুর এখান থেকে কতদূর? |
| অমল | : | এখান থেকে ষাট কিলোমিটার। |
| লোক | : | বাসের ভাড়া কত? |
| অমল | : | বাসের ভাড়া তিন টাকা। |

| | | |
|---|---|---|
| বরক খরকসা | : | নিনি মুঙ তাম’? |
| অমল | : | আনি মুঙ অমল। |
| বরক খরকসা | : | নিনি বাবুনি মুঙ তাম’? |
| অমল | : | আনি বাবুনি মুঙ শ্রীনরেশ ত্রিপুরা। |
| বরক খরকসা | : | নৌঙ কামচৌলৌই নাইথক চুমখা। নরগ বৗর’ থাঙ? |
| অমল | : | চৌঙ উদয়পুর’ থাঙগই তঙগ। চৌঙ নিমাইবাবুনি নগ’ থাঙনাই। |
| বরক খরকসা | : | নিমাইবাবু সাব’? |
| অমল | : | ব আনি কাকা। |
| বরক খরকসা | : | নরগ তামনি বাগৗই আর’ থাঙ? |
| অমল | : | তিনি তখিরায়নি আচাইমানি সাল। |
| বরক খরকসা | : | তখিরায় সাব’। |
| অমল | : | তখিরায় আনি কাকানি বৗসালা। |
| বরক খরকসা | : | নরগ বাহাই খৗলাই থাঙনাই? |
| অমল | : | চৌঙ বাস বাই বাঙনাই। |
| বরক খরকসা | : | নরগ বৗফুরু থাঙনাই? |
| অমল | : | চৌঙ কিসা উল’ থাঙনাই। নয়টা জরা থাঙনাই। |
| বরক খরকসা | : | নরগ বৗফুরু ফাইনাই? |
| অমল | : | চৌঙ তিনি হর’ন’ কিফিলই ফাইনাই। |
| বরক খরকসা | : | উদয়পুর অরনি সিমি বৗসৗক চাল? |
| অমল | : | অরনি সিমি ষাট কিলোমিটার। |
| বরক খরকসা | : | বাসনি ভাড়া বৗসৗক? |
| অমল | : | বাসনি ভাড়া রাঙ খকথাম। |

❖—❍—❖

| | | |
|---|---|---|
| গিরিন | : | কিরে অমল, কাল কোথায় গিয়েছিলি? |
| অমল | : | আমরা উদয়পুরে নিমাইবাবুর বাড়ি গিয়েছিলাম। |

| | | |
|---|---|---|
| গিরিন | : | হঠাৎ কেন গিয়েছিলি? |
| অমল | : | কাল তখিরায়ের জন্মদিন ছিল। |
| গিরিন | : | তোরা কেমন করে গেলি? |
| অমল | : | আমরা বাসে গেলাম। |
| গিরিন | : | কখন ফিরে এলি। |
| অমল | : | আমরা রাতেই ফিরে এসেছি। |

❖—❍—❖

| | | |
|---|---|---|
| গিরিন | : | অঁাই অমল, মিয়া বীর' থাঙখা? |
| অমল | : | চৌঙ উদয়পুর' নিমাইবাবুনি নগ' থাঙখা। |
| গিরিন | : | আসমসা, তামনি বাগাঁই থাঙখা? |
| অমল | : | মিয়া তখিরায়নি আচাইমানি সাল। |
| গিরিন | : | নরগ বাহাই খৗলাই থাঙখা? |
| অমল | : | চৌঙ বাস বাই থাঙখা। |
| গিরিন | : | বৗফুরু কিফিলই ফাইখা? |
| অমল | : | চৌঙ হর' ন কিফিলই ফাইখা। |

## আলোচনা

জানবার ইচ্ছার নাম জিজ্ঞাসা কিছু জানতে চাইলেই জিজ্ঞাসা করি। সংস্কৃত প্রশ্ন শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থও জিজ্ঞাসা। বিভিন্ন ভাষায় প্রশ্ন করার কত বিচিত্র নিয়ম প্রচলিত আছে। ককবরকেও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে। এখানে আমরা সেগুলিই আলোচনা করব।

আধুনিক ভাষাতত্ত্ববিদগণ ইংরেজি প্রশ্নগুলিকে প্রধান দুইভাগে ভাগ করেছেন। (১) wh —প্রশ্ন ও (২) অন্যান্য প্রশ্ন। who, what, when, which, where ইত্যাদি শব্দের আদিতে, wh আছে বলে এগুলিকে ডবলিউ এইচ প্রশ্ন নাম দিয়েছেন তাঁরা। বাংলাতেও কে, কি, কেন, কবে, কখন, কোথায় শব্দের আদিতে ক আছে। সুতরাং

এগুলিকে ক-প্রশ্ন বলা যেতে পারে। ককবরকে বৗফুরু—কখন, বৗসুক—কত, বাহাই—কেমন করে, বৗর'—কোথায়, ইত্যাদি শব্দের আদিতে ব আছে। কিন্তু ব্যতিক্রমও আছে যেমন—সাব'—কে, তাম'—কি, তামনি বাগৗই—কেন ইত্যাদি। তবু আমরা এই প্রশ্নগুলিকে ব-সুঙমুঙ বলব।

ইংরেজি ক প্রশ্ন তৈরি করা রীতিমত খটমট ব্যাপার। কোনও কোনও বাক্যে ক্রিয়াপদকে তুলে এনে কর্তার আগে বসাতে হয়। আর কোনও কোনও বাক্যে একটা do জোগাড় করে এনে কাজে লাগাতে হয়। বাংলায় বিষয়টা অনেক সোজা। (১) যে কোনও উক্তিমূলক (statement) বাক্যে উপযুক্ত জায়গায় একটি প্রশ্নবোধক ক-শব্দ বসিয়ে দিলেই বাক্যটি প্রশ্নবোধক হয়ে যায়। (২) তবে ক্রিয়াপদের শেষে পুরুষ অনুসারে চিহ্ন বসাতে হয়। যেমন :

(১) তোমার নাম—কি?
আপনার বাড়ি—কোথায়?
তোর বই—কোন্‌টা?

(২) তুই কোথায় যা-স?
আপনি কোথায় যা-ন?
তোমরা কোথায় যা-ও?
সে কোথায় যা-য়?
আমি কোথায় যা-ই?

ককবরক নিয়ম সবচেয়ে সোজা। কোনও জটিলতা নেই। এখানে বাংলার প্রথম নিয়মটি শুধু প্রযোজ্য, দ্বিতীয়টি নয় অর্থাৎ কোনও উক্তিমূলক বাক্যে (statement) উপযুক্ত জায়গায় একটি প্রশ্নবোধক ক শব্দ বসিয়ে দিলেই বাক্যটি প্রশ্নবোধক হয়ে যায়। উপরের বাংলা বাক্যগুলিকে নিচে ককবরকে দেওয় গেল :

নিনি মুঙ তাম'?
নিনি পারা বৗর'?
নিনি বই বৗর'?
নৗঙ বৗর' থাঙ?
নরগ বৗর' থাঙ?
ব বৗর' থাঙ?
আঙ বৗর' থাঙ?

এখন এই নিয়মটির সঙ্গে তিনটি অনুসিদ্ধান্ত যোগ করতে হয়। (১) যে-সব

বাক্যে ক্রিয়াপদ নেই সেইসব বাক্যে ক-শব্দটি বাক্যের শেষে বসবে। (২) যে বাক্যে ক্রিয়াপদ আছে সেই বাক্যে ক-শব্দটি ক্রিয়াপদের আগে বসবে। (৩) প্রশ্নবোধক বাক্যে বর্তমান কালের চিহ্ন বসে না, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের চিহ্ন বসে।

উদাহরণ : তোমরা কোথায় যাও—নরগ বীর' থাঙ? (বর্তমান)
তোমরা কোথায় গিয়েছিলেন—নরগ বীর' থাঙখা? (অতীত)
তোমরা কোথায় যাবে—নরগ বীর' থাঙনাই? (ভবিষ্যৎ)

❍ —— ❍ —— ❍

# প্রশ্নবোধক বাক্য-২ : ককতাঙ সুঙমুঙসা-২

| | | |
|---|---|---|
| কেশব | : | অমল তুমি এখন যাবে? ভাত খেয়েছ? আমাদের ফিরতে অনেক দেরি হবে। |
| অমল | : | কোথায় যাব? |
| কেশব | : | ওমা! তুমি জান না? কাল তাহের এসেছিল? তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে? সে তোমাকে বলে নাই? |
| অমল | : | হ্যাঁ, এসেছিল। বলেছে। কিন্তু সে তো বিকাল বেলা যেতে বলেছে। তুমি ভুলে গেছ? ইন্সপেক্টর তো বিকালে আসবে। |
| কেশব | : | আমি ভুলি নাই। বিকালে বড়রা যাবে। এখন আমরা যাব। সব তৈরি করতে হবে না? |
| অমল | : | আমি এখন কেমন করে যাই? আজ বাজার বার। বাজারে যাব না? সবজি বিক্রি করতে হবে। লবণ, মাছ, চাল আনতে হবে না? |
| কেশব | : | তা হলে কি করি? আমি একা যাব? একা সব করতে পারব? |
| অমল | : | দাদুকে নেবে তোমার সঙ্গে? দাদু খুশি হয়ে যাবে তোমার সঙ্গে। কাজও করবে। |
| কেশব | : | দাদু বুড়ো মানুষ। কাজ করতে পারবে? |
| অমল | : | খুব পারবে। দাদুর গায়ে খুব শক্তি। দাদু, তামাক খাচ্ছ বসে বসে? কেশবের সঙ্গে পদ্মপুর যাবে? |
| দাদু | : | নারে, আজ যাব না। আজ মাঠে অনেক কাজ। |
| অমল | : | বুচিকে যেতে দেবে দাদু? বুচি যাবে কেশবের সঙ্গে? ও একা যাবে? |
| দাদু | : | বুচিকে জিজ্ঞেস করেছিস? কেশবটা সব সময় বুচিকে খেপায়। কিরে বুচির সঙ্গে ঝগড়া করবি না তো? |
| কেশব | : | না, দাদু। |

| | | |
|---|---|---|
| কেশব | : | অমল, নৌঙ তাবুক থাঙনাই দে? মাই চাখা দে? চিনি কিফিলনানি বেলাই লেরনাই। |
| অমল | : | বৌর' থাঙনাই? |
| কেশব | : | ওমা, নৌঙ সাইমাইয়া দে? মিয়া তাহের ফাইখা দে? নৌঙ বাই মালাইখা দে? ব নন' সাইয়া দে? |
| অমল | : | হঁ, ফাইখা। সাখা। ফিয়া ব ত সারিগ' থাঙনানি হিনই সাখা। নৌঙ পগই থাঙখা দে? ইন্সপেক্টর ত সারিগ' ফাইনাই। |
| কেশব | : | আঙ পগয়াখো। সারিগ' অকরারগ থাঙনাই। চৌঙ তাবুক থাঙনাই। জত তিআর খৌলাইনা নাঙগলাক দে? |
| অমল | : | আঙ তাবুক বাহাই খৌলাইঅই থাঙনাই? তিনি বাজারনি সাল। আঙ বাজার' থাঙগলাক দে? মুইখুতুঙ ফালনা নাঙনাই। সম, আ, মাইরুঙ তুবুনানি নাঙগলাক দে? |
| কেশব | : | ত আঙ তাম' খৌলাইনাই? আঙ সাইচুঙ থাঙনাই দে? সাইচুঙ জত'ন' খৌলাইননানি মাননাই দে? |
| অমল | : | আচুন' নিনি লগি তৌলাঙনাই দে? আচু হামজাগই নিনি লগি থাঙনাই। সামুঙ ব খৌলাইনাই। |
| কেশব | : | আচু বরক বুড়া। সামুঙ খৌলাইনানি মাননাই দে? |
| অমল | : | বেলাইখে মাননাই। আচুনি সাগ' বেলাই ফান। আচু আচুগ তৌতৌই দুমা নৌঙগই দে তঙ? কেশবনি লগি পদ্মপুর' থাঙনাই দে? |
| আচু | : | হঁহিঁ, তিনি থাঙলাক। তিনি খেত' সামুঙ কৌবাঙ তঙগ। |
| অমল | : | বুচিন' থাঙনানি রৌনাই দে? বুচি কেশবনি লগি থাঙনাই দে? ব সাইচুঙ থাঙগনাই দে? |
| আচু | : | বুচিন' সুঙখা দে? কেশব জত' ফুরু বুচিন জলি রৌঅ। এ বুচিবাই অআলাইগলাক খাবৌলে? |
| কেশব | : | হঁহিঁ। |

## আলোচনা

ক-প্রশ্ন ছাড়া অন্যান্য প্রশ্নের আলোচনা করি এখন। অন্যান্য প্রশ্নের বেলায় ককবরকে নিয়মগুলি আরও সোজা। নিচের উদাহরণগুলিতে বিষয়টা পরিষ্কার হবে :

কাল তাহের এসেছিল—মিয়া তাহের ফাইখা।
কাল তাহের এসেছিল?—মিয়া তাহের ফাইখা দে?
দাদু কাজ করতে পারবে—আচু সামুঙ খৗলাইনানি মাননাই।
দাদু কাজ করতে পারবে?—আচু সামুঙ খৗলাইনানি মাননাই দে?
আমি বাজারে যাব না—আঙ বাজার' থাঙগলাক।
আমি বাজারে যাব না?—আঙ বাজার' থাঙগলাক দে?

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে উপরের বাংলা উক্তিমূলক ও প্রশ্নবোধক বাক্যগুলির মধ্যে আকৃতিগত কোনও পার্থক্য নাই। একমাত্র পার্থক্য সমাপ্তি চিহ্নে। একটায় দাঁড়ি ও অন্যটায় জিজ্ঞাসা চিহ্ন। ককবরক বাক্যগুলিতে ক্রিয়াপদের পরে একটি দে যোগ করা হয়েছে।

অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের উক্তি মূলক বাক্যের শেষে 'দে' যোগ করে ককবরকে প্রশ্নবোধক বাক্য তৈরি করা হয়। অঞ্চলভেদে এই 'দে' কোথাও কোথাও 'দা' হয়। অর্থাৎ—

আচু, নৗঙ উদয়পুর' থাঙ নাই দে? এবং
আচু, নৗঙ উদয়পুর থাঙ নাই দা?

বাক্য দুটি সমার্থক।

বর্তমান কালের বাক্যে নিয়মটা সামান্য অন্য রকম। নিচের বাক্যগুলি লক্ষ্য করে দেখা যাক—

তুমি ককবরক জান—নৗঙ ককবরক মান'।
তুমি ককবরক জান?—নৗঙ ককবরক দে মান?
সে এখন ভাত খায়—ব তাবুক মাই চাঅ।
সে এখন ভাত খায়?—ব তাবুক মাই দে চা?

অর্থাৎ বর্তমান কালের প্রশ্নবোধক বাক্যে ক্রিয়াপদের আগে দে বা দা বসে। আর বর্তমান কালের প্রশ্নবোধক বাক্যে ক্রিয়াপদে সঙ্গে বর্তমান কালের চিহ্ন অ বসে না। আমরা আগেই পড়েছি যে ক-প্রশ্নের বাক্যেও বর্তমান কালের চিহ্ন বসে না।

❍ —— ❍ —— ❍

# অনুজ্ঞাসূচক বাক্য—ককতাঙ দাগিমাসা

অমল এদিকে এসো। ডাস্টারটা নাও। এটা দিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডটা মোছ। এবার চকটা নাও। অঙ্কটা কর। প্রথমে অঙ্কটা লেখ। একটা বাঁশ আঁক। আবার বইটা দেখ। বাঁশটা সাত মিটার লম্বা। শামুকটা চার ঘণ্টায় পাঁচ মিটার ওঠে। কতক্ষণে ওটা বাঁশের মাথায় উঠবে? শুরু কর। বাহ্, ভাল করতে পারছ। তোমরা সবাই দেখ। খাতায় লেখ। এই মহীন! বাইরের দিকে কি দেখছ? বন্ধুরা ঘাস খাচ্ছে? এদিকে তাকাও। এই অঙ্কটা তুমি এক্ষুণি করবে।

❖—○—❖

অমল অর' ফাইদি। অ ডাস্টার নাদি। অব'বাই ব্ল্যাকবোর্ড ন হুদি। তাবুক চক নাদি। অঙ্ক খীলাইদি। পুইলা অঙ্ক সীইদি। ওআ কঙসা আককদি। তাই ওআইসা বই নাইদি। অ ওআ সাত মিটার কলক। সিকামবু ঘণ্টা কাইবীরীইঅ মিটার কাইবা কাসাঅ। ব বীফুরু ওআ বসক' কাসানাই? চেঙদি। বাহ, কাহাম খীলাই মানখা। নরগ বেবাক ন নাইদি। খাতাঅ সীইদি। আই মহীন! ফাতার' তাম' নুগ? ইয়ারসঙ সাম দে চাঅই তঙ? ইয়াঙ নাহার দি। ইঁ অঙ্কন' নীঙ তাবুক মা খীলাইনাই।

❖—○—❖

তোমরা সকলে কাল সকালে স্কুলে আসবে। শিক্ষকগণও আসবেন। আপনারা সকলেই কাল আসবেন। কাল সাফাই-এর দিন। আমরা সকলে স্কুল কম্পাউন্ডটা পরিষ্কার করবো। জঙ্গল কাটবো, ঝাট দেবো' আর বেড়াগুলো ঠিক করবো। আমাদের পাঁচটা কোদাল, দশটা দা, দশটা ঝুড়ি আর কিছু দড়ি লাগবে। আপনারা এখানে দাঁড়ান। তোমরাও দাঁড়াও। এক্ষুণি বলে দিচ্ছি কে কি নিয়ে আসবেন। সকলেই শুনুন। জিনিসগুলি নিয়ে কাল ঠিক সাতটায় আমরা বাড়ি ফিরে যাবো।

❖—○—❖

নরগ জতত' ন খীনা ফুঙগ ইস্কুল' ফাইবাইদি। মাস্টাররগ ব ফাইনাই। নরগ জতত'ন খীনা ফাইদি। খীনা সাফাইনি সাল। চীঙ জতত' ন মিলিঅই খীনা ইস্কুল কম্পাউণ্ড সাফ খীলাইনাই। বলঙ তাননাই, ফারনাই, তাই বেড়ারগ ঠিক খীলাইনাই। চিনি গুদাল কাইবা, দা কাইচি, উরা খুঙচি, তাই দীখীই কিসা নাঙনাই। নরগ অর' বাচাদি। নরগ ব' বাচাদি। তাবুক ব সাঅই রী সাব' তাম' তুবুই ফাইনাই। জতত' ন

খীনাবাইদি। মানীইরগ তুবুঅই খীনা সাতটামফুরু চাঁঙ জতত’ ন অর’ ফাইনাই। ঘণ্টা কাইথামনি সামুঙ। দশটামফুরু নগ’ কিফিল নাই।

## আলোচনা

আদেশ, অনুরোধ, প্রার্থনা ইত্যাদি প্রকাশ করতে যে ধরনের বাক্য তৈরি করি সেগুলিকে বলি **অনুজ্ঞাসূচক বাক্য—ককতাঙ দাগিমাসা**।

(১) অমল এখানে আস—Amal, come here অমল অর’ ফাইদি।

উপরের বাক্যটি একটি অনুজ্ঞাসূচক বাক্য। বাংলা বাক্যটি বর্তমান কালে। ইংরেজি বাক্যটিও অনুজ্ঞাসূচক। একে ইংরেজিতে বলি Command sentence ককবরক বাক্যটিও দাগিমাসা। কিন্তু এটিতে কোনও কালচিহ্ন নেই। এটিতে ক্রিয়াপদের শেষে—দি যোগ করা হয়েছে।

(২) আপনারা সকলে কাল এখানে আসবেন। (You all) please come here tommorrow নরগ জতত’ ন খীনা ফুঙগ অর’ ফাইদি।

এই বাক্যটিও অনুজ্ঞাসূচক। বাংলা বাক্যটি ভবিষ্যৎ কালে। ইংরেজি Command sentenceটি কিন্তু ভবিষ্যৎ কালে নয়, বর্তমান কালে। তবে অর্থ বুঝতে অসুবিধা হয় না। tomorrow শব্দটিই বলে দিচ্ছে কখন আসতে বলা হচ্ছে।

ককবরক দাগিমাসা ককতাঙটিতে কোনও কাল চিহ্নই নেই। এখানে কেবল ক্রিয়াপদের শেষে-দি যোগ করে দেওয়া হয়েছে। শ্রোতার বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এটি একটি দাগিমা (আদেশ), আগামীকাল এখানে আসতে বলা হচ্ছে।

সুতরাং দেখতেই পাচ্ছি যে ককবরকে ককতাঙ দাগিমাসাতে কোনও কালচিহ্ন ব্যবহৃত হয় না। বাক্যে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদের শেষে দি অথবা বাইদি যুক্ত হয়।

❖—❍—❖

রাম, আমার সঙ্গে আস। যদু বসুক। শ্যাম এখন যাক। যাদবকে বল একটু পরে আসুক। একটা কাজ করব।

❖—❍—❖

রাম, আনি লগি ফাইদি। যদু আচুগথুন। শ্যাম তাবুক থাঙথুন। যাদবন’ সাদি, কিসা উল’ ফাইথুন। আঙ তাবুক সামুঙ কাইসা তাঙনাই।

উপরের বাক্যগুলিতে ব্যবহৃত ‘আসুক, যাক, বসুক’ প্রভৃতি ক্রিয়াপদগুলিতেও আদেশ বা অনুরোধ বোঝায়। সাধারণ আদেশ ইত্যাদিতে বক্তা শ্রোতাকে বলেন।

সুতরাং ক্রিয়াপদে মধ্যম পুরুষ হয়। কিন্তু যখন যাকে আদেশ করা হয় সে অনুপস্থিত তখন অর্থাৎ ক্রিয়ায় নাম পুরুষ ও অনুজ্ঞা বোঝাতে ক্রিয়ার সঙ্গে বাংলায় 'উক, উন' যুক্ত হয়। ইংরেজিতে এই সকল বাক্যে Let ব্যবহৃত হয়। ককবরকে ক্রিয়াপদের সঙ্গে থুন যোগ হয়।

সে আসুক—Let him come—ব ফাইথুন।
রাম যাউক/যাক—Let Ram go—রাম থাঙথুন।
যদু বসুক—Let Jadu sit—যদু আচুগথুন।

❍ —— ❍ —— ❍

# বিস্ময়সূচক বাক্য—ককতাঙ মীলাঙসা

উঃ কি ব্যথাটা পেলাম!
ইয়াও, জববুই দুখু মানখা!
বাঃ, বাড়িটাতো সুন্দর!
বা, অ নগ ত নাইথক!
আমরা জিতেছি!
চৌঙ জিতিখা!

উপরের বাক্যগুলি বক্তার মনের ব্যথা বা আনন্দ প্রকাশ করছে। এগুলিকে বিস্ময়সূচক বাক্য—ককতাঙ মীলাঙসা—বলা হয়। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে ককবরক ও বাংলায় উক্তিমূলক ও বিস্ময়সূচক বাক্যের গঠন প্রকৃতির মধ্যে বিশেষ কোনও তফাৎ নেই। আসল পার্থক্যটা বলার ভঙ্গিতে। দুটি বাক্য বলা হয় দুই রকম tone-এ। উঃ, ইয়াও, বাঃ, ইত্যাদি ধ্বনিমূলক শব্দ। এসব শব্দ পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই এক রকম।

Tone এর পার্থক্য বলে বোঝানো যত সহজ লিখে বোঝানো ততই কঠিন। সেই চেষ্টা করার কোনও অর্থ হয় না। কেবল এইটুকু জানা প্রয়োজন যে উক্তিমূলক বাক্যের শেষে থাকে দাঁড়ি (।), এবং বিস্ময়সূচক বাক্যের শেষে বিস্ময় চিহ্ন (!) দেওয়া হয়। রঙ দেখেই বোঝা যায় অগ্নিনির্বাপক সংস্থার গাড়ি বা ক্রস চিহ্ন দেখলেই বুঝি হাসপাতালের গাড়ি। কিন্তু সব সময় কোন্‌টা কোন্ রংয়ের গাড়ি বা কোন্‌টা বিস্ময় চিহ্ন আর কোন্‌টা দাঁড়ি খেয়াল থাকে না—ভুল হয়। তবে সাইরেন বাজিয়ে মেদিনী কাঁপিয়ে যখন আসে ‘আগুন গাড়ি’ তখন আর ভুল হয় না। তেমনি ঠিকমত উচ্চারণ করলে আর উক্তিমূলক ও বিস্ময়সূচক বাক্যের মধ্যে কোনও ভুল বোঝাবুঝির আশঙ্কা থাকে না।

❍ —— ❍ —— ❍

# না-বোধক—আঁওগিয়াসা

অমল : এই বিশু, বিকালে মাঠে যাবি?

বিশু : না, আজ যাব না। সকালে খাই নাই। ক্ষুধা লেগেছে। ছুটি লেগেছে। ছুটি হলেই বাড়ি যাব।

অমল : ক্যান্টিনে কিছু খেয়ে নে। স্কুলের পর চল মাঠে যাই। আজ ভালো খেলা আছে।

বিশু : না। আমার পয়সা নাই। আর বাড়ি যেতেই হবে। আমার মা খাবে না। আমার জন্য চিন্তা করবে।

অমল : আমার কাছে পয়সা আছে। চল খাবি।

বিশু : নারে ভাই। আমরা গরিব। অন্যের পয়সায় খাই না। আর আজ শনিবার দুটোর সময় ছুটি হবে। বাড়ি গিয়ে খাব।

অমল : কি বললি? আমার পয়সায় খাবি না? তুই আমার বন্ধু না। তোর সঙ্গে কথা বলবো না। তোদের বাড়ি যাব না। আজ সারাদিন আমিও খাবো না। উপোস থাকব। মাসিকে সব বলবো।

বিশু : আরে ভাই, রাগ করিস না। আমার কথা শোন।

অমল : না। তোর কথা শুনবো না। তোর সাথে খেলব না। তোর পেয়ারা খাব না। তোর বাঁশি নেব না। তোকে বন্ধু ডাকব না।

বিশু : শোন অমল। ঠিক আছে খাব। ঐ ঘণ্টা বাজছে। এখন চল ক্লাসে যাই।

অমল : খাবি তো? ঠিক আছে চল। ছুটির পর একা বাড়ি যাবি না। আমি তোর সঙ্গে যাব।

❖—❍—❖

অমল : আই বিশু, সারিগ মাঠ’ থাঙনাই দে?

বিশু : ইঁহিঁ। তিনি থাঙগলাক। ফুঙগ চাজাগয়া। অক খুইখা। ছুটি আঁওখাই ন নগ’ থাঙ নাই।

অমল : ক্যান্টিন' কিসা চাঅই নাদি। ইস্কুলনি উল' হিমদি মাঠ' থাঙনাই। তিনি থুঙমুঙ কাহাম তঙগ।

বিশু : ইঁহিঁ। আনি রাঙ কৗরৗই। তাই আঙ নগ' মাসিমা থাঙনাই। আনি আমা চাগলাক। আনি বাগৗই অআনসগই তঙনাই।

অমল : আনি ইয়াগ' পুইসা তঙগ। হিমদি, চানাই।

বিশু : ইঁহিঁ ভাই। চৗঙ কৗরৗইসা। বৗইনি পুইসা বাই চাইয়া। তাই তিনি শনিবার। দুইটামফুরু ছুটি ঔঙনাই। নগ' থাঙগই চানাই।

অমল : তাম' হিন? আনি পুইসা বাই চাইয়া দা? নৗঙ আনি ইয়ার ঔঙগিয়া। নৗঙ বাই আঙ কক সাগলাক। নিনি নগ' থাঙগলাক। তিনি সাপুঙ আঙ ব চাগলাক। উবাস তঙনাই। মইন' জততন' সানাই।

বিশু : আরে ভাই, তা জলিজাকদি। আনি কক খৗনাদি।

অমল : ইঁহিঁ। নিনি কক খৗনাগলাক। নিনি লগি থুঙগলাক। নিনি গয়াম চাগলাক। নিনি সুমুই নাগলাক। নন'ইয়ার নৗঙগলাক।

বিশু : অমল খৗনাদি। দখাই, আঙ চানাই। উক'ঘণ্টা তামখা। তাবুক ক্লাস' হিমদি।

অমল : চাউআনু বৗলে? দখাই, হিমদি। ছুটিনি উল' সাইচুঙ নগ' তা থাঙদি। আঙ নৗঙবাই থাঙ নাই।

❖—O—❖

অনিল : কেমন আছ বুধু?

বুধু : ভাল নাই। শরীরটা ভালো না। আমার স্ত্রীও অসুস্থ। টাকা পয়সাও নাই। ভালো লাগে না আর।

অনিল : এখন যাচ্ছ কোথায়? এই রোদে যেও না। গোপী বাড়ি আছে? চল আমার সঙ্গে। এখন যেতে হবে না তোমার।

বুধু : যাচ্ছিলাম ওয়ারেঙ বাড়ি। গোপীও বাড়ি নাই। থাক, আমি আর যাব না এখন। চল, তোমার সঙ্গে যাই। বিড়ি খাবে? খাও। ধর।

অনিল : না। আমি বিড়ি খাই না। তুমিও খাইও না। তোমার শরীর খারাপ। তোমার বিড়ি খাওয়া উচিত নয়।

বুধু : তোমার তো নেশা নাই। তুমি বিড়ি খাও না। আমাদের তো পয়সা নাই। ভালো জিনিস খেতে পারি না। তাই বিড়ি খাই। তুমি পান খাও না? খাবে? আছে আমার সঙ্গে পান।

অনিল : পান খাই। তবে এখন খাবো না। এক কাপ চা খেতে খুব ইচ্ছে করছে। তোমার বাড়িতেই চল যাই। দুজনে বাসে চা খাবো।

বুধু : চাও ভালো না। চা বেশি খেও না। আমি প্রায় খাই না। মাঝে মাঝে এক আধটু হয়ে যায়। আমার স্ত্রী বেশি চা খায়। চায়ে দুধ খায় না, চিনি খায় না। ও মিষ্টি ছাড়া কলা চা খায়। আমি মিষ্টি বেশি খাই।

অনিল : বেশি মিষ্টি খেয়ো না। বেশি কোনওটাই ভালো নয়। এবার মেলায় যাবে না? মেলায় গেলে আমার দাদার বাড়ি যেও। দাদার মনটা ভালো নেই। ছেলেটা পাশ করতে পারে নাই। পেনশনটাও পায় নাই এখনও।

বুধু : আমাদের কপাল ভালো না। কোনওটাই হয় না। তুমি শনিবারে আগরতলা যাও নাই? তোমার যাওয়ার কথা ছিল না?

অনিল : না। যেতে পারিনি। কাল যাব।

বুধু : এসে গেছি। আস, বস।

অনিল : বৌদি কোথায়? ও বৌদি। চা খাব। কালো খাব না। সাদা চা, মিষ্টি দিয়ে।

বৌদি : আসুন। আপনি ফর্সা মানুষ, সাদাই খাবেন। সাদাই দেব। এক্ষুণি দিচ্ছি।

❖—○—❖

অনিল : বাহাই তঙ, বুধু?

বুধু : হাময়া। সাক হাময়া। আনি হিক ব হাময়া। রাঙ পুইসা ব কৗরৗই। তাই তঙথগয়া।

অনিল : তাবুক বীর' থাঙ? অ সাতুঙগ' তা থাঙদি। গোপী নগ' দে তঙ? আনি লগি হিমদি। তাবুক নিনি থাঙনা নাঙগলাক।

বুধু : ওয়ারেঙ বাড়িঅ থাঙমানি তা। গোপী ব নগ' কৗরৗই। ঔঙখা, আঙ তাবুক থাঙগলাক। হিমদি, নৗঙবাই থাঙনাই। বিড়ি নৗঙনাই দে? নৗঙদি। রমদি।

অনিল : ইঁহিঁ। আঙ বিড়ি নৗঙগিয়া। নৗঙব তা নৗঙদি। নিনি সাকহাময়া। নৗঙ বিড়ি নৗঙমানি চায়া।

বুধু : নিনি ত লয় কৗরৗই। নৗঙ বিড়ি নৗঙগিয়া। চিনি ত পুইসা কৗরৗই। মানৗই কাহাম চাই নৗঙ মাইয়া। আবনি বাগৗই বিড়ি নৗঙগ। নৗঙ কুআই চাইয়া দে? চানাই দে? আনি থানি কুআই তঙগ।

অনিল : কুআই চাঅ। ফিয়া তাবুক চাগলাক। চা কাপসা বেলাই নৗঙনা মুচুঙগ। হিমদি, নিনি নগন' থাঙনাই। খরগনৗই আচুগই চা নৗঙনাই।

বুধু : চা ব হাময়া। চা কৗবাঙ তা নৗঙদি। আঙ নৗঙ থাইয়া। ওআইসা ওআইসা নৗঙজাগতৗই ঔঙগ। আনি হিক চা বেলাই নৗঙগ। ব দুধ বাই চা নৗঙগিয়া। চিনি চায়া। ব কুতুই কৗরৗই চা কসম নৗঙগ। আঙ কুতুই কৗবাঙ চাঅ।

অনিল : কুতুই কৗবাঙ তা চাদি। জেসাফান' কৗবাঙ হাময়া। তাকলাই মেলাঅ থাঙগলাক দে? মেলাঅ থাঙখাই আতানি নগ' থাঙদি। আতানি বৗখা হাময়া। বৗসালা পাশ খৗলাই মানলিয়া। পেনশন ব তাবুক ব মাইয়াখো।

বুধু : চিনি কপাল হাময়া। মুঙসা ফান' ঔঙগিয়া। নৗঙ শনিবার' আগরতলা থাঙলিয়া দা? নিনি থাঙনানি কক কৗরৗই খা দে?

অনিল : ইঁহিঁ। থাঙমানলিয়া। খৗনা থাঙনাই।

বুধু : ফাইবাই খা। ফাইদি, আচুগদি।

অনিল : বাসৗই বীর'? অ বাসৗই? চা নৗঙনাই। কসম নৗঙগলাক। চা কুফুর, কুতুই বাই।

বাসৗই : ফাইদি। নৗঙ বরক কুফুর। কুফুর ব নৗঙনাই। কুফুর ব রৗনাই। আচুগ দি। তাবুক না রৗনাই।

## আলোচনা

আমি রোজ স্কুলে যাই।
আমি রোজ স্কুলে যাই না।

প্রথম বাক্যটি হ্যাঁ-বোধক (affirmative—ঔঙসা) আর দ্বিতীয়টি না-বোধক (negative—আঙগিয়াসা)। প্রথমটি থেকেই দ্বিতীয়টি তৈরি হয়। নিয়মটিও পরিষ্কার। প্রথম বাক্যটির শেষে শুধু না যোগ করা হয়েছে। বর্তমান কালের এই নিয়ম ভবিষ্যৎ কালেও প্রযোজ্য। যেমন—

আমি আজ স্কুলে যাব।
আমি আজ স্কুলে যাব না।

কিন্তু অতীত কালে নিয়মটি এত সহজ সরল নয়। যেমন—

আমি কাল স্কুলে গিয়াছিলাম।
আমি কাল স্কুলে যাই নাই।

একবারও ভেবে দেখেছি কি প্রথম বাক্য থেকে দ্বিতীয় বাক্যে যেতে কত পথ পরিক্রমা করতে হলো? যা ক্রিয়ার সঙ্গে অতীত কাল ও উত্তম পুরুষের চিহ্নযুক্ত হয়ে বহু বিবর্তনের পর তৈরি হয় 'গিয়াছিলাম'। কিন্তু বাক্যটি না-বোধক হলেই খোল নলচে সব বদলে যায়। যা + উত্তম-পুরুষ + বর্তমান কাল = যাই। তার সঙ্গে যোগ করা হয় নাই। আমরা কি কখনো ভেবেছি যে 'নাই' শব্দটির মধ্যে অতীত কালের দ্যোতনাও আছে?

ককবরকেও না-বোধক বাক্য, ককতাঙ ঔঙগিয়াসা, প্রস্তুত করার বিভিন্ন নিয়ম প্রচলিত আছে। আমরা নিচে সেগুলি আলোচনা করছি।

(১) উক্তিমূলক হ্যাঁ-বোধক বাক্যে (Statement Sentence—ককতাঙ ককসা) বর্তমান কালে ক্রিয়াপদের শেষে ইয়া অথবা য়া যোগ করলে না-বোধক হয়। ইয়া/য়ার পরে আর বর্তমান কালের চিহ্ন অ যোগ করতে হয় না। যেমন :-

আঙ বেরমা চাঅ—আমি শুকনা মাছ খাই।
আঙ বেরমা চাইয়া—আমি শুকনা মাছ খাই না।
আঙ চা নৗঙগ—আমি চা খাই।
আঙ চা নৗঙগিয়া—আমি চা খাই না।

(২) হ্যাঁ-বোধক অতীত কালের বাক্যে ক্রিয়াপদের শেষে লিয়া যোগ করলে না-বোধক হয়। লিয়ার পরে আর অতীত কালের চিহ্ন 'খা' যোগ করতে হয় না। যেমন :-

নৌঙ ইস্কুল' থাঙখা—তুমি স্কুলে গিয়েছিলে।

নৌঙ ইস্কুল' থাঙলিয়া—তুমি স্কুলে যাও নাই।

ব আউলি নাইখা—সে শহর দেখেছে।

ব আউলি নাইলিয়া—সে শহর দেখে নাই।

(৩) হ্যাঁ-বোধক অতীত কালের বাক্যে ক্রিয়াপদের শেষে ইয়া/য়া যোগ করে না-বোধক করা হয়। ইয়া/য়া-র পরে অতীত কালের চিহ্ন 'খা' রূপান্তরিত হয়ে 'খো' হয়ে যায়। যেমন :-

নৌঙ ইস্কুল' থাঙখা—নৌঙ ইস্কুল' থাঙয়াখো/থাঙলিয়া।

ব আউলি নাইখা—ব আউলি নাইলিয়া/নাইয়াখো।

(৪) হ্যাঁ-বোধক অতীত কালের বাক্যে ক্রিয়া পদের শেষে লাক যোগ করে না-বোধক করা হয়। লাক-এর পরে আর ভবিষ্যৎ কালের চিহ্ন 'নাই' যোগ করা হয় না। ক্রিয়া পদের শেষ ধ্বনিটি স্পৃষ্টধ্বনি ছাড়া অন্য ধ্বনি হলে ক্রিয়াপদ ও লাক-এর মধ্যে গ-এর আগম হয়। যেমন :-

চেরাইজুক কাবনাই—মেয়েটি কাঁদবে।

চেরাইজুক কাবলাক—মেয়েটি কাঁদবে না।

চৌঙ কুআ কাইসা চগনাই—আমরা একটা কুয়া খুঁড়ব।

চৌঙ কুআ কাইসা চগলাক—আমরা একটা কুয়া খুঁড়ব না।

আঙ তাবুক মাই চানাই—আমি এখন ভাত খাব।

আঙ তাবুক মাই চাগলাক—আমি এখন ভাত খাব না।

ব খৗনা থাঙনাই—সে কাল যাবে।

ব খৗনা থাঙগলাক—সে কাল যাবে না।

(৫) হ্যাঁ-বোধক আদেশসূচক (command) বাক্যে ক্রিয়াপদের আগে 'তা' ব্যবহার করে না-বোধক করা হয়। যেমন :-

তাবুক থুঙদি—এখন খেলা কর।

তাবুক তা থুঙদি—এখন খেলা করো না।

অ থাইচুক চাদি—এই আমটি খাও।

অ থাইচুক তাচাদি—এই আমটি খেয়ো না।

(৬) অসমাপিকা ক্রিয়ার ক্ষেত্রে উপরের ১ নং ও ২ নং নিয়ম প্রযোজ্য।

যেমন :-

আঙ মাই চাইয়াঅই ইস্কুল' থাঙগ—আমি ভাত না খেয়ে ইস্কুলে যাই।

ব মাই চালিয়াই ফাইখা—সে ভাত না খেয়েই এসেছে।

(৭) নাই বুঝাতে কৗরৗই বলা হয়। বাংলাতে নাই বললে যেমন বর্তমান কালের চিহ্ন দিতে হয় না। ককবরকেও কৗরৗই বললে বর্তমান কালের চিহ্ন দিতে হয় না। যেমন :-

I have money.--I have no money.

আমার কাছে টাকা আছে—আমার কাছে টাকা নাই।

আনি থানি রাঙ তঙগ—আনি থানি রাঙ কৗরৗই।

এখানে বাংলা ও ককবরকের রূপান্তর একই নিয়মে হয়। ইংরেজির নিয়ম আলাদা। I have no money বাক্যটির আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ হবে, 'আমার কাছে টাকা আছে নাই'।

(৮) অতীত কালেও নাই বুঝাতে কৗরৗই ব্যবহার করা হয়। কৗরৗই এর পরে অতীত কালের চিহ্ন খা ব্যবহার করা বিধেয়। কিন্তু কথ্য (spoken) ) ককবরকে কৗরৗইখার বদলে শুধু কৗরৗই বলাই রীতি।

[ বাংলাও তাই। যেমন :-

হরিদাস—বুঝলে, কাল মাছটা কেনার খুব ইচ্ছে হয়েছিল।

আবদুল—কিনলে না কেন? কিনলেই পারতে?

হরিদাস—আমার কাছে টাকা নাই (ছিল না)। তবে বাংলায় 'টাকা নাই' এবং 'টাকা ছিল না'-র ব্যবহার প্রায় সমান সমান।]

**উদাহরণ :** I had money--I had no money.

আমার কাছে টাকা ছিল—আমার কাছে টাকা নাই/ছিল না।

আনি থানি রাঙ তঙখা—আনি থানি রাঙ কৗরৗই/কৗরৗইখা।

উপরে চার নম্বর নিয়মে বলা হয়েছে যে ক্রিয়াপদের শেষ ধ্বনিটি স্পৃষ্ট ধ্বনি ছাড়া অন্য ধ্বনি হলে ক্রিয়াপদ ও লাক-এর মধ্যে গ-এর আগম হয়। একটি ব্যতিক্রম আছে। ঙ স্পৃষ্টধ্বনি হলেও এর পরে গ-এর আগম হয়। যে-সব ধ্বনি উচ্চারণের সময় দুটি বাকপ্রত্যঙ্গ পরস্পরকে স্পর্শ করে তাদের স্পৃষ্ট ধ্বনি বলে। বাংলা বর্ণমালার ক থেকে ম পর্যন্ত বর্ণগুলি স্পৃষ্টধ্বনির দ্যোতক। আমাদের উচ্চারণে অবশ্য চ সময় সময়, ছ অনেক সময় এবং ফ সব সময় স্পৃষ্ট না হয়ে ঘৃষ্টধ্বনি হয়ে যায়।

❍ —— ❍ —— ❍

# কারক ও বিভক্তি—তাঙনাই তাই বাগমারি

আমি এখন খাচ্ছি। আমরা আজ উদয়পুর যাব। মা কমলাকে একটা কলম দিয়েছেন। কমলা কলম দিয়ে লিখছে। বাবা দোকান থেকে কলমটা এনেছেন। কমলা আমার বোন। কমলার বাক্সে অনেক পুতুল আছে।

আঙ তাবুক চা অই তঙগ। চৌঙ তিনি উদয়পুর' থাঙনাই। আমা কমলান' কলম কঙসা রৌখা। কমলা কলমবাই সৗইঅই তঙগ। বাবু দোকাননি অ কলম তুবুখা। কমলা আনি হানক। কমলানি বাক্সঅ পুতুল কৗবাঙ তঙগ।

ছেলেরা খেলা করছে। ক্লাব ওদেরকে একটা বল দিয়েছে। ওরা খুব খুশি। ওরা পাম্পার দিয়ে বলটা পাম্প করেছে। তখিরায় মিহিরকে বল দিল। মিহির থেকে বুলু বল পেল। বুলু গোলে শট করলো। বুলুর বল গোলে ঢুকল। গোল!

চেরাই রগ থুঙগই তঙগ। ক্লাব বরগন' বল থাইসা রৌখা। বরগ জববুই তঙথকজাকখা। বরগ পাম্পার বাই বল পাম্প খৗলাইখা। তখিরায় মিহিরন' বল রৌখা। মিহিরনি বল বুলু মানখা। বুলু গোল' শট খৗলাইখা। বুলুনি বল গোল' হাবখা। গোল!

মা রান্না করছে। মা আমাকে ভাত দেবে। আমি একটু পরে গরু নিয়ে মাঠে যাব। আমি দা দিয়ে জঙ্গল কাটব। আমরা জঙ্গল থেকে লাকড়ি আনব। জঙ্গলে অনেক খরগোস আছে। আমরা খরগোস ধরি। আমার বন্ধুরাও আমার সঙ্গে যায়।

আমা সঙগই তঙগ। আমা আন' মাইমুই রৌনাই। আঙ কিসা উল' মুসুক নাঅই মাঠ' খাঙনাই। আঙ দাবরক বাই বলঙ তাননাই। চৌঙ বলঙনি বল তুবুনাই। বলঙগ কুরকুস কৗবাঙ তঙগ। চৌঙ কুরকুস রম'। আনি ইয়ারসঙ ব আনি লগি থাঙগ।

## আলোচনা

ককতাঙ (বাক্য) এ ব্যবহৃত খৗলায়মা ককথাই (ক্রিয়াপদ) এর সঙ্গে বৗমুঙ (বিশেষ্য) এবং মুঙয়াচাক (সর্বনাম) ককথাই এর সম্বন্ধকে আমরা তাঙনায় (কারক)

বলি। যে চিহ্নগুলি দিয়ে তাঙনায় বোঝানো হয় সেগুলিকে বাগমারি (বিভক্তি) বলি।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় কারক ও বিভক্তির ব্যবহারে তারতম্য আছে। সংস্কৃত, গ্রীক প্রভৃতি প্রাচীন ভাষায় কারকের ব্যবহার অত্যন্ত বিস্তৃত। ইংরেজি ভাষায় এদের ব্যবহার অত্যন্ত সীমিত। বাংলা ও ককবরকে তাঙনাই এর ব্যবহার ইংরেজি ও সংস্কৃতের মাঝামাঝি বলা যায়।

ককবরকে কারক পাঁচ প্রকার : কর্তা, কর্ম, করণ, অপাদান ও অধিকরণ।

## কর্তৃকারক—তাঙনায় খীলায়ফাঙ

ক্রিয়া যার দ্বারা সম্পাদিত হয় তাকে কর্তা বলে। প্রতিটি ক্রিয়াপদেই কিছু করা, হওয়া, বা থাকা বোঝায়। যে করছে, হচ্ছে বা থাকছে সে-ই কর্তা।

(ক) অমল পড়িঅই তঙগ—অমল পড়ছে।

(খ) বীরবিক্রম বুবাগরা কাহাম তঙখা—বীরবিক্রম ভালো রাজা ছিলেন।

(গ) অ চেরাই কতর ঔঙখা—ছেলেটি বড় হয়েছে।

(ঘ) তাবুক বাজার' থাঙদি—এখন বাজারে যাও।

উপরের ক, খ, ও গ বাক্যে অমল, বীরবিক্রম ও চেরাই কর্তা। ঘ বাক্যে কর্তা অনুক্ত। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, কোনও কোনও বাক্যে কর্তা অনুক্তও থাকতে পারে। ককবরকে কর্তায় বিভক্তি চিহ্ন শূন্য, অর্থাৎ কোনও বিভক্তি চিহ্নই নাই।

## কর্মকারক—তাঙনায় সামুঙ

ক্রিয়া যা করে, দেখে ইত্যাদিকে কর্ম বলে। আমরা ক্রিয়া পরিচ্ছেদে কর্ম সম্বন্ধে পড়েছি। এবার নিচের বাক্য দুটি দেখি।

১। বরগ মাই চাঅ—ওরা ভাত খায়।

২। দিলীপ বন' পত্রিকা রৌঅ—দিলীপ ওকে পত্রিকা দেয়।

প্রথম বাক্যে মাই এবং দ্বিতীয় বাক্যে ব আর পত্রিকা কর্ম। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে মাই ও পত্রিকায় বিভক্তি চিহ্ন শূন্য। কিন্তু ব-তে বিভক্তি চিহ্ন ন যুক্ত হয়েছে। কর্মকারকে ন ও শূন্য বিভক্তির নিয়ম এই রকম :—মুখ্য কর্মে শূন্য বিভক্তি মানুষ-ও মনুষ্যবাচক হয়। শব্দে ন বিভক্তি হয়। প্রাণীবাচক শব্দেও কোনও কোনও সময় ন বিভক্তি হয়। জড়বাচক শব্দে সবসময় এবং মনুষ্যেতর প্রাণিবাচক শব্দে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শূন্য বিভক্তি হয়।

## করণ কারক—তাঙনায় তাঙসঙ

লাঠি দিয়া মারি। কলম দিয়া লিখি। হাত দিয়া খাই। যা দিয়া কাজটা করি তাকে করণ কারক—তাঙনায় তাঙসঙ—বলে।

ককবরকে করণ কারকে বিভক্তি চিহ্ন বাই।

১। রাবণ রাম কর্তৃক নিহত নয়।

Ravan was killed by Ram.

রাবণ রামবাই বুথার জাকখা।

২। আমি কলম দিয়ে লিখছি।

I am writing with a pen

আঙ কলমবাই সৗইঅই তঙগ।

ইংরেজিতে করণ কারককে Instrumental case বলে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে ইংরেজিতে করণ কারকের জন্য by এবং with যুক্ত হয়।

সংস্কৃত ভাষায় সহ অর্থে এবং সহ শব্দযোগে করণ কারক ও তৃতীয়া বিভক্তি হয়। ককবরকেও সহ অর্থে করণ কারক হয়।

রামঃ সীতয়া লক্ষ্মণেন চ সহ বনং জগাম।

Ram went to the forest with Sita and Lakshman

রাম সীতা তাই লক্ষ্মণ বাই বলঙগ থাঙখা।

রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে বনে গিয়েছিলেন।

কিন্তু ককবরকে সহ বা সহিত শব্দযোগে করণ কারক হয় না। উপরের বাক্যটি অন্য রকম করেও বলা যায়। যেমন :-

রাম, সীতা তাই লক্ষ্মণনি লগি বলঙগ থাঙখা।

এখানে আর করণ কারক হয়নি।

## অপাদান কারক—তাঙনায় সিমি

নৗঙ আরনি ফাইদি—তুমি ওখান থেকে আস।

বৗফাঙনি বৗথাই কালাইঅ—গাছ থেকে ফল পড়ে।

যা বা যে জায়গা থেকে বিচ্ছেদ হয় তাকে অপাদান কারক বলে। অপাদান কারকে নি বিভক্তি হয়। অপাদান কারকে নি বিভক্তি যুক্ত হলেও অনেক সময় সিমি—হইতে—শব্দটিও যুক্ত হয়। সিমি ব্যবহৃত হলেও অর্থ একই থাকে।

নৗঙ আরনি ফাইদি।

নৗঙ আরনি সিমি ফাইদি। তুমি ওখান থেকে আস।

## অধিকরণ কারক—তাঙ্গনায় ইয়াচাগনায়

মীসা বলঙগ তঙগ—বাঘ বনে থাকে।
সাল ফুঙগ বাচাঅ—সকালে সূর্য ওঠে
সামুঙগ বীখা রীদি—কাজে মন দাও।

বলঙ-বনে, ফুঙগ-সকালে, সামুঙগ-কাজে, ইত্যাদি শব্দে ক্রিয়ার আধার বোঝায়। ক্রিয়ার আধার (স্থান, কাল, পাত্র, বিষয় ইত্যাদি) কে অধিকরণ কারক বলে। অধিকরণ কারকে অ বিভক্তি হয়।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা কারক ও বিভক্তি চিহ্ন সম্বন্ধে যা দেখলাম তা সংক্ষেপে নিচে দেওয়া গেল।

কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তি হয়।
কর্মকারকে শূন্য অথবা ন বিভক্তি হয়।
করণ কারকে বাই বিভক্তি হয়।
অপাদান কারকে নি বিভক্তি হয়।
অধিকরণ কারকে অ বিভক্তি হয়।

## সম্বন্ধ পদ—ককথাই সানদাই

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বাক্যে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদের সহিত ঐ বাক্যে ব্যবহৃত বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের সম্বন্ধকে কারক বলে। কারককে যে যে চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হয় সেগুলিকে বিভক্তি বলে। এতক্ষণ আমরা কারক আলোচনা করেছি। এবার আলোচনা করছি সম্বন্ধ পদ।

বাক্যের একটি বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের সঙ্গে অন্য একটি বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের সম্বন্ধ থাকলে প্রথমটিকে সম্বন্ধ পদ বলে। ইংরেজি ব্যাকরণ মতে সম্বন্ধপদও কারক—possessive case ভারতীয় ভাষার ব্যাকরণে সম্বন্ধ পদ কারক নয় কারণ এর সঙ্গে ক্রিয়ার কোনও সম্বন্ধ নেই। একই যুক্তিতে ককবরকেও আমরা সম্বন্ধ পদকে কারক বলছি না। ককবরকে সম্বন্ধ পদে নি বিভক্তি হয়।

উদাহরণ :-

আনি ফাইয়ুঙ—আমার ভাই।
বাবুনি কলম—বাবার কলম।
নিনি বই—তোমার বই।

## বিভক্তি—বাগমারি

যে চিহ্নগুলি দিয়ে কারক চিহ্নিত হয় সেগুলিকে বিভক্তি—বাগমারি বলে। সংস্কৃত, লাতিন প্রভৃতি ক্লাসিক্যাল ভাষায় বিভক্তি খুব গুরুত্বপূর্ণ বস্তু। ঐসব ভাষায় বিভক্তি যুক্ত হলে শব্দের রূপ পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই জন্য ছেলেরা বসে সে শব্দের রূপ মুখস্থ করে। সংস্কৃতে বিভক্তিকে প্রথমা, দ্বিতীয় ইত্যাদি সাত ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ককবরকে আমরা তা করিনি। আমরা আমাদের বিভক্তিগুলিকে বিভক্তি রূপেই দেখব।

ককবরকেও বাংলা ও সংস্কৃত ইত্যাদির ভাষার মত বিভক্তিগুলি শব্দের অন্তে বসে। এতে বিশেষ্যের কোনও পরিবর্তন হয় না। কেবল যে বিশেষ্যের শেষে ঙ আছে তার পরে অ বসলে মধ্যে একটি গ এর আগম হয়। যেমন—বলঙ+অ= বলঙগ। ককবরকে মোট চারটি বিভক্তি আছে ; অ, ন, নি, বাই। কোনও কোনও সর্বনাম পদের সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হলে কিছু কিছু পরিবর্তন হয়। ঐ পরিবর্তনগুলি নিচে দেখানো হলো।

আঙ+ন=আন',
চৌঙ+ন=চৌন' অথবা চৌঙন'
নৌঙ+ন=নন'
আঙ+নি=আনি
চৌঙ+নি=চিনি
ব+নি=বিনি

❍ —— ❍ —— ❍

# উপসর্গ—সীকাঙ কীরাঙ

কিছু কিছু ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ কেবল অন্য শব্দের আদিতে বসে। এগুলিকে আমরা উপসর্গ—সীকাঙ কীরাঙ—বলব। ইংরেজির prefixes এবং বাংলা ও সংস্কৃতের উপসর্গ আর ককবরকের সীকাঙ কীরাঙ ঠিক সমার্থক নয়। ককবরকে প্রধান উপসর্গ এগারটি। এগুলি হল : অ, আ, ই, উ, ক, ফ, ব, বী, ম, র এবং স। এগুলির মধ্যে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির সাধারণ পরবর্তী শব্দের প্রথম স্বরধ্বনিটি গ্রহণ করে ওই শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন :-

ক + তর = কতর (ত এর অ ক এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে)

ক + হাম = কাহাম (হা এর আ ক-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে)

ক + সিপ = কিসিপ (সি এর ই ক-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে)

ক + ফুর = কুফুর (ফু এর উ ক এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে)

ক + বেল = কেবেল (বে এর এ ক এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে) ইত্যাদি।

একই নিয়মে ‘ফ’ তৈরি করেছে ফলক, ফুনুগ ;

ব তৈরি করেথে বথক ;

বী তৈরি করেছে বাহান, বীতাই, বিহিক।

ম তৈরি করেছে মিহিম, মুথু ;

র তৈরি করেছে রহর, রিহিন

স তৈরি করেছে সতন, সেপেঙ ইত্যাদি।

তবে এই নিয়মের ব্যতিক্রমও আছে। কয়েকটি ব্যতিক্রম নিচে দেখা যাক।

বী + র’ = বীর’, বী + মা = বীমা, ম + থাঙ = মথাঙ।

বাংলা ও সংস্কৃত উপসর্গগুলির নির্দিষ্ট কোনও অর্থ নাই। বিভিন্ন ধাতু বা শব্দের আদিতে বসে তারা নূতন শব্দ তৈরি করে। উদাহরণ : আহার, পরিহার, প্রহার, বিহার। ইংরেজিতে dis--, in--, un--, প্রভৃতি কিছু কিছু prefix এর নির্দিষ্ট অর্থ থাকে। এই ব্যাপারে ককবরকে সীকাঙ কীরাঙগুলি অনেক সরল। সামান্য কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে এদের প্রত্যেকের একটি মোটামুটি নির্দিষ্ট অর্থ আছে। অর্থগুলি নিচে দেখানো হলো :

অ, ই, সাধারণত নিকট বোঝায়।

অ, অক’, অব’, অম’, ই, ইক’, ইব’, ইম’ = এই, এইজন, ইত্যাদি।

অর' = এখানে।

আ, উ, সাধারণ দূর বোঝায়।

আ, আক', আব, আম', উ, উক', উম'= ঐ, ঐটি, ঐজন, ইত্যাদি।

আর' = ওখানে, আফুরু = ঐ সময়ে, তখন।

ম, ফ ও ব সাধারণ ক্রিয়া পদকে ণিজন্ত করে।

নুগ = দেখা ; ফ = নুগ + ফুনুগ = দেখানো।

থক = থামা + ; ব + থক = বথক = থামানো

থু = ঘুমানো ; মুথু = ঘুম পাড়ানো।

ক সাধারণ বিশেষণ পদের দ্যোতক। কতর---বড়, কাহাম---ভালো, কিসিপ—ভিজা, কুফুর—সাদা, কেবেল—দুর্বল, ইত্যাদি।

বী ককবরকের অসংখ্য সাধারণ বিশেষ্য পদের আদিতে যুক্ত আছে। ঐ বিশেষ্য পদগুলি যখন সাধাণ থাকে না, যখন বিশেষ হয়ে ওঠে তখন আর এই বী যুক্ত থাকে না। বিশেষ্য পদগুলির আদিতে বী যুক্ত থেকে যেন ঘোষণা করছে ঐ পদটির বিশেষ স্থান বক্তার অজানা। নিচের উদাহরণগুলি থেকে বিষয়টা আরও পরিষ্কার হবে।

বীফা—বাবা ; আনি ফা = আফা—আমার বাবা, নিনি ফা = নীফা—তোমার বাবা।

বীমা—মা ; আনি মা = আমা—আমার মা, নিনি মা = নীমা—তোমার মা।

বিহিক—স্ত্রী ; আনি হিক—আমার স্ত্রী।

বীতাই—ডিম ; তকতাই—মুরগির ডিম।

বাহান—মাংস; পুহান—পাঁঠার মাংস।

বীসা—ছেলে ; আনি সা—আমার ছেলে।

র এবং স এর অর্থ এত পরিষ্কার নয়। নিচে এদেরও একটি করে উদারণ দেওয়া গেল।

হর—পাঠানো (বক্তার নিকট থেকে দূরের দিকে)।

রহর—পাঠানো (দূর থেকে বক্তার দিকে)।

পেঙ—সন্তুষ্ট করা।

সেপেঙ—সোজা করা Straighten।

❍ —— ❍ —— ❍

# প্রত্যয়—উল' কীরাঙ

| | | |
|---|---|---|
| বিপিন | : | ডাক্তার, ও ডাক্তার! ঘরে কি কর? বাইরে এসো। |
| ডাক্তার | : | কি ব্যাপার বিপিন? কেমন আছ? মাথার চুল যে সব সাদা হয়ে গেছে? |
| বিপিন | : | উঁহুঁ, কেবল চুল হয় নাই। ভালো করে দেখ। দাড়ি, গোঁফ সব সাদা হয়ে গেছে। চোখে কম দেখি। গালের চামড়া কুঁচকে গেছে। দাঁত নড়ছে বুড়ো হয়েছি। এখন পর্যন্ত হাঁটতে পারি। |
| ডাক্তার | : | কি হয়েছে? মন খারাপ? বোস। তুমি শিক্ষক। চুল সাদা হলে ভালোই লাগবে। জিভটা দেখাও। নাকটা লাল কেন? কানের উপর থেকে কাপড় সরাও। |
| বিপিন | : | ঠাণ্ডা লেগেছে। গলায় ব্যথা, ঘাড়ে ব্যথা, পিঠে ব্যথা। পেটে ক্ষুধা নাই। সেটা ভালো। খাবার নাই। গরিবের ক্ষুধা লাগা ভালো না। |
| ডাক্তার | : | খুব কথা শিখেছো? বৌদি শেখায় ভালো। জামাটা খোল। বুকটা একটু দেখবো। জোরে জোরে শ্বাস নাও। হাতটা ওদিকে রাখ। পা-টা এদিকে আন, আমার আঙ্গুলটা ধর। |
| বিপিন | : | হাঁটুতে ব্যথা, কনুইয়ে ব্যথা। হঠাৎ ব্যথা বাড়ে। কি করবো? |
| ডাক্তার | : | কিছু না, ভয় পেয়ো না। দুদিনে ভালো হয়ে যাবে। ভাত খাবে না। দুধ আর রুটি খাবে। কাজ করবে না। শুয়ে থাকবে। বিশ্রাম করবে। ওষুধগুলি ঠিকমতো খাবে। |
| বিপিন | : | অনর্থক কথা বলো না। আমি দুধ খাই না। দুধের চেয়ে বার্লি ভালো। তাড়াতাড়ি কর। আমি এখন চলে যাব। |
| ডাক্তার | : | হ্যাঁ যাবে। একটু বসো। হাতটা এখানে রাখ। প্রেসারটা দেখব। ইস, নখগুলি কাট না কেন? বৌদি কী করে? কিছু দেখে না। |
| বিপিন | : | সব ফল পাকলে মিষ্টি, মানুষ পাকলে তেতো। বৌদির সময় কোথায়? নাতি নাতনি দেখে। |

ডাক্তার : ওষুধগুলি নাও। দুদিন পরে আবার আসবে।

বিপিন : ছেলেটাকে পাঠাব। আসতে পারব না। আমি বড় দুর্বল।

ডাক্তার : তুমি ভয় পেয়েছ। দুদিনের মধ্যেই ভালো হয়ে যাবে। তখন তুমিই আসবে। গাছ থেকে কটা বেগুন নিয়ে এসো। তোমাদের বেগুনগুলি খুব ভালো।

বিপিন : আনব ভাই, আনব। এখন যাই।

ডাক্তার : এসো। আস্তে আস্তে যাবে।

❖—❍—❖

বিপিন : ডাক্তার, অ ডাক্তার? নগ' তাম' খৌলাই? অঙখরদি।

ডাক্তার : তাম' বিপিন? বৌহাই তঙ? বখরকনি বৌখানাই জতত' ফুরই সে থাঙবাইখা?

বিপিন : ইঁহিঁ, বৌখানাই সিমি ঔঙগিয়াখো। নাইসিকদি। খচাই, সেঙকারি জত'ন ফুর বাইখা। মকল সে বেশি নুগলিয়া। খাঙগানি বুকুর হইঅই থাঙবাইখা। বুআ লরে বাইখা। বুড়া ঔঙখা। তাবুকসাক হিমনানি মান'।

ডাক্তার : তাম' ঔঙখা? খা হাময়াদে? আচুগদি। নৌঙ ফৌরৌঙনায়। বৌখানাই ফুরখে কাহাম ন নাঙনাই। বৌসলাই ফুনুগদি। বৌকৌঙ কৌচাক তামৌঙগই? বৌখুনজু সাকানি রি খিবদি।

বিপিন : কাচাঙ নাঙখা। ততরা সাঅ, গরদনা সাঅ, ফিকুঙ সাঅ। অকখুনা আক' কাহাম। চামুঙ কৌরৌই। কৌরৌইসানি অকখুইনা হাময়া।

ডাক্তার : বেলাই কক সৌরৌঙখাদে? বাসৌই হামখে ফৌরৌঙগ। কামচৌলৌই খুকদি। খাকলাব নাইসনানু। ফান খৌলৌই হামা হচাদি। ইয়াগ আইয়াঙ তনদি। ইয়াকুঙ ইয়াঙ তুবুদি। আনি ইয়াসি রমদি।

বিপিন : ইয়াসকু সাঅ। ইয়াগজুরা সাঅ। আচমসা সামা তর'। তাম' খৌলাইনাই?

ডাক্তার : কুসতামইয়া। তা কিরিদি। সালনৌইনি বিসিঙগ হাম ঔঙনাই।

মাই চাগলাক। দুধ তাই রুটি চানাই। সামুঙ তাঙগলাক। রকই তঙনাই। লেঙলানাই। বিথিরগ সই সই চানাই।

বিপিন : এরেঙ কক তা সাদি। আঙ দুধ নৌঙগিয়া। দুধনি সাই বার্লি কাহাম। দাকতি খৌলাইদি। আঙ তাবুক থাঙনাই।

ডাক্তার : আঅ। নৌঙ থাঙনাই। কিসা আচুগদি। ইয়াগ অর' তনদি। প্রেসার নাই নাই। তামৌঙগই ইয়াসকু রাইয়া? বাসৌই তাম' খৌলাই? কুসতাম নুগয়াদা।

বিপিন : বৌথাই জতত' মুঙখাই তুইঅ। বরক মুঙখাই কৌখা। বাসৌইনি সময় বৌর? বুসুক বুসুকজুকরগন' নাইঅ।

ডাক্তার : বিথিরগ নাদি। সালনৌইউল' ফাইউদি।

বিপিন : সান' রহরনাই। আঙ ফাইনানি মানলাক। আঙ বেলাই কেবেল।

ডাক্তার : নৌঙ কিরিখা। নৌঙ সালনৌইনি বিসিঙগ' হামনাই। আফুরু নৌঙন' ফাইনাই। বৌফাঙনি ফানতক কিসা তুবুঅই ফাইদি। নরগণি ফানত করগ জববুই কাহাম।

বিপিন : তুবুনাই ফাইয়ুঙ, তুবুনাই। তাবুক থাঙখা।

ডাক্তার : ফাইদি। কেলেরই থাঙদি।

দ্রষ্টব্য : তঙদি—তনদি ; তাম'ঔঙ+আই—তামৌঙগই ; মুন খৌলাইঅই—মুই খাই—মুঙখাই।

## আলোচনা

কিছু কিছু ধ্বনি বা শব্দ কেবল অন্য শব্দের অন্তে যুক্ত হয়। এগুলিকে প্রত্যয় বলি। বাংলা ও সংস্কৃত ব্যাকরণে প্রত্যয়ের বিস্তারিত আলোচনা আছে। ইংরেজিতে প্রত্যয় আলাদা ভাবে আলোচিত হয় না। আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাকরণে প্রত্যয়কে suffix বলা হয়। বাংলা ও সংস্কৃতে প্রত্যয়কে কৃৎ ও তদ্ধিত এই দুই ভাগে দেখানো হয়। ককবরকের প্রত্যয়গুলিকে আমরা এক ভাগেই দেখবো। যে কোনও ভাষায়ই প্রত্যয়ের সংখ্যা অনেক। আমরা এখানে কেবল প্রধান প্রধান প্রত্যয়গুলি দেখব।

১। অ—(৩) বর্তমান কালের চিহ্ন রূপে ক্রিয়ার অন্তে বসে।

আঙ থাঙগ—আমি যাই।

নীঙ চাঅ—তুমি খাও।

ব কাব'—সে কাঁদে।

(খ) অধিকরণ কারকের চিহ্ন রূপে বিশেষ্য পদের অন্তে বসে।

আঙ ইস্কুল' থাঙগ—আমি স্কুলে যাই।

২। খা—অতীত কালের চিহ্নরূপে ক্রিয়ার অন্তে বসে।

ব ফাইখা—সে এসেছে।

খো—নঞর্থক য়ার পরে খা প্রত্যয়টি খো হয়ে যায়।

ব ফাইয়াখো—সে আসে নাই।

৩। মানি—দূর অতীত কালের চিহ্নরূপে ক্রিয়ার অন্তে বসে।

আঙ অর' তঙমানি—আমি এখানে ছিলাম/থাকতাম।

৪। নাই/উানু/আনু—ভবিষ্যৎকালের চিহ্নরূপে ক্রিয়ার অন্তে বসে।

আমি যাব—আঙ থাঙনাই, আঙ থাঙগানু।

আমি খাব—আঙ চানাই, আঙ চাউানু।

৫। অই—ক্রিয়াপদের ঘটমান অবস্থা বা অসমাপিকার চিহ্ন হিসেবে ক্রিয়ার অন্তে বসে। এটি ইংরেজি present participle এর চিহ্ন ing-এর অনুরূপ।

আঙ চাঅই তঙগ—আমি খাচ্ছি।

আঙ চাঅই ইস্কুল' থাঙনাই—আমি খেয়ে স্কুলে যাব।

৬। জাক—ইংরেজি en বা past participle-এর অনুরূপ জাক প্রত্যয়টি ক্রিয়ার অন্তে বসে ক্রিয়াকে কর্মবাচক ক্রিয়ায় পরিণত করে। এটি বাংলা ও সংস্কৃতের ক্ত প্রত্যয়ের মত। অ রীচামুঙ পথিকা দেববর্মা বাই রীচাবজাকখা—এই গানটি পথিকা দেববর্মা কর্তৃক গীত হইয়াছিল।

ইংরেজি past participleটি বিশেষণ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। যেমন : Heard melodies are sweet । সংস্কৃতের ঐতিহ্য অনুসারে বাংলাও ক্ত প্রত্যয়ান্ত অধীত, পঠিত, প্রদর্শিত ইত্যাদি শব্দ কর্মবাচ্যের ক্রিয়া এবং বিশেষণ এই দুই ভাবেই ব্যবহৃত হয়। ককবরকেও জাক প্রত্যয়ান্ত শব্দ বিশেষণ রূপেও ব্যবহৃত হয়। যেমন : লেঙজাক—পরিশ্রান্ত, রুগজাক—সিদ্ধ (boild), দালকজাক—মিশ্রিত, ইত্যাদি।

৭। নায়—কগবরকের নায় প্রত্যয়টি ইংরেজি er-এর অনুরূপ। ক্রিয়াপদের অন্তে নায় যুক্ত হয়ে সেই ক্রিয়ার কারক বোঝায়। নায়কে সংস্কৃত বাংলার অক প্রত্যয়ান্ত শিক্ষক, সেবক, কারক, ইত্যাদি শব্দের অক এর সঙ্গে তুলনা করা যায়।

সৗরৗঙ—শিক্ষা করা—learn

সৗরৗঙনায়—শিক্ষার্থী—learner

ফৗরৗঙ—শিক্ষা দেওয়া—teach

ফৗরৗঙনায়—শিক্ষক—teacher

খৗলাই—করা—do

খৗলাইনায়—কারক, কর্তা—doer

৮। মুঙ—মুঙ প্রত্যয়টি ক্রিয়াপদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদটিকে বিশেষ্যে রূপান্তরিত করে।

চা—খাওয়া—চামুঙ—খাদ্য

থুঙ—খেলা করা—থুঙমুঙ—খেলা

রৗচাব—গান করা—রৗচাবমুঙ—রৗচামুঙ—গান

৯। থুন—থুন প্রত্যয় যুক্ত হয়ে ক্রিয়া অনুজ্ঞাসূচক বা ভাববাচ্যের ক্রিয়া হয়ে ওঠে।

অৗঙ—হওয়া; অৗঙথুন—হইক, হোক।

চা—খাওয়া ; চাথুন = খাইক, খাক।

থাঙ—যাওয়া ; থাঙথুন—যাউক, যাক।

১০। পাই—ককবরক পাই শব্দটির অর্থ (১) কেনা, ও (২) শেষ হওয়া। কিন্তু এই শব্দটি প্রত্যয়রূপে ক্রিয়ার অন্তেও বসে। তখন প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণতই শেষ হয়েছে বোঝায়। বাংলায় এসে গেছে, চলে গেছে, হয়ে গেছে, ইত্যাদি উক্তিতে গেছে শব্দটি পূর্ববর্তী ক্রিয়াটি সম্পূর্ণতই শেষ হয়েছে বোঝায়। 'পাই' শব্দটি বাংলার গেছে শব্দটির অনুরূপ।

সৗই—লেখা, সৗইবাইখা—লিখেছে, লিখে ফেলেছে।

পাই—কেনা, পাইবাইখা—কিনেছে, কিনে ফেলেছে।

ফাই—আসা, ফাইবাইখা—এসেছে, এসে গেছে।

(উপরের তিনটি শব্দে সন্ধি হয়ে পাই এর প ধ্বনিটি ব হয়ে গেছে।)

১১। উ—'পুনরায়' অর্থে ক্রিয়া পদের অন্তে বসে।

ব ফাইউখা—সে আবার এসেছে।

১২। সিক—'বিশেষ' বা 'ভালভাবে' অর্থে ক্রিয়ার অন্তে বসে।

মানৗইন' নাইসিক দি—জিনিসটাকে ভালভাবে দেখ।

১৩। সন—'একটু' অর্থে 'নাই' ক্রিয়াপদের অন্তে বসে।

ইগালা নাইসন দি—এদিকে একটু দেখ।

১৪। চম—‘গোপনে’ অর্থে ‘নাই’ ক্রিয়ার অন্তে বসে।

নাইচমদি—গোপনে বা আড়াল থেকে দেখ।

১৫। দি/দা—আদেশ, অনুরোধ ইত্যাদি বোঝাতে ক্রিয়ার পরে বসে।

ইয়াঙ ফাইদি—এদিকে আসুন।

১৬। য়া—বর্তমান ও অতীত কালে ক্রিয়ার অন্তে বসে ক্রিয়াকে না-সূচক করে। বর্তমান কালে ক্রিয়ার সঙ্গে য়া যুক্ত হলে তখন আর কালের চিহ্ন অ বসে না। অতীত কালে ক্রিয়ার সঙ্গে য়া যুক্ত হলে কালচিহ্ন খা রূপান্তরিত হয়ে খো হয়।

ব পুহান চায়া—সে পাঁঠার মাংস খায় না।

ব মাই চায়াখো—সে ভাত খায় নাই।

১৭। লাক—ভবিষ্যৎ কালে ক্রিয়ার অন্তে বসে ক্রিয়াকে না-সূচক করে। লাক যুক্ত হলে ক্রিয়ার পরে আর কাল চিহ্ন নাই বা আনু/উানু বসে না। ক্রিয়াপদের শেষ ধ্বনিটি স্পৃষ্ট-ধ্বনি ছাড়া অন্য ধ্বনি হলে ক্রিয়া ও লাক এর মধ্যে একটি গ্-ধ্বনির আগম হয়।

ব কাবলাক—সে কাঁদবে না।

আঙ থাঙগলাক—আমি যাব না।

১৮। সাক—‘পর্য্যন্ত’ অর্থে অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়।

তাবুক সাক—এখন পর্য্যন্ত।

১৯। লিয়া—অতীত কালের ক্রিয়ার অন্তে বসে ক্রিয়াকে না-সূচক করে। লিয়া যুক্ত হলে আর ক্রিয়ার সঙ্গে খা যুক্ত হয় না।

## বিপরীতার্থক শব্দ

কতর—চিকন
কলক—বারা
কলম—পাতলা
কাব—মৗনৗই
কাসা, কা—অঙখর
কাহাম—হাময়া
কুথুই—কৗথাঙ
কুফুর—কস
কৗচাঙ—কুতুঙ
কৗতাল—কৗচাম
কেরাম, কৗরান—কুফুঙ, লন্দা
কৗলাই—কারাক
চেরাই—বুরা
তঙ—কৗরৗই
তলা—সাকা
থামচি কুতুঙ—কৗচাঙ
থাঙ—ফাই
থু—বাচা
না—রৗ
নাইথক—সিতরা
বিগরা—গৗনাঙ
বিসিং—ফাতার
বুই—বাইথাঙ
মাগমুঙ—পিরমুঙ
রম—য়াকার
রৗজা—পাতলা
স', সত—দাগা রৌ
হর—সাল
হাসুক—হারুঙ
হিম—আচুগ
হিলিক—হেলেঙ

❍ —— ❍ —— ❍

# পদ পরিবর্তন

| ক্রিয়া | বিশেষ্য | ক্রিয়া | বিশেষণ |
|---|---|---|---|
| চা | চামুঙ, চানায় | সি | কিসি |
| সা | সামুঙ | হাম | কাহাম |
| থুঙ | থুঙমুঙ, থুঙনায় | থুই | কুথুই |
| কিরি | কিরিমুঙ, কিরিনায় | তর | কতর |
| | | ফুর | কুফুর |
| পাই | পাইমা, পাইনায় | সম | কসম |
| ফাই | ফাইমা, ফাইনায় | | |
| থাঙ | থাঙমা | | |
| ফাল | ফালমা, ফালনায় | | |

| ক্রিয়া | বিশেষণ |
|---|---|
| রুগ | রুগজাক |
| কাই | কাইজাক |
| দালক | দালকজাক |

❍ —— ❍ —— ❍

# বাচ্য পরিবর্তন

আপনারা সকলে বসুন। আমাদের প্রধান অতিথি এসে গেছেন। স্কুলের ছেলেদের দ্বারা তিনি মাল্যভূষিত হবেন। স্কুলের মেয়েদের দ্বারা উদ্বোধনী সংগীত গীত হবে। তারপর মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক প্রদর্শনীর আরম্ভের ঘোষণা দেওয়া হবে। প্রধান অতিথি কর্তৃক পুরস্কার বিতরিত হবে। বাচ্চারা সামনে এসে বস। অনুষ্ঠানের পর সিনেমা দেখানো হবে। জঙ্গলের ছবি। খুব সুন্দর। সিংহ আছে। হাতি আছে। বাঘ, হরিণ, বানর সব আছে। তোমরা ভীত হবে না। ভীত হওয়ার কিছু নেই।

বিপাশা? বিপাশা রিয়াঙ। তুমি কোথায় আছো। তোমাকে ডাকা হচ্ছে। তুমি যেখানেই থাক তাড়াতাড়ি এখানে চলে আস। পুরস্কারের জিনিসগুলি পাওয়া যাচ্ছে না। ওগুলো কোথায় রেখেছ? ওগুলো এখনই লাগবে। ওগুলো নিয়ে আস। তুমি তাড়াতাড়ি আস।

যাঁরা গাছের উপরে উঠেছেন নেমে আসুন। আপনাদের জন্য অনেক জায়গা করা হয়েছে। এখানে এসে বসুন। ওখান থেকে সিনেমা দেখা যাবে না। পরে জায়গা পাওয়া যাবে না। এক্ষুণি উদ্বোধনী সংগীত গীত হবে। একটু পরেই আমরা প্রদর্শনী দেখব। যারা চলে যাচ্ছেন তারা ফিরে আসুন।

ভলান্টিয়াররা গেটে যাও। বাচ্চারা থাকুক। মেয়েদের ওদিকে যেতে দাও। ওরা বারান্দায় বসুক। স্কুলের মেয়েদের বল, ওরা গান শুরু করুক।

❖—○—❖

নরগ জতত' আচুগদি। চিনি নাওরাই কতর সকফাইখা। স্কুলনি চেরাইরগ বাই ব খুমতাঙ রৌজাকনাই। স্কুলনি সাজুকরগ বাই চেঙফুরুনি রৌচাবমুঙ রৌচাবজাকনাই। আবনি উল' মাননীয় মন্ত্রী বাই প্রদর্শনীনি চেঙমানি কক সাজাকনাই। নাওরাই কতর বাই পুরস্কার রৌজাকনাই। চেরাইরগ সৗকাঙগ ফাইঅই আচুগদি। অনুষ্ঠাননি উল' সিনেমা ফুনুগজাকনাই। বলঙনি ছবি। জববুই নাইথক। সিঙ্গ তঙগ। মাইয়ুঙ তঙগ। মৗসা, মসক, মৗখরা জততন' তঙগ। নরগ তা কিরিজাকদি। কিরিনানি কুসতাম কৗরৗই।

বিপাশা? বিপাশা রিয়াঙ? নৗঙ বৗর' তঙ? নন' নৗঙজাগ'। নৗঙ জেসা জাগান'

তঙগ, দাকতি অর' ফাইদি। পুরস্কারনি মানৗইরগ মানজাকয়া। আবরগ বৗর' তনখা? আবরগ তাবুকন' নাঙনাই। আবরগ তুবুঅই ফাইদি। নৗঙ দাকতি ফাইদি।

জে বরকরগ বৗফাঙ সাকাঅ কাসাখা বরগ অঙখর ফাইদি। নরগনি বার্গৗই জাগা কৗবাঙ খৗলাই জাকখা। অর' ফাইঅই আচুগদি। আরনি সিমি সিনেমা নুগজাকলাক। উল' জাগা মানজাকলাক। তাবুক ব চেঙফুরুনি রৗচাবমুঙ রৗচাবজাকনাই। কিসা উল' চৗঙ প্রদর্শনী নুগনাই। জে বরকরগ থাঙগই তঙগ বরগ কিফিলই ফাইদি।

ভলান্টিয়াররগ গেট' থাঙদি। চেরাইরগ অর' তঙথুন। বৗরৗইরগন' আইয়াঙ থাঙনানি রৗদি। বরগ হাতিনাঅ আচুগখুন। স্কুলনি সাজুকরগ' সাদি, বরগ রৗচাবানানি চেঙথুন।

## আলোচনা

ক্রিয়াপদটির রূপের পরিবর্তন হয় বিভিন্ন বাক্যে, বিভিন্ন কারণে। সৗই—লেখ, —ক্রিয়াপদটি, সৗই—লেখ্, সৗ ইঅ—লেখে, সৗইখা—লিখেছিল, সৗই নাই—লিখবে, সৗইজাক'—লিখিত হয়, সৗইজাকখা—লিখিত হয়েছিল, সৗইজাকনাই—লিখিত হবে, সৗইদি—লেখ, সৗইথুন—লিখুক, ইত্যাদি বিভিন্ন রূপে ব্যবহৃত হয়। এই রূপভেদের দ্বারাই বোঝা যায় ক্রিয়াপদটির সঙ্গে কার সম্বন্ধ বিশেষভাবে সূচিত-কর্তার সঙ্গে না কর্মের সঙ্গে। এই রূপভেদকেই বাচ্য। অর্থাৎ ক্রিয়ার যে রূপভেদের দ্বারা ক্রিয়ার সঙ্গে কর্তা বা কর্মের সম্বন্ধ সূচিত হয় তাকেই বাচ্য বলে।

বাচ্য ভেদে ককবরক বাক্যগুলিকে সাধারণত দুইভাগে ভাগ করা যায়। কর্তৃবাচ্য ও কর্মবাচ্য।

কর্তৃবাচ্যে কর্তাই বাক্যের মধ্যে প্রধান। বাক্যের ক্রিয়াপদটি দ্বারা যা করা বা হওয়া বোঝায় তা কর্তাই করে বা হন।

১। আমাদের প্রধান অতিথি এসেছেন।

Our chief guest has come.

চিনি নাওরাই কতর ফাইখা।

২। বিড়ালটি একটি ইঁদুর ধরিয়াছিল।

The cat caught a mouse

আমিঙ সিনজ' মাসা রমখা।

এই বাক্য দুটি কর্তৃবাচ্যে। প্রথম বাক্যে কর্তা অতিথি। আসা কাজটি তিনিই

করেছেন। দ্বিতীয় বাক্যটিতে কর্তা বিড়াল। ধরা কাজটি সে করেছে। এই বাক্য দুটিতে কর্তার প্রথমা বা শূন্য বিভক্তি হয়েছে। প্রথম বাক্যে আসা ক্রিয়াটি অকর্মক। দ্বিতীয় বাক্যে ধরা ক্রিয়া কর্ম ইঁদুর। সে সামান্য প্রাণী বলে কর্মকারকেও শূন্য বিভক্তি হয়েছে।

ককবরক বাক্য দুটিতেও বাংলার অনুরূপ কারক ও বিভক্তি হয়। নাওরাই ও আমিঙ কর্তা। কর্তায় শূন্য বিভক্তি হয়েছে। সিনজ' কর্ম। বাংলার অনুরূপ কারণে কর্মেও শূন্য বিভক্তি হয়েছে।

কর্মবাচ্যে কর্তা গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। ক্রিয়ার সঙ্গে কর্মেরই সম্বন্ধ সূচিত হয়। কর্তার গুরুত্ব এত কমে যায় যে কর্তা অনুল্লেখিত থাকে অনেক বাক্যে।

বিড়ালটি দ্বারা একটি ইঁদুর ধৃত হইয়াছিল।

A mouse was caught by the cat.

আমিঙ বাই সিনজ' মাসা রমজাকখা।

দ্বিতীয় বাক্যটিকে উপরে কর্মবাচ্যে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এই কর্মবাচ্যের বাক্যটিতে মূল কর্তায় করণ কারক ও তৃতীয়া বিভক্তি হয়েছে। কর্ম, কর্তার মতো প্রথমা বিভক্তি নিয়ে ক্রিয়াপদের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ সূচিত করছে। ক্রিয়াপদটি ক্ত প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে। কাল চিহ্ন প্রকাশের জন্য 'হওয়া' ক্রিয়াটির আগম হয়েছে।

ইংরেজিতে বিভক্তি চিহ্নের বাহুল্য নেই। ইংরেজিতে বাক্য মধ্যে পদের অবস্থান বিভক্তির মত গুরুত্বপূর্ণ। উপরের বাক্যটিতে cat ও mouse স্থান পরিবর্তন করেছে। মূল ক্রিয়াপদে ক্ত পদের ইংরেজি রূপ past participle হয়েছে। বাংলার মতই কাল চিহ্ন ধারণ করার জন্য be ক্রিয়াপদের আগম হয়েছে। cat এর আগে by বসেছে।

ককবরকেও কর্তৃবাচ্য থেকে কর্মবাচ্যে রূপান্তরের নিয়মটি বাংলা বা ইংরেজির অনুরূপ। কিন্তু ককবরকে নিয়মটি একটু সরলতর। দ্বিতীয় বাক্যটির রূপান্তর আরও একবার দেখি।

আমিঙ সিনজ' মাসা রমখা।

আমিঙ বাই সিনজ' মাসা রমজাকখা।

পরিবর্তনগুলি তালিকাভুক্ত করা যাক।

১। কর্তায় করণ কারক ও বাই বিভক্তি হয়েছে।

২। কর্মে প্রথমা বা শূন্য বিভক্তি হয়েছে।

৩। ক্রিয়াপদে জাক (এটি বাংলার ক্ত বা ইংরেজির en এর অনুরূপ।) যুক্ত হয়েছে। এর শেষে অতীত কালের চিহ্ন খা এসেছে।

ককবরকে কাল চিহ্ন ধারণ করার জন্য অন্য কোনও ক্রিয়াপদের আগম হয় না। বাংলা ও ইংরেজিতে যথাক্রমে হওয়া এবং be এর আগম হয়।

আগে বলা হয়েছে যে কর্মবাচ্যে কর্তা অনুল্লেখিত থাকতে পারে। আমাদের আলোচিত দ্বিতীয় বাক্যটিকে আবার দেখি।

(ক) আমিঙ সিনজ' মাসা রমখা।

(খ) আমিঙ বাই সিনজ' মাসা, রমজাকখা।

(গ) সিনজ' মাসা রমজাকখা।

উপরের ক বাক্যে কর্তাই ক্রিয়ার আসল কারক ; দ্বিতীয় বাক্যে সে গুরুত্বহীন, যন্ত্র মাত্র। (ইংরেজিতে করণ কারককে instrumental case বলে)। গ বাক্যে কর্তা একেবারেই অনুপস্থিত।

ককবরকে কর্মবাচ্যের বাক্যে কর্তায় করণ কারক ও বাই বিভক্তি হয়, কর্মে শূন্য বিভক্তি হয়, ক্রিয়ার সঙ্গে জাক প্রত্যয় যুক্ত হয়ে তার পরে কাল চিহ্ন বসে।

❍ —— ❍ —— ❍

# প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উক্তি

| | | |
|---|---|---|
| খদ্দের | : | আপনার কাছে ভালো কলম আছে? |
| দোকানদার | : | রবি, কলম দেখাও। আলমারিতে ভালো কলম আছে। |
| রবি | : | বাবা, আলমারিতে কলম নেই। |
| দোকানদার | : | ভালো করে দেখো। উপরে বাঁদিকে আছে। ডানদিকে ওগুলো পেন্সিল। সোজা তাকাও হ্যাঁ, এখানে। |
| রবি | : | নিন কলম। এক একটা এগারো টাকা। |
| খদ্দের | : | কম হবে না? দশ টাকা? |
| রবি | : | বাবা দশ টাকায় দেবে? |
| দোকানদার | : | আর পঞ্চাশ পয়সা দিন। |
| খদ্দের | : | না, আর দেব না। |
| দোকানদার | : | ঠিক আছে, দিয়ে দে। |
| খদ্দের | : | নাও টাকা। |
| রবি | : | বাবা, দশ টাকা দাও। উনি বিশ টাকার নোট দিয়েছেন। |
| দোকানদার | : | আর কিছু নেবেন না? |
| খদ্দের | : | না, আর কিছু নেব না। |
| দোকানদার | : | নিন টাকা। |

| | | |
|---|---|---|
| পাইনায় | : | নিনি থানি কলম কাহাম দে তঙ? |
| ফালনায় | : | রবি, কলম ফুনুগদি। আলমারিঅ কলম কাহাম তঙগ। |
| রবি | : | বাবু, আলমারিঅ কলম কৗরৗই। |
| দোকানদার | : | নাইসিকদি। সাকানি ইয়াকসি গালাঅ তঙগ। ইয়াগকরা গালা আবরগ পেন্সিল। কেপলেঙ নাহারদি। আঅ, অর'। |
| রবি | : | কলম নাহাদি। কলম কঙসা রাঙচিসা। |
| পাইনায় | : | কমিজাকলাগ দে? রাঙচি? |
| রবি | : | বাবু, রাঙচি বাই রৗনাই দে? |
| ফালনায় | : | তাইব' পুইসা খলনৗই লেপচি রৗদি। |

| | | |
|---|---|---|
| পাইনায় | : | ইঁহিঁ, তাই রৗয়া। |
| ফালনায় | : | দখাই, রৗদি। |
| পাইনায় | : | রাঙ নাহাদি। |
| রবি | : | বাবু, রাঙচিরৗদি। ব' খলপেনি নোট কাইসা রৗখা। |
| ফালনায় | : | তাইব' কিসা নাইয়া দে? |
| পাইনায় | : | ইঁহিঁ, তাই নাগলাক। |
| ফালনায় | : | রাঙ নাহাদি। |

[ না-নেওয়া + দি-অনুজ্ঞা জ্ঞাপক অব্যয় = নাহাদি। মধ্যে হা এর আগম হয়]

খদ্দের জিজ্ঞেস করলেন ভালো কলম আছে কিনা। দোকানদার রবিকে কলম দেখাতে বললেন। তিনি বললেন আলমারিতে ভালো কলম আছে। রবি বললো আলমারিতে কলম নেই। দোকানদার রবিকে ভালো করে দেখতে বললেন। তিনি বললেন, উপরে বাঁদিকে আছে।

রবি খদ্দেরকে কলম দেখালো। সে বললো এক একটা এগারো টাকা। খদ্দের দশ টাকা বললো। রবি তার বাবাকে জিজ্ঞেস করলো দশ টাকায় দেবে কিনা। বাবা প্রথমে আরও পঞ্চাশ পয়সা চাইলেন। পরে দিতে বললেন।

পাইনায় সুঙখা কলম কাহাম দে তঙ? ফালনায় রবিন' কলম ফুনুগনানি সাখা। ব সাখা আলমারি অ কলম কাহাম তঙগ। রবি সাখা আলমারি অ কলম কৗরৗই। ফালনায় রবিন' কাহাম খে নাইনানি সাখা। বা সাখা সাকানি ইয়াকসি গালা তঙগ।

রবি পাইনায়ন' কলম ফুনুগখা। ব সাখা কলম কঙসা রাঙ চিসা। পাইনায় রাঙচি সাখা। রবি বিনি বৗফান' সুঙখা রাঙচি বাই রৗনাইদা? বৗফা পুইলা তাইব' পুইসা খলনৗই লেপচি সানখা। উল' রৗনানি সাখা।

## আলোচনা

প্রত্যেকই আমরা কথা বলি। অনেক সময় অমল যে কথা বিমলকে বলেছে বিমল সেই কথা কমলকে এসে বলে। বিমল যদি হুবহু অমলের কথা কমলের কাছে এসে বলে তবে তাকে প্রত্যক্ষ উক্তি বলা হয়। যেমন :-

অমল বলেছে 'আমি যাব না'।—অমল সাখা 'আঙ থাঙগলাক।' কিন্তু বেশির

ভাগ সময়েই বিমলরা এ রকম হুবহু কথা এসে বলে না। তারা কথাটা নিজের মত করে বলে। এই নিজের মতো করে বলাকে বলে পরোক্ষ উক্তি যথা—

অমল বলেছে সে যাবে না—অমল সাখা বা খাঙগলাক। এই পরোক্ষ উক্তি। কথ্য ভাষার চেয়ে লিখিত ভাষায় প্রয়োজন হয় বেশি। স্কুলে গল্প কবিতার সারাং শ লিখতে, অফিসে নোট শীট লিখতে, খবরের কাগজের রিপোর্ট লিখতে, সব সময় পরোক্ষ উক্তি ব্যবহার হয়। সুতরাং পরোক্ষ উক্তি শেখা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

ইংরেজিতে প্রত্যক্ষ উক্তিকে পরোক্ষ উক্তিতে রূপান্তরের বিস্তারিত নিয়ম আছে। ইংরেজি ভাষায় tense বদল করা রীতিমত খটমট ব্যাপার। বাংলা ও ককবরকে এই রূপান্তরের নিয়ম অনেক সরল। আমাদের ভাষায় প্রত্যক্ষ উক্তিকে পরোক্ষ উক্তিতে রূপান্তর করতে ক্রিয়ার কাল পরিবর্তন করতে হয় না। এখানে পরিবর্তন বক্তার পুরুষরে পরিবর্তনের মধ্যেই সীমাবদ্ধা। বিষয়টা উদাহরণ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করি।

১। অমল সাখা, "আঙ স্কুল' পড়িঅ।"
অমল বললো, "আমি স্কুলে পড়ি।"
২। অমল সাখা, "রবি মিয়া ফাইখা।"
অমল বললো, "রবি কাল এসেছে।"
৩। অমল সাখা, "নৌঙ খীনা অ বই মাননাই।"
অমল বললো, "তুমি কাল বইটা পাবে।"

উপরের তিনটি বাক্যে অমল কি কি বলেছে তা হুবহু বলা হয়েছে। তার কথাগুলো উদ্ধার চিহ্নের' মধ্যে দেখানো হয়েছে। প্রত্যেকটি বাক্যে 'অমল বললো' অংশটি অতীত কালে। কিন্তু অমলের উক্তিগুলি বিভিন্ন কালে। ১ নং বাক্যে উক্তিটি বর্তমান কালে, ২ নং বাক্যে এটি অতীত কালে, আর ৩ নং বাক্যে এটি ভবিষ্যৎ কালে।

এবার বাক্যগুলি পরোক্ষ উক্তিতে কেমন হয় দেখি।

১। অমল সাখা ব স্কুল' পড়িঅ।
অমল বললো যে সে স্কুলে পড়ে।
২। অমল সাখা রবি মিয়া ফাইখা।
অমল বললো যে রবি কাল এসেছে।
৩। অমল সাখা ব খীনা অ বই মাননাই।
অমল বললো যে সে কাল বইটি পাবে।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে বাংলা পরোক্ষ উক্তির বাক্যগুলিতে এই কটি পরিবর্তন হয়েছে।

(ক) পরোক্ষ উক্তির বাক্যে উদ্ধার চিহ্ন ব্যবহার হয় নাই।

(খ) 'যে' অব্যয়টি যোগ করে পরোক্ষ উক্তিটিকে বাক্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(গ) প্রত্যক্ষ উক্তির 'আমি' ও 'তুমি'-কে পরোক্ষ উক্তিতে 'সে' করা হয়েছে। রবি-তে কোনো পরিবর্তন হয় নাই।

(ঘ) 'আমি, তুমি'-তে পরিবর্তন হওয়ায় ক্রিয়ার পুরুষ চিহ্ন পরিবর্তন হয়েছে। অর্থাৎ 'পড়ি' স্থলে 'পড়ে' হয়েছে।

এবার দেখি ককবরক পরোক্ষ উক্তিগুলিতে কি কি পরিবর্তন এসেছে।

(ক) উদ্ধার চিহ্ন ব্যবহার হয় নাই।

(ঙ) 'আঙ' ও 'নৌঙ'-এর স্থলে 'ব' হয়েছে।

ককবরকে 'যে' ব্যবহার হয় নাই। ককবরকে ক্রিয়ার পুরুষের চিহ্ন নাই বলে সেখানেও কোনও পরিবর্তন আসে নাই।

উপরে বিশ্লেষিত তিনটি বাক্যই উক্তিমূলক। আমরা দেখলাম ককবরক উক্তিমূলক বাক্যকে প্রত্যক্ষ উক্তি থেকে পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তন করতে কেবল (১) উদ্ধার চিহ্ন উঠে যায়, আর (২) প্রত্যক্ষ উক্তিটির কর্তায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন হয়।

যদি প্রত্যক্ষ উক্তিটি উক্তিমূলক বাক্য না হয়? যদি প্রশ্ন হয়? এবার দেখি তাহালে পরোক্ষ উক্তিতে কি পরিবর্তন আসে।

৪। অমল বললো, "তোমার নাম কি?"
অমল সাখা, "নিনি মুঙ তাম'?"

৫। অমল বললো, "তোমরা কোথায় গিয়েছিলে?"
অমল সাখা, "নরগ বীর' থাঙখা?"

৬। অমল বললো, "আমি আজ যাব?"
অমল সাখা, "আঙ তিনি থাঙনাই দে?"

উপরের তিনটি বাক্যে উদ্ধার চিহ্নের মধ্যে তিনটি প্রশ্ন আছে। এবার দেখি এগুলি পরোক্ষ উক্তিতে গেলে কি পরিবর্তন হয়।

৪। অমল জিজ্ঞেস করলো তার নাম কি।
অমল সুঙখা বিনি বীমুঙ তাম'।

৫। অমল জিজ্ঞেস করলো তারা কোথায় গিয়েছিল।
অমল সুঙখা বরগ বীর' থাঙখা।

৬। অমল জিজ্ঞেস করলো সে আজ আসবে কিনা।
অমল সুঙখা ব তিনি ফাইনাই দে।

প্রত্যক্ষ উক্তির প্রশ্নগুলিকে পরোক্ষ উক্তিতে নিতে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি হয়েছে।

(ক) উদ্ধার চিহ্ন হয় উঠে গেছে।

(খ) 'বললো'র জায়গায় 'জিজ্ঞেস করলো' এসেছে। সাখা হয়েছে সুঙখা।

(গ) প্রশ্নের কর্তায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এসেছে।

এবার অনুজ্ঞাসূচক বাক্য হলে কী হয় তা দেখি।

৭। আবদুল বললো, "তোমরা এখানে বস।"
আবদুল সাখা, "নরগ অর' আচুগদি।"

৮। ডেভিড বললো, "ওরা এখন যাক।"
ডেভিড সাখা, "বরগ তাবুক থাঙথুন।"

এই বাক্যগুলিকে পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তন করি।

৭। আবদুল ওদের এখানে বসতে বললো।
আবদুল বরগন' অর' আচুগনানি সাখা।

৮। ডেভিড ওদের এখন যেতে বললো।
ডেভিড বরগন' তাবুক থাঙনানি সাখা।

অনুজ্ঞাসূচক বাক্যে পরিবর্তনগুলি নিম্নরূপ :

(ক) উদ্ধার চিহ্ন উঠে যায়।

(খ) 'বললো—সাখা' কথাটি বাক্যের শেষে চলে যায়।

(গ) প্রত্যক্ষ উক্তির বাক্যটির ক্রিয়া অসমাপিকা হয়।

(ঘ) প্রত্যক্ষ উক্তিটি পরোক্ষ উক্তির কর্তা ও ক্রিয়ার মাঝখানে জায়গা করে নেয়।

মোটামুটিভাবে উক্তি পরিবর্তনের নিয়মগুলি উপরে দেওয়া গেল।

# শৈলী—স্টাইল

এক এক জন লোকের কথা বলার ধরন এক এক রকম। শুধু কি কথা বলা? চুল আচড়ানোর ধরন, কাপড় পরার ধন, এমনকি হাঁটা চলার ধরনেও মানুষে মানুষে পার্থক্য আছে। এক জনের কথা অন্য জনে অনুকরণ করলে পর্যন্ত বুঝতে পারি কার অনুকরণ করা হচ্ছে। হাঁটা দেখে দূর থেকেই চিনতে পারি আসছে অভিরাম দেববর্মা। কথা শুনেই বুঝতে পারি আমাদের করুণাময় তার শিক্ষক সংগ্রামবাবুর কথা নকল করে আমোদ করছে। লেখা দেখেই বুঝতে পারি এ লেখা তখিরায়ের। ছাপানো বই পড়ে বলে দিতে পারি লেখকের নাম।

এই 'ধরন' কথাটির ইংরেজি প্রতিশব্দ style । এই style কথাটি এত চালু যে ভুলেই যাই এটি ইংরেজি। এর একটি কেতাদুরস্ত ভারতীয় প্রতিশব্দও আছে—শৈলী। শব্দটি সংস্কৃতজ। এটি অহমিয়া, বাংলা, ওড়িয়া, হিন্দি, তেলুগু এবং আরও কয়েকটি ভারতীয় ভাষায় চালু আছে। কিন্তু style-এর তুলনায় এর জনপ্রিয়তা অনেক কম। গুরুগম্ভীর লেখায় শৈলী শব্দের ব্যবহার। style-এর আনাগোনা সর্বত্র।

কথা ও লেখায় প্রত্যেক লোকের style আলাদা। আসলে মানুষের ব্যক্তিত্বই style-এ প্রকাশিত হয়। স্বাভাবিক ভাবেই style মানেই ব্যতিক্রম। আমরা এই ব্যাকরণ বইটিতে যা পড়লাম সে সবই সাধারণ নিয়ম। ছোট বেলায় মা কথা বলতে, হাঁটতে, খেতে, চুল আঁচড়াতে শিখিয়েছিলেন। এখন কি আর সে সব কথা মনে পড়ে? এখন কি আর আধো আধো কথা বলি? দু'হাত ছড়িয়ে শরীরটাকে ব্যালেন্স করে হাঁটি? আস্তে আস্তে খাই? মাঝখান দিয়ে সিঁথি করে চুল আঁচড়াই? না কিছুই করি না। ব্যাকরণও মায়ের মতো। সব নিয়ম মাফিক শেখাবে। আমরাও শিখব। কিন্তু একবার নিজেরা লিখতে এবং বলতে শিখলেই আমরা যার যার ধরন অনুসারে বলব ও লিখব। সেটাই হবে আমাদের যার যার ধরন, শৈলী বা style।

রোজ যে পিঁড়িটাতে বসে খাই সেটাতে কোনও অলঙ্করণ থাকে না। পূজায় বসার আসনটাতে আছে। রোজকার রান্না ডালে, ভাতে শাকে কোনও বৈশিষ্ট্য থাকে না। বাড়িতে জামাই এলে রান্নায় বৈশিষ্ট্য আসে। মঁ মঁ গন্ধ রাস্তা থেকে পাওয়া যায়। বাড়িতে আলো তো রোজই জ্বলে। দেওয়ালির আলো আলাদা।

বাজারে কত লোক কথা বলে। সেখানে ভাষায় কোনও style নেই। ক্লাসের শিক্ষক মহাশয়ের কথা style থাকে। পণ্ডিত মহাশয় যখন ভাগবত পাঠ করেন তাঁর

ভাষায় style থাকে। মন্ত্রী মহাশয় বক্তৃতায় স্টাইল থাকে। কিন্তু ওই শিক্ষক মহাশয়, পণ্ডিত মহাশয়, মন্ত্রী মহাশয় বাজারও করেন। তখন তাঁদের ভাষাও সাধারণ হয়ে যায়। তখন তাঁদের ভাষাতেও কোনও স্টাইল থাকে না। অর্থাৎ স্টাইল কেবল ব্যক্তিনির্ভর নয় ; স্থান, কাল, পাত্র, বিষয় সব মিলে style-এর জন্ম দেয়।

ভাষায় বক্তা বা লেখকের শৈলী প্রকাশ পায় বিভিন্ন ভাবে। একটা পদ্ধতি হচ্ছে কর্তৃবাচ্যের বদলে কর্মবাচ্যের ব্যবহার। বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়ক লেখায় কর্মবাচ্যের ব্যবহার বেশি করতে হয় বিষয়ের প্রয়োজনে। বাক্যে ব্যবহৃত শব্দের বিন্যাসে (arrangement) বদল করে দিয়ে ভাষাকে আরও চিত্তাকর্ষক করে তুলতে চেষ্টা করেন অনেক লেখক। এটাও আরও একটা শৈলী। প্রত্যক্ষ উক্তির ব্যবহার করে ভাষায় নাটকীয়তা আনা যায়। কিন্তু তাতে লেখকের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করার অসুবিধা হয়। লেখক নিজের শৈলী অনুসারে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উক্তির ব্যবহার কমান বা বাড়ান। বিদেশি শব্দের প্রচুর ব্যবহার বা বিদেশি শব্দ একেবারে বর্জনও বিভিন্ন শৈলীর নিদর্শন। লেখক পছন্দমত এসবও করেন।

ককবরকে লেখা এখনও প্রায় কিছুই নেই। ভবিষ্যতের লেখকদের রচনা বিশ্লেষণ করে তাদের শৈলী দেখাবেন ভবিষ্যতের ভাষাতাত্ত্বিকগণ।

❍ —— ❍ —— ❍

# শব্দার্থ

## ককবরক—বাংলা

এই বইয়ে ব্যবহৃত শব্দগুলি নিচে অভিধানের ধাঁচে সাজিয়ে দেওয়া হল। অপরিবর্তিত বিদেশি শব্দগুলি এখানে দেওয়া হয়নি। অক্ষরগুলি এইভাবে সাজানো হলো : অ, আ, ই, উ, উৗ, এ, ও, ক, খ, গ, ঙ, চ, জ, ত, থ, দ, ন, প, ফ, ব, ম, য়, র, ল, উা, স, ং, ঁ।

**অ**

অ — ককবরক বর্ণমালার প্রথম অক্ষর। বর্তমান কালের চিহ্ন। বিভক্তি ; অধিকরণ কারকে যুক্ত হয়।

অ, অক', অব', অম', — এই, এইটি, এইজন।

অর' — এখানে।

অআতৌই — বৃষ্টি, বর্ষা।

অআতৌই মল — বর্ষাকাল।

অআনা — চিন্তা করা।

অআলা, ওআলা — ঝগড়া করা।

অই — ইংরেজি ing-এর অনুরূপ চিহ্ন ; ঘটমান কালে ও অসমাপিকা ক্রিয়ার অন্তে বসে।

অক — পেট।

অকখুই — ক্ষুধা লাগা।

অক খুইমা — ক্ষুধা।

অকরা — বড়।

অকরামা — জ্যেষ্ঠা মহিলা।

অকরাসা — বড় জন।

অঙখর — বাহির হওয়া, নেমে আসা।

অচাই — পুরোহিত।

অম'তৌই — এইরকম।

**আ**

আ — মাছ।

আঅ — হ্যাঁ।

আইবি — দিদি।

আঙ — আমি।

আচমসা — হঠাৎ।

আচাই — জন্ম।

আচাই হা — জন্মভূমি।

আচু — পিতামহ।

আচুই — পিতামহী।

আচুগ — বসা।

আতা — দাদা, বড় ভাই।
আন’ — আমাকে।
আনি — আমার।
আনু — ভবিষ্যৎ কালের চিহ্ন।
আব’ — ঐটি।
আবনি বাগীই — সেই জন্য।
আবুই — দিদি।
আমা — মা।
আমিঙ — বিড়াল।
আর’ — সেখানে, ওখানে।
আহাই — এইভাবে।
ঔঙ — হওয়া।
ঔঙসা — হ্যাঁ-বোধক।
ঔঙগিয়াসা — না-বোধক।
ঔঙ কলক — পিছন।

**ই**

ই, ইক’, ইব’, ইম’—এই, এইটি এইজন।
ইগালা — এই পাশে।
ইয়গ — সাঁতার কাটা।
ইয়া, য়া —না সূচক প্রত্যয়।
ইয়াকসি — ডান, দক্ষিণ।
ইয়াক, ইয়াগ — হাত।
ইয়াকুঙ — পা।
ইয়াগ জুরা — কনুই।
ইয়াগরা — বাম।
ইয়াঙ — এইদিকে।
ইয়াফা — হাতের পাতা, থাবা।
-খরব — হাততালি দেওয়া।
ইয়ার — বন্ধু।
ইয়াসকু — হাঁটু, খুর, নখ।
ইয়াসি — আঙ্গুল।
ইঁ — হ্যাঁ।
ইঁহিঁ — না।

**উ**

উ, উক’,
উব’, উম’ — ঐ, ঐটি, ঐজন।
উগালা — ঐ দিকে, ওপাশে।
উরৗম — মুড়ি।
উল’ — পরে।
উসকাঙ — পরশুদিন।

**এ**

এরেঙ — অকারণ, অনর্থক।

**ও**

ওআ — বাঁশ।
ওআইসা-ওআইসা — মাঝে মাঝে।
ওআনা — চিন্তা করা।

**ক**

কক — ভাষা ; শব্দ ; শ্রেণী বিভাজক বিশেষণ, গায়ের তিল বোঝাতে সংখ্যার সঙ্গে বসে।
-খরক — মূল কথা।
-বথমা — মূল কথা।
-বারমা — প্রতিজ্ঞাভঙ্গ।
ককতাঙ — বাক্য।

-ককসা — উক্তিমূলক বাক্য।
-দাগিমাসা — আদেশসূচক বাক্য।
-মৗলাঙসা — বিস্ময়সূচক বাক্য।
-সুঙ মুঙসা — জিজ্ঞাসাসূচক বাক্য।
ককথাই — পদ ; প্রবাদ।
-সানদাই — সম্বন্ধ পদ।
ককমা — ব্যাকরণ।
কঙ — টা, টি ; মরা গাছ, বাঁশ কাঠ বা বাঁশের তৈরি লম্বা জিনিস বোঝাতে সংখ্যার সঙ্গে বসে।
কতর — বড় ; মহৎ।
কথমা — গল্প, উপন্যাস।
করম' — হলুদ রং।
করায় — ঘোড়া।
কল — টা, টি ; ছোট গোল জিনিসের ক্ষেত্রে সংখ্যার সঙ্গে বসে।
কলক — লম্বা।
কলম — গাঢ়।
কসম — কাল (black)।
-সা — কাল লোক।
-মা — শ্যামলী মেয়ে।
কা, কাসা — চড়া।
কাই — সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বসে ; বিয়ে করা।
-জাক — বিবাহিত।
কাঙরাঙ — নীল।
কাঙ — টা, টি ; চ্যাপ্টা, পাতলা কাপড়ের মত জিনিস বোঝাতে সংখ্যার সঙ্গে বসে।
কাচাঙ, কৗচাঙ — ঠাণ্ডা।
কাথাম — তৃতীয়।
কাপ, কাব — কাঁদা।
কামচৗলৗই — জামা, shirt, frock
কামি — গ্রাম।
কারা — অব্যয়।
কারাক — শক্ত, সবল।
কালাই — পড়া, পড়ে যাওয়া, fall
কাহাম — ভালো, সুস্থা।
কিচিঙ — বন্ধু।
কিফিল — ফেরা, প্রত্যাবর্তন করা।
কিরি — ভয় করা।
-জাগ — ভীত হওয়া।
-জাগয়া — ভীত না হওয়া।
-নায় — ভিতু।
-মুঙ — ভয়।

কিসা — কিছু, একটু।

কিসি — ভিজা।

কুআই, কুআয় — সুপারি, পান সুপারি।

-ফাঙ — সুপারি গাছ।

কুতুই — মিষ্টি।

কুতুঙ — গরম।

কুথুই — মৃত।

কুফুঙ — বড়, মোটা।

কুফুর — সাদা।

কুবুই — সত্য।

কুবুনি — অন্য।

কুমাই — হারানো, হারিয়ে ফেলা।

কুলুম — জ্বর, অসুখ।

কুসতাম — কিছুই।

কৗকৗই — ছোট বোন।

কৗখা — তিক্ত, তেতো।

কৗচাক — লাল।

কৗচাঙ — উজ্জ্বল ; ঠাণ্ডা, নম্র।

-তত’ — বিনয়ী।

কৗচাম — পুরাতন।

কৗচার কৗচার — মাঝে মাঝে।

কৗতাল — নূতন।

কৗথাঙ — জীবিত।

কৗনৗই — দ্বিতীয়।

কৗবাঙ — অনেক।

কৗরা — শ্বশুর।

-জুক — শাশুড়ি।

কৗরান — শুকনা, শীর্ণ, রোগা।

কৗরৗই — নাই ; অনুপস্থিত।

-সা — গরিব।

কৗলাই, কৗলায় — সহজ, সস্তা, নরম।

কেপলেঙ — সোজা।

কেপেগ — নরম, কোমল।

কেবেল — দুর্বল।

কেরাঙ কথমা — লৌকিক গল্প।

কেরাম — শীর্ণ, সরু।

কেলের — ধীরে ধীরে।

**খ**

খক — টাকা বোঝাতে সংখ্যার সঙ্গে বসে।

খচাই — দাড়ি।

খরক — মানুষ ও মনুষ্যবাচক শব্দের সংখ্যা বোঝাতে সংখ্যার সঙ্গে বসে ; পুরুষ (ব্যাকরণের)।

খল — তোলা (ফুল), চয়ন করা ;

খল খলপে — কুড়ি, বিশ।

খা — ক্রিয়ার অন্তে বসে অতীত কাল বোঝায় ; হৃদয় ; মন।

খা, খামা — গ্রেফতার করা।

খাইচিগ, খাচিক — দৌড় দেওয়া।
খাকলাব — বুক।
খাঙগা, খাঙগার — গাল।
খিব — সরানো, স্থানান্তর করা।
খিলিমা — বিশেষণ।
খুব — খোলা, খুলে নেওয়া।
খুঙ — টা, টি ; ঘর, নৌকা ইত্যাদির সঙ্গে বসে।
খুতুঙ — সুতা।
খুম — ফুল।
-তাঙ — মালা।
খৗনা — শোনা ; আগামী কাল।
খৗরাঙজিজি — সবুজ।
খৗলাই — করা।
খৗলায়মা — অভ্যাস করা ; ক্রিয়া।
খে — অসমাপিকা ক্রিয়ার চিহ্ন।

**গ**

গরদনা — ঘাড়।
গলা — কলস।
গানতিনগ — রান্নাঘর।
গানা — পাশ, side
গুদাল — কোদাল।
গুআই নগ — গোয়াল ঘর।
-গৗনাঙ — মান।

**চ**

চা — খাওয়া।
চামুঙ — খাদ্য।
চার — আট।
চারৗ — খাওয়ানো।
চাল — দূর।
চি — দশ।
চিকন — ছোট।
চিনি, চৗঙনি — আমাদের।
চুআন, চৗআন — মদ বানাবার বড়ি।
চুকু — নয়।
চুম — পরা।
চৗঙ — আমরা।
চৗন’ — আমাদিগকে।
চৗলা — পুরুষ।
চেঙ — আরম্ভ করা।
চেরাই — শিশু, বালক, ছেলে।
-জুক — মেয়ে।

**জ**

জত’, জতত — সব।
জততনি — সবচেয়ে।
-অকরা — প্রধান।
জববুই — খুব।
জরা — সময় ; কাল।
জলি রৗ — বিভক্ত করা।
জামির — লেবু।
জালা মান — বিভক্ত হওয়া।
জুদা জুদা — পৃথক পৃথক, বিভিন্ন।
জেসাফা — যা কিছু।

**ত**

তক — পাখি ; মোরগ।
-চৌলা — মোরগ।
-মা — মুরগি।
তঙ — বাস করা ; অবস্থান করা; হওয়া।
-থক — খুশি, আনন্দিত।
তঙথকজাগ — আনন্দিত হওয়া।
তঙথক জাগয়া — বিষণ্ণ হওয়া।
ততরা — গলা। neck
তন — রাখা।
তর — ‘বড় হওয়া।
তা — না-বোধক অব্যয়। অনুজ্ঞাসূচক নঞর্থক বাক্যে ক্রিয়ার আগে বসে।
তাই — আর, এবং।
-সা — আর একটু।
তাকলাই — ‘এবার।
তাখুক — পেঁচা ; পাখির খাঁচা ; ভাই।
তাখুম — হাঁস।
-চৌলা — হংস।
-বৌরৗই — হংসী।
-রাজগাঙ — রাজহাঁস।
-চৌলা — রাজহংস।
-বৌরৗই — রাজহংসী।
তাগ — বোনা, weave,
তাঙ — করা।
তাঙনায় — কর্মী ; কারক।
-ইয়াচগনাই — অধিকরণ কারক।
-খৗলায়ফাঙ — কর্তৃকারক।
-তাঙসঙ — করণ কারক।
-সামুঙ — কর্মকারক।
-সিমি — অপাদান কারক।
তান — কাটা।
তাবুক — এখন ; বর্তমান।
-জরা — বর্তমান কাল।
-তঙমা জরা — ঘটমান বর্তমান কাল।
-সাক — এখন পর্যন্ত।
তাম — বাজা (দশটা বাজলো—দশটা তামখা)।
তাম’ — কী।
তামঙগই, তামৗঙগই — কেন।
তামনি বাগৗই — কিসের জন্য, কেন।
তাল — মাস ; চাঁদ।
তিনি — আজ।
তুই — মিষ্টি, মিষ্টি হওয়া।
তুকরি — ঝুড়ি।
তুঙ — টি, টা, সরু লম্বা জিনিসের ক্ষেত্রে

সংখ্যার সঙ্গে বসে।

তুবু — আনা।

তৌই — টি, টা, ডিমের ক্ষেত্রে সংখ্যার সঙ্গে বসে ; দিয়ে—along।

লামাতৌই — রাস্তা দিয়ে ; জল।

তৌক — স্নান করা।

তৌতৌই — অসমাপিকা ক্রিয়ার পরে বসে ক্রিয়াপদটির দ্বিত্ব সূচনা করে।

আচুগতৌতৌই — বসে বসে।

তৌয় — জল ; মাসী।

তৌয়মা — নদী।

তৌলাঙ — নেওয়া।

**থ**

থক — থামা।

থাই — টা, টি ; ফল বা বড় গোল জিনিসের ক্ষেত্রে সংখ্যার সঙ্গে বসে।

থাইচুক — আম।

থাইপুঙ — কাঁঠাল।

থাইলিক — কলা।

থাঙ — যাওয়া, গমন করা ; বাঁচা।

-মা — গমন।

থানি — কাছে ; আনি।

থানি রাঙ কৌরৗই— আমার কাছে টাকা নাই।

থাম — তিন।

থামচি — রাগ।

থামচি কুতুঙ — রাগী।

থু — ঘুমানো।

থুই — মরা, মরে যাওয়া।

থুঙ — খেলা করা।

-জাকনাই — খেলনা।

জাকনায় — খেলোয়াড়।

-মুঙ — খেলা।

থুন — ক্রিয়ার অন্তে বসে ক্রিয়ার অনুজ্ঞ ও নাম পুরুষ বোঝায়।

থুরুক — মুসলমান।

**দ**

দক — ছয়।

দখাই — ঠিক আছে।

দা, দে — প্রশ্নের চিহ্ন। বর্তমান কালে ক্রিয়ার আগে এবং অতীত ও ভবিষ্যৎ কালে ক্রিয়ার পরে বসে।

দাইতি, দাকতি — শীঘ্র, তাড়াতাড়ি।

দাগারী — ধাক্কা দেওয়া, ঠেলা।

দালক — মেশানো।

-জাক — মিশ্রিত ; বিবিধ।

দি — অনুজ্ঞাসূচক প্রত্যয়।

দিপর — দুপুর।

দুমা — ধুম, ধোঁয়া।

-নৗঙ — ধূমপান করা।

-মাকতি — ‘তামাক।

দুলাই — চাদর।

দৗক, লের — বিলম্ব, দেরী।

দৗখাই — দড়ি, রশি।

দে — প্রশ্নসূচক অব্যয়।

দেক — টা, টি।

দেকা — ষাঁড়, পুরুষ বাছুর।

**ন**

ন — ই (কথার জোর দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত প্রত্যয়)।

নখা — আকাশ।

-গুরুম — মেঘগর্জন।

-ফিলিক — বিজলী।

নগ — ঘর, বাড়ি।

নন’ — তোমাকে।

নরগ — তোমরা।

না — নেওয়া।

নাই — দেখা।

-থক — সুন্দর।

-সন — একটু দেখা।

-সিক — ভালোভাবে দেখা।

নাওরাই — অতিথি।

নাঙ — লাগা।

নানা — ঠাকুরমা।

নায় — সংস্কৃত ও বাংলার অক এবং ইংরেজির —er প্রত্যয়ের অনুরূপ প্রত্যয়।

নাহার — তাকানো।

নি — অপাদান কারক ও সম্বন্ধ পদের বিভক্তি চিহ্ন।

নিনি — তোমার।

নুগ — ক্রি, দেখা।

-না — বি, দেখা।

নৗই — দুই।

নৗঙ — তুমি ; ডাকা, পান করা।

**প**

পগ — ভুলে যাওয়া।

পাই — শেষ করা ; ক্রয় করা।

-নায় — ক্রেতা।

-না — ক্রয়।

পি — পিসি।
পিআ — পিসেমশাই।
পিরমুঙ — আলো।
পুইলা — প্রথম।
পুইসা — পয়সা।
পুন — ছাগল।
-জুআ — পাঁঠা!
পুমা — পোয়াতি ছাগল।
পুহান — পাঁঠার মাংস।

**ফ**

ফাই — আসা।
ফাইনাই — ভবিষ্যৎ।
-জরা — ভবিষ্যৎ কাল।
-তঙমা জরা — ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল।
ফাইনায় — আগন্তুক।
ফাইমা — আসা, আগমন।
ফাইয়ুঙ — ভাই।
ফাঙ — টা, টি ; গাছের সংখ্যা বোঝাতে সংখ্যার সঙ্গে বসে।
ফাতার — বাহির।
ফার — ঝাঁট দেওয়া।

**ব**

ব — সে, তিনি ; ও।
বরক — মানুষ।
বখরক — মাথা।
বল — কাঠ, লাকড়ি।
বলঙ — বন।
বসক — মাথা top।
বহগ — পেট।
বা — পাঁচ।
বাই — দিদি ; দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক।
বাইআপ — বন্ধু।
বাইথাঙ — নিজ।
বাগমারি — বিভক্তি।
বাগমা — একভাগ ; প্রথম ভাগ ; কেউ।
বাগৗই — জন্য।
বাচা — উঠা, দাঁড়ানো।
বাবু — বাবা, পিতা।
বায় — ভেঙে যাওয়া।
বার — টা, ফুল বোঝালে সংখ্যার সঙ্গে যোগ হয়।
বারা — বেঁটে।
বাসৗই — বৌদি।
বাহাই — কেমন, কেমন করে।
বিগরা — দরিদ্র।
বিথি — ওষুধ।
বিনি — তার, তাহার।
বিবাক — সব।
বিসি — বছর।
বিসিঙ — মধ্যে, মাঝখানে।
বিহিক — স্ত্রী।

বুআ — দাঁত।
বুই — অন্য।
বুকুর — চামড়া।
বুগ — ধার।
বুগয়া — ভোঁতা।
বুবাগরা — রাজা।
বুবার — ফুল।
বুরা — বৃদ্ধ।
বুসুক — নাতি।
-জুক — নাতনি।
বী — মারা (বেত্রাদি দিয়া আঘাত করা।)
বীকৌঙ — নাক, নাসারন্ধ্র।
বীথা — হৃৎপিণ্ড, হৃদয়, মন।
-কতর — সাহসী।
-কুচু — ভীরু।
বীখানাই — চুল।
বীখুনজু — কান।
বীতৌই — ফল।
মুন — পাকা, পেকে ওঠা।
বীফা — বাবা, পিতা।
বীফাঙ — গাছ।
বীফুরু — কখন।
বীমুঙ — নাম।
বীর’ — কোথায়।
বীরৌই — স্ত্রীলোক, চার।
বীরীম বীরম — প্রত্যেক।
বীলাই — পাতা।
বীলাম — গর্ত।
বীসলাই — জিহ্বা।
বীসা, বীসালা — সন্তান, ছেলে।
বীসাই, বীসায় — স্বামী।
বীসাক — শরীর।
বীসাজলা — ছেলে মেয়ে।
বীসাজুক — মেয়ে।
বীসীক — কত, কতটুকু।
বেদেক — শাখা।
বেরমা — শুকনা মাছ।
বেলাই — খুব।

**ম**

ম — ই (জোর দেওয়ার জন্য)।
মই — মাসি।
মকল — চোখ।
মতম — গন্ধ।
মতাই — দেবতা, ভগবান।
-নগ — মন্দির।
-রী — পূজা করা।
মল — কাল, ঋতু।
মস’ — লঙ্কা।
মসক — হরিণ।
মসা, মৌসা — বাঘ।
মা — টি, টা ; পশুর সংখ্যা বোঝাতে যোগ হয়।
মাই — ধান, ভাত।
মাইয়ুঙ — হাতি।
-বীরীই — হস্তিনী।
মাইরাঙ লতা — বাসন-কোসন।

মাইরুঙ — চাউল।
মাগমুঙ — অন্ধকার।
মান — পাওয়া, জানা, পারা।
মানি — অতীত কালের চিহ্ন।
মানৗই — জিনিস।
-রগ — জিনিস পত্র।
মার মার — বার বার।
মারে — সখী, সই।
মিআ, মিয়া — গতকাল।
মুআ — মেসোমশাই।
মুইখুতুঙ, মুইথুঙ — সবজি।
মুঙ — নাম।
-কতর — বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ।
-গীনাঙ — খ্যাতিমান।
-য়াচাক — সর্বনাম।
মুচুঙ — ইচ্ছা করা/ আকাঙ্ক্ষা করা।
মুথু — ঘুম পাড়ানো।
মুরুগ — পাহারা দেওয়া।
-নায় — পাহারাদার।
মুসুক — গরু, গাই।
মৗখরা — বানর।
মৗনৗই — হাসা, হাস্য করা।

**য়**

য়া, ইয়া — নঞর্থক প্রত্যয়।

**র**

রক — শোয়া।
রগ — বহুবচনের চিহ্ন।
রম — ধরা।
রহর, হর — পাঠানো।
রা — শ', শত ; কাটা।
রাঙ — টাকা।
রি — কাপড়।
রিগনাই — শাড়ি।
রিতরাগ — পাছড়া, পার্বতী মেয়েদের নিম্নাঙ্গের পোশাক।
রুগ — সিদ্ধ করা।
-জাক — সিদ্ধ।
রুঙ — নৌকা।
রুউা — কুঠার, কুড়াল।
রৗ — দেওয়া।
রৗচাব — গান করা।
-মুঙ, রৗচামুঙ — গান।
রৗজা — পুরু, মোটা।

**ল**

লক — লম্বা হওয়া।
লগয়া — বেঁটে।
লগি — সঙ্গে।
লনদা — মোটা।
লাই — পাতা ; টি, টা, পাতা বোঝালে সংখ্যার সঙ্গে বসে।
লাইচিমা — লজ্জা।

-কীবাঙ — লাজুক।
লাইমা — অতীত।
-জরা — অতীতকাল।
-তঙমা জরা — ঘটমান অতীত কাল।
লাক — ক্রিয়াপদের শেষে যুক্ত হয়ে ভবিষ্যৎ কাল ও না-বোধকের একত্রে সূচনা করে।
লাথা — লাঠি।
লাপ — টি, টা, চামড়ার সংখ্যায় বোঝাতে সঙ্গে বসে।
লাম — টা, টি, গর্তের সংখ্যা বোঝাতে সঙ্গে বসে।
লামা — পথ।
লিয়া — ক্রিয়াপদের শেষে যুক্ত হয়ে অতীত কাল ও না বোঝায়।
লেঙ — পরিশ্রম করা।
-জাক — পরিশ্রান্ত।
লেঙলা — বিশ্রাম করা।
লেঙ সৗরীঙ — পরিশ্রান্ত হওয়া।
লেপ — টা, টি, পয়সার সংখ্যার সঙ্গে বসে।
লের — দেরী, বিলম্ব।

**উা**

উানু — আনু দ্রঃ
উাহান — শূকরের মাংস।

**স**

স, সত’ — টানা, Pull
সই — সত্য ; ঠিক নিশ্চয়।
সঙ — রান্না করা ; মনুষ্য ও মনুষ্যবাচক শব্দের বহুবচনের চিহ্ন।
সবাই — গায়ের তিল।
সম — লবণ ; কাল হয়ে যাওয়া।
সর — লোহা।
সা — টা, টি ; বলা, কওয়া। প্রকাশ করা ; এক ; ব্যথা করা ; ছেলে।
সাই — কুটা, পরিষ্কার করা ; চাইতে, চেয়ে ; জানা ; হাজার, সহস্র।
সাইচুঙ — একাকী।
সাইরিগ, সারিগ — বিকাল, সন্ধ্যা।
সাক — দ্রঃ বীসাক ; পর্যন্ত।
সাকা — উপর।
সাজুক — মেয়ে।

সাতুঙ — রোদ।
সান — চাওয়া।
সানজা — সন্ধ্যা।
সাপুঙ — সারাদিন।
সাব’ — কে।
সাবায় — ভেঙ্গে ফেলা।
সাম —ঘাস।
সামুঙ — কাজ।
-তাঙ — কাজ করা।
সাল — সূর্য ; দিন।
-বৗরৗম বৗরৗম — প্রত্যেক দিন।
সি — ভিজে যাওয়া।
সিকলা — যুবক।
সিকলি — যুবতি।
সিকামবু — ব্যাঙ।
সিঙগ — সিংহ।
সিতরা — কুৎসিত।
সিনজ’ — ইঁদুর।
-অলা — বড় ইঁদুর।
-কুঙদুরুঙ — নেঙটি ইঁদুর।
সিনি — সাত, চেনা।
সিমি — হইতে ; মাত্র, কেবল।
সির — লিঙ্গ।
-গুরমা — ক্লীব লিঙ্গ।
-চৗলা — পুংলিঙ্গ।
নৗই — উভয়লিঙ্গ।
-বৗরৗই — স্ত্রীলিঙ্গ।
সুক — বচন।
-সা — একবচন।
-বাঙ — বহুবচন।
সুঙ — জিজ্ঞাসা করা, প্রশ্ন।
সুমুই — বাঁশি।
সৗই — লেখা ; কুকুর।
সৗকাঙ — আগে ; কাছে ; সামনে।
সৗনাম — তৈরি করা, বানানো।
সৗরৗঙ — শিক্ষা করা।
সৗরাঙনায় — শিক্ষার্থী, ছাত্র।
সৗরৗঙমা — শিক্ষা।
সেঙকারি — গোঁফ।

**হ**

হই — ঢিলা, কুঁচকানো।
হর — আগুন, রাত্রি, পাঠানো।
হলা — পাটশোলা।
হা — জগৎ ; দেশ ; মাটি।
হাচুক — পাহাড়, পর্বত।
হাতিনা — বারান্দা।
হানক — বোন।
হাব — প্রবেশ করা।
হাম — ভাল হওয়া।
-জাগ — ভালবাসা, ভাল লাগা, খুশি হওয়া, স্নেহ করা।
-জাগয়া — বিরক্ত হওয়া।
হামা হচা — শ্বাস নেওয়া।
হারুঙ — সমতল ভূমি।

| | | | |
|---|---|---|---|
| হিক | — দ্রঃ বিহিক। | হিম | — হাঁটা, চলা। |
| হিঙখাই | — আচ্ছা। | হিলিক | — ভারি, heavy |
| হিন | — বলা, গালি দেওয়া। | হু | — মোছা, মাজা, পরিষ্কার করা। |

❍ —— ❍ —— ❍

# শব্দার্থ

## বাংলা—ককবরক

এই বইয়ে ব্যবহৃত শব্দগুলি নিচে অভিধানের ধাঁচে সাজিয়ে দেওয়া হল।

অকারণ — এরেঙ।
অতিথি — নাওরাই।
অধিকরণ কারক — তাঙনায় ইয়াচাগনাই।
অনুপস্থিত — কৗরৗই।
অনেক — কৗবাঙ।
অন্ধকার — মাগমুঙ।
অন্য — কুবুনি, বুই।
অপাদান কারক — তাঙনায় সিমি।
অব্যয় — কারা।
অভ্যাস করা — খৗলায়মা।
অসুখ — কুলুম।
আকাঙ্ক্ষা করা — মুচুঙ।
আকাশ — নখা।
আগন্তুক — ফাইনায়।
আগামীকাল — খৗনা।
আগুন — হর।
আগে — সৗকাঙ।
আঙ্গুল — ইয়াসি।
আচ্ছা — হিঙখাই।
আজ — তিনি।
আনন্দিত হওয়া — তঙথকজাক।
আনা — তুবু।
আম — থাইচুক।
আমরা — চৗঙ।
আমাদিগকে — চৗন’।
আমাদের — চিনি।
আমাকে — আন’।
আমি — আঙ।
আর — তাই।
আর একটু — তাইসা।
আরম্ভ করা — চেঙ।
আলো — পিরমুঙ।
আসা — ফাই।
ইচ্ছা করা — মুচুঙ।
ইঁদুর — সিনজ’।
উজ্জ্বল — কৗচাঙ।
উঠা — বাচা।
উপর — সাকা।
ঋতু — মল।
এই, এইটি — অ, অক’, অব’, অম’, ই’, ইক’, ইব’, ইম’।
এই পাশে — ইগালা।
এইভাবে — আহাই।
এইরকম — অমতৗই।
একটু — কিসা।
একাকী — সাইচুঙ।
এখন — তাবুক।
এখন পর্য্যন্ত — তাবুক সাক।
এখানে — অর’।

| | |
|---|---|
| এবং | — তাই। |
| এবার | — তাকলাই। |
| ঐ, ঐটি | — আব', উ, উক', উব', উম'। |
| ঐদিকে | — উগালা। |
| ও | — ব—(Also, Too) |
| ওষুধ | — বিথি। |
| কখন | — বীফুরু। |
| কত, কতটুকু | — বীসীক। |
| কনুই | — ইয়াগ জুরা। |
| কর্তৃকারক | — তাঙনায় খীলায়ফাঙ। |
| করণকারক | — তাঙনায় তাঙসঙ। |
| কর্মকারক | — তাঙনায় সামুঙ। |
| কর্মী | — তাঙনায়। |
| করা | — খীলাই, তাঙ। |
| কলস | — গলা। |
| কলা | — থাইলিক। |
| কাজ | — সামুঙ। |
| কাজ করা | — সামুঙ তাঙ। |
| কাটা | — তান', রা। |
| কাঠ | — বল। |
| কান | — বীখুনজু, খুনজু। |
| কাপড় | — রি। |
| কারক | — তাঙনায়। |
| অধিকরণ | — ইয়াচাগনাই। |
| অপাদান | — সিমি। |
| কর্তৃ | — খীলায় ফাঙ। |
| কর্ম | — সামুঙ। |
| করণ | — তাঙসঙ। |
| কাল | — জরা। |

| | |
|---|---|
| কাল, (Black) | — কসম। |
| কাঁঠাল | — থাইপুঙ। |
| কাঁদা | — কাপ, কাব। |
| কি | — তাম'। |
| কিছু | — কিসা। |
| কিছুই | — কুসতাম। |
| কুকুর | — সীই। |
| কুঁচকানো | — হই। |
| কুটা(মাছ ইত্যাদি) | — সাই। |
| কুৎসিত | — সিতরা। |
| কুড়াল | — রুঊা। |
| কুড়ি | — বিশ, খলপে, খল। |
| কে | — সাব'। |
| কেন | — তামগই, তামীঙগই, তামনি বাগীই। |
| কেনা | — পাই। |
| কেমন করে | — বাহাই। |
| কোথায় | — বীর'। |
| কোদাল | — গুদাল। |
| কোমল | — কেপেগ। |
| ক্রিয়া | — খীলায়মা। |
| ক্রেতা | — পাইনায়। |
| ক্ষুধা | — অক খুইমা। |
| ক্ষুধা লাগা | — অক খুই। |
| খাওয়া | — চা। |
| খাওয়ানো | — চারী। |
| খাদ্য | — চামুঙ। |
| খুব | — বেলাই, জববুই। |
| খেলনা | — থুঙজাক নাই। |

খেলা — থুঙমুঙ।

খেলা করা — থুঙ।

খেলোয়াড় — থুঙজাকনায়।

খোলা ; খুলে নেওয়া — খুক।

গতকাল — মিআ, মিয়া।

গন্ধ — মতম।

গর্ত — বৗলাম।

গরম — কুতুঙ।

গরিব — কৗরৗইসা, বিগরা।

গরু — মুসুক।

গলা — ততরা।

গল্প — কথমা, কেরাঙ কথমা।

গাছ — বৗফাঙ।

গান — রৗচাবমুঙ, রৗচামুঙ।

গান করা — রৗচাব।

গাল — খাঙগা, খাঙগার।

গালি দেওয়া — হিন।

গাঢ় — কলম।

গোয়াল ঘর — গুআই নগ।

গোঁফ — সেঙকারি।

গ্রাম — কামি।

গ্রেফতার করা — খা, খামা।

ঘটমান অতীত কাল — লাইমা তঙমা জরা।

ঘটমান বর্তমান কাল — তাবুক তঙমাজরা।

ভবিষ্যৎ — ফাইনাই তঙমা জরা।

ঘর — নগ।

ঘাস — সাম।

ঘাড় — গরদনা।

ঘুম পাড়ানো — মুথু।

ঘুমানো — থু।

ঘোড়া — করায়।

চলা — হিম।

চড়া — কা, কাসা।

চাইতে, চেয়ে — সাই।

চাউল — মাইরুঙ।

চাওয়া — সান।

চাদর — দুলাই।

চামড়া — বুকুর।

চার — বৗরৗই।

চাঁদ — তাল।

চিন্তা করা — অআনা।

চুল — বৗখানাই।

চেনা — সিনি।

চোখ — মকল।

ছয় — দক।

ছাগল — পুন।

ছাত্র — সৗরৗঙনায়।

ছেলে — চেরাই, বৗসা, সা।

ছেলে মেয়ে — বৗসাজলা।

ছোট — চিকন।

জগৎ — হা।

জন্ম — আচাই।

জন্মভূমি — আচাই হা।

জন্য — বাগৗই।

| | | | |
|---|---|---|---|
| জল | — তৗই, তৗয়। | তোমাকে | — নন। |
| জিজ্ঞাসা করা | — সুঙ। | তোমার | — নিনি। |
| জিনিস | — মানৗই। | তোলা, চয়ন করা | — খল। |
| জিহ্বা | — বৗসলাই। | থামা | — থক। |
| জ্বর | — কুলুম। | দশ | — চি। |
| জামা | — কামচৗলৗই। | দড়ি | — দৗখৗই দখাই। |
| জীবিত | — কৗথাঙ। | দাদা | — আতা। |
| ঝগড়া করা | — অআলা, ওআলা। | দাড়ি | — খচাই। |
| ঝাঁট দেওয়া | — ফার। | দাঁত | — বুআ। |
| টাকা | — রাঙ। | দাঁড়ানো | — বাচা। |
| টানা, টান দেওয়া | — স, সত’। | দিদি | — আইবি, আবুই। |
| ঠাণ্ডা | — কাচাঙ, কৗচাঙ। | দিন | — সাল। |
| ঠিক | — সই। | দুই | — নৗই। |
| ঠিক আছে | — দখাই। | দুপুর | — দিপর। |
| ঠেলা দেওয়া | — দাগারৗ। | দূর | — চাল। |
| ডাকা | — নৗঙ। | দুর্বল | — কেবেল। |
| ডান | — ইয়াকসি। | দৌড় দেওয়া | — খাইচিগ, খাচিগ। |
| ডিম | — বৗতৗই। | দ্বিতীয় | — কৗনৗই। |
| ঢিলে | — হই। | দেওয়া | — রৗ। |
| তাকানো | — নাহার। | দেখা | — নাই, নুগ। |
| তামাক | — দুমা মাকতি। | দেবতা | — মতাই। |
| তার, তাহার | — বিনি। | দেরী | — লের। |
| তারা, তাহারা | — বরগ। | দেশ | — হা। |
| তাড়াতাড়ি | — দাইতি, দাকতি। | ধরা | — রম। |
| তিক্ত, তেতো | — কাখা। | ধাক্কা দেওয়া | — দাগা রৗ। |
| তিন | — থাম। | ধান | — মাই। |
| তিনি | — ব। | ধার | —(Sharpness) |
| তুমি | — নৗঙ। | | —বুগ। |
| তৃতীয় | — কাথাম। | ধীরে ধীরে | — কেলের। |
| তৈরি করা | — সৗনাম। | ধূম | — দুমা। |
| তোমরা | — নরগ। | ধূম পান করা | — দুমানৗঙ। |

নখ — ইয়াসকু।
নদী — তৗয়মা।
নরম — কৗলাই, কৗলায়, কেপেগ।
নয় — চুকু।
না — ইঁহিঁ।
নাই — কৗরৗই।
নাক — বৗকৗঙ।
নাতনি — বুসুকজুক।
নাতি — বুসুক।
নাম — বৗমুঙ।
নামা — অঙখর।
নাসারন্ধ্র — বৗবৗত।
নিজ — বাইথাঙ।
নীল — কাখরাঙ।
নূতন — কৗতাল।
নেওয়া — তৗলাঙ, না।
নৌকা — রুঙ।
পথ — লামা।
পদ — ককথাই।
পর্বত — হাচুক।
পরশুদিন — উসকাঙ।
পরা,পরিধান করা — চুম।
পরিশ্রম করা — লেঙ।
পরিশ্রান্ত — লেঙজাক।
পরে — উল’।
পর্যন্ত — সাক।
পড়া — কালাই, (Fall)/কৗলাই
পয়সা — পুইসা।
পা — ইয়াকুঙ।

পাওয়া — মান।
পাকা — মুন, (Ripen) ।
পাঁচ — বা।
পাছড়া — রিতরাগ।
পাটশোলা — হলা।
পাঠানো — হর, রহর।
পাঁঠা — পুনজুআ।
পাঁঠার মাংস — পুহান।
পাতা — লাই।
পান করা — নৗঙ।
পাহারা দেওয়া — মুরুগ।
পাহারাদার — মুরুগনায়।
পাহাড় — হাচুক।
পাশ — গালা, (Side)
পিছন — ঔঙকলক।
পিতামহ — আচু
পিতামহী — আচুই, নানা।
পিসি — পি।
পিসেমশাই — পিআ।
পুরাতন — কৗচাম।
পুরু — রৗজা।
পুরোহিত — অচাই।
পূজা করা — মতাই রৗ। ফুজা রৗ।
পেঁচা — তাখুক।
পেট — অক, বহগ।
প্রত্যেক — বৗরৗম বৗরৗম।
প্রথম — পুইলা।
প্রধান — অকরা।
প্রবেশ করা — হাব।
প্রশ্ন — সুঙমুঙ।

ফল — বৌথাই।
ফুল — বৌবার, খুম।
ফেরা — কিফিল।
বচন — সুক।
একবচন — সুকসা।
বহুবচন — সুকবাঙ।
বছর — বিসি।
বন — বলঙ।
বন্ধু — ইয়ার, কিচিঙ, বাইআপ।
বর্তমান — তাবুক।
কাল — তাবুক জরা।
বর্ষা — অআতৌই মল।
বলা — সা।
বসা — আচুগ।
বড় — অকরা, কতর, কুফুঙ।
বড়জন — অকরাসা।
বাক্য — ককতাঙ।
-আদেশসূচক — ককতাঙ দাগিমাসা।
-উক্তিমূলক — ককসা।
-জিজ্ঞাসা — সুঙমুঙসা।
-বিস্ময়সূচক — মৌলাঙসা।
বাঘ — মসা, মৌসা।
বাজা — তাম।
বানর — মৌখরা।
বাবা — বাবু, ফা, বৌফা।
বাম — ইয়াগরা।
বার বার — মার মার।
বারান্দা — হাতিনা।
বালক — চেরাই।
বাসকরা — তঙ।
বাসন কোসন — মাইরুঙলতা।
বাহির — ফাতার।
-হওয়া — অঙখর।
বাড়ি — নগ।
বাঁচা — খাঙ।
বাঁশ — ওআ।
বাঁশি — সুমুই।
বিখ্যাত — মুঙকতর, মুঙগীনাঙ।
বিজলী — নখা ফিলিক।
বিনয়ী — কৌচাঙ তত’।
বিবাহিত — কাইজাক।
বিবিধ — দালকজাক।
বিভক্তি — বাগমারী।
বিভিন্ন — জুদাজুদা।
বিশেষণ — খিলিমা।
বিশ্রাম করা — লেঙলা।
বিষণ্ণ হওয়া — তঙথজাগয়া।
বিড়াল — আমিঙ।
বিয়ে করা — কাই।
বুক — খাকলাব।
বৃদ্ধ — বুরা।
বৃষ্টি — অআতৌই।
বেগুন — ফানতক।
বেঁটেন — বারা, লগয়া।
বোন — হানক।
-ছোট — কৌকৌই।
বোনা, বয়ন — তাগ।
বৌদি — বাসৌই।

ব্যাকরণ — ককমা।
ব্যাঙ — সিকামবু।
ভগবান — মতাই।
ভবিষ্যৎ — ফাইনাই।
ভবিষ্যৎকাল — ফাইনাই জরা।
ভয় — কিরিমুঙ।
ভয় করা — কিরি।
ভাই — তাখুক, ফাইয়ুঙ।
ভাত — মাই।
ভারী — হিলিক।
ভালো — কাহাম।
ভালো হওয়া — হাম।
ভালোলাগা,
ভালোবাসা — হামজাগ।
ভাষা — কক।
ভিজা — কিসি।
ভিজে যাওয়া — সি।
ভীত, ভীরু — কিরিনায়, বৗখা কুচু।
ভুলে যাওয়া — পগ।
ভেঙ্গে ফেলা — সাবায়।
ভেঙ্গে যাওয়া — বায়।
ভোঁতা — বুগয়া।
মধ্যে — বিসিঙ।
মন — খা বৗখা।
মন্দির — মতাই নগ।
মরা — থুই।
মহৎ — কতর।
মা — আমা, মা, বৗমা।
মাছ — আ।
মাজা,
পরিষ্কার করা — হু।
মাঝে মাঝে — ওআইসা ওআইসা কৗচার কৗচারি।
মাটি — হা।
মাত্র — সিমি।
মাথা — বসক, (Top), বখরক (Head)
মানুষ — বরক।
মারা (বেতন ইত্যাদি দিয়ে) — বৗ।
মালা — খুমতাঙ।
মাস — তাল।
মাসি — মই।
মিশ্রিত — দালকজাক।
মিষ্টি — কুতুই।
মুরগি — তকমা।
মুসলমান — থুরুক।
মুড়ি — উরীম।
মূলকথা — কক খরক, কক বথমা।
মৃত — কুথুই।
মেসোমশাই — মুআ।
মেঘ গর্জন, বজ্র — নখা গুরুম।
মেশানো — দালক।
মেয়ে — চেরাইজুক, বৗসাজুক।
মোটা — কুফুঙ, লনদা।
মোরগ — তক, তকচৗলা।
যাওয়া — থাঙ।
যা কিছু — জেসাফ।
যুবক — সিকলা।

যুবতি — সিকলি।
রাগ — থামচি।
রাগী — থামচি কুতুঙ।
রাজহাঁস — তাখুম রাজগাঙ।
রাজা — বুবাগরা।
রাত্রি — হর।
রান্না করা — সঙ।
রান্না ঘর — গানতি নগ।
রোগা — কৌরান।
রোদ — সাতুঙ।
লঙ্কা — মস’।
লজ্জা — লাইচিমা।
লবণ — সম।
লম্বা — কলক।
লম্বা হওয়া — লক।
লাকড়ি — বল।
লাগা — নাঙ।
লাজুক — লাইচিমা কৌবাঙ।
লাঠি — লাথা।
লাল — কৌচাক।
লিঙ্গ — সির।
উভয়লিঙ্গ — সিরনৌই।
ক্লীবলিঙ্গ — সির গুরমা।
পুংলিঙ্গ — সিরচৌলা।
স্ত্রীলিঙ্গ — সির বৌরৌই।
লেখা — সৌই।
লেবু — জামির।
লোহা — সর।
শ’, শত — রা।
শক্ত — কারাক।

শব্দ — কক।
শরীর — বৌসাক, সাক।
শাখা — বেদেক।
শাশুড়ি — কৌরাজুক।
শাড়ি — রিগনাই।
শিক্ষা — সৌরৌঙমা।
শিশু — চেরাই।
শীঘ্র — দাকতি, দাইতি।
শীর্ণ — কৌরান।
শুকনা — কৌরান।
শুকনা মাছ — বেরমা।
শূকর — উাক।
শূকরের মাংস — উাহান।
লেখা — সৌই।
শেষ করা — পাই।
শোনা — খৌনা।
শোয়া — রক।
শ্বশুর — কৌরা।
শ্বাস নেওয়া — হামা হচা।
ষাঁড় — দেকা।
সখী — মারে।
সঙ্গে — লগি।
সত্য — কুবুই, সই।
সন্তান — বৌসা, বৌসালা, বৌসাজলা।
সন্ধ্যা — সাইরিগ, সারিগ, সানজা।
সব — জত’, জতত’, বিবাক।
সবল — কারাক।
সবজি — মুইখুতুঙ, মুইতুঙ।

সবুজ — খীরাঙজিজি।
সমতল ভূমি — হারুঙ।
সময় — জরা, ফুরু।
সম্বন্ধ পদ — ককথাই সানদাই।
সর্বনাম — মুঙয়াচাক।
সরানো,
স্থানান্তর করা — খিব।
সরু — কেরাম।
সস্তা — কৌলাই, কৌলায়।
সহজ — কৌলাই, কৌলায়।
সাত — সিনি।
সাদা — কুফুর।
সামনে — সৌকাঙ।
সারাদিন — সাপুঙ।
সাহসী — বৌখা কতর।
সাঁতারকাটা — ইয়গ।
সিদ্ধ — রুগজাক।
সিদ্ধ করা — রুগ।
সিংহ — সিঙগ।
সুন্দর — নাইথক।
সুপারি — কুআয়।
সুপারি গাছ — কুআয় ফাঙ।
সুস্থ — কাহাম।
সূতা — খুতুঙ।
সূর্য — সাল।
সেইজন্য — আবনি বাগৗই।
সেখানে — আর'।
সোজা — কেপলেঙ।
স্ত্রী — বিহিক, হিক।
স্ত্রীলোক — বৌরৌই।
স্নান করা — তৌক।
স্বামী — বৌসাই, বৌসায়।
হইতে — সিমি।
হওয়া — ঔঙ, তঙ।
হঠাৎ — আচমসা।
হরিণ — মসক।
হলুদ রঙ — করম'।
হাজার — সাই।
হাঁটা — হিম।
হাঁটু — ইয়াসকু।
হাত — ইয়াক, ইয়াগ।
হাততালি — ইয়াফা খরব।
হাতের পাতা — ইয়াফা।
হাতি — মাইয়ুঙ।
হারিয়ে ফেলা — কুমাই।
হাঁস — তাখুম।
হাসা — মুনয়।
হৃদয় — খা, বৌখা।
হ্যাঁ — আঅ।

❍ —— ❍ —— ❍

TRIBAL RESEARCH AND
CULTURAL INSTITUTE

ISBN 978-93-86707-52-9

Price : Rs. 120/-